শ্রীশ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ।

৺ রামনিধি গুপ্ত প্রণীত।

কবিতা সমূহ ও তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত

তদাত্মজ শ্রীজয়গোপাল গুপ্ত কর্ত্তৃক সংগৃহীত।

কলিকাতা।

এন, এল, শীলের যন্ত্রে মুদ্রিত।

নং ৬৫ আহীরীটোলা।

১২৭৫।

মূল্য এক টাকা চারি আনা মাত্র।
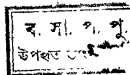
কবিবর।

৺ রামনিধি গুপ্তের সংক্ষেপ

জীবন বৃত্তান্ত।

কবিবর ৺ রামনিধি গুপ্ত যিনি নিধুবাবু নামে বিখ্যাত ছিলেন তিনি বাঙ্গালা ১১৪৮ অব্দে ত্রিবেণীর নিকটস্থ চাঁপ্‌তা নামক গ্রামে স্বীয় জনকের মাতুল ৺ রামজয় কবিরাজের গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। ইতিপুর্ব্বে বর্গিব হেঙ্গামা ও নবাবী দৌরাত্ম্য প্রযুক্ত রামনিধি বাবুর পিতা ৺ হরিনারায়ণ কবিরাজ এবং পিতৃব্য ৺ লক্ষ্মীনারায়ণ কবিরাজ এই দুই সহোদর কলিকাতার কুমারটুলির বাটী পরিত্যাগ পুর্ব্বক উক্ত চাঁপ্তা গ্রামে পলায়ন করেন, তাহারা কিছুকাল তথায় অবস্থান করত বাঙ্গালা ১১৫৪ সালে কলিকাতায় পুনরাগমন পুর্ব্বক কুমারটুলির ভবনে পুনরায় অবস্থিতি করিলেন। এই স্থানেই রামনিধি বাবু বিদ্যাভ্যাসে নিযুক্ত হইয়া কৃতবিদ্য হইলেন এবং তাঁহার দৈবশক্তির বিলক্ষণ সুলক্ষণ সাধারণ সমাজে দৃষ্টি হইতে লাগিল। অনেকের নিকটেই তিনি সমাদৃত ও প্রেমাস্পদ হইলেন। নিধুবাবুর দুই কনিষ্ঠা সহোদরা ছিলেন তাঁহার পিতা প্রথমা কন্যাকে পাতুরিয়াঘাটা নিবাসি ৺ শিবচন্দ্র কবিরাজ এবং দ্বিতীয়াকে কাঁচড়াপাড়া নিবাসী ৺ দাতারাম কবিরাজকে সম্প্রদান করত লোকান্তর গমন করেন। রাম-

ক

১১৬৮ সালে সুখচর নামক গ্রামে প্রথম বিবাহ করেন। ১১৭৫ বং সেই প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে এক সন্তান প্রসূত হয়, নবকুমারের মুখাবলোকন পূর্ব্বক বাবু বিস্তর উৎসাহ প্রকাশ করেন।

অনন্তর যে সময়ে এই বঙ্গদেশে ইংরাজদিগের স্থির প্রভুত্ব হয় এবং যখন সাহেবেরা এই রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন অংশের রাজা ও ভূম্যধিকারিদিগের সহিত বন্দোবস্ত করেন সেই সময়ে নিধুবাবু নিজ পল্লীস্থ ৺ দেওয়ান রামতনু পালিত মহাশয়ের সহিত চিরণছাপরায় কর্ম্ম করিতে গমন করেন, তৎকালে জনাগ্রিও গ্রামবাসী সুবিখ্যাত ৺ জগন্মোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় ছাপরার কালেক্টর মেং মোণ্টগুমরি সাহেবের কেরাণির পদে অভিষিক্ত ছিলেন। রামতনু পালিত তথায় কিছু দিন দেওয়ানী কর্ম্ম করত বায়ু রোগে আক্রান্ত হইয়া এক কালেই অকর্ম্মণ্য হইলেন, তখন পালিত বাবুর সহিত রামনিধি বাবু ব্যতীত দ্বিতীয় ব্যক্তি এমত কেহই ছিলেন না যিনি ঐ দেওয়ানী পদের যথার্থ উপযুক্ত পাত্র হয়েন। এই উপস্থিত ঘটনায় জগন্মোহন মুখোপাধ্যায় উক্ত দেওয়ানী কর্ম্মের নিমিত্ত অত্যন্ত লোলুপ হইলেন, কিন্তু মনে মনে এমত বিবেচনা করিলেন যে নিধুবাবু এখানে বর্ত্তমান থাকাতে এ কর্ম্মটি তিনি কোনমতেই প্রাপ্ত হইতে পারে না এ কারণ শঠতা ও ছলনাপূর্ব্বক একদিবস বাবুকে কহিলেন "আপনি কি ব্রহ্মহত্যা করিতে এখানে আসিয়াছেন„ ইহাতে বাবু বিস্ময়াপন্ন হইয়া উত্তর করিলেন "সে কি মহাশয় আমি ব্রহ্মহত্যা করিতে আসিয়াছি, এ কেমন কথা হইল ? আমি গো ব্রাহ্মণের সেবক ও রক্ষক, অতএব আপনি বিজ্ঞ হইয়া আমার প্রতি এমত অন্যায় উক্তি কেন করেন ? „ তচ্ছ্রবণে মুখোপাধ্যায় কহিলেন " দেওয়ানী কর্ম্ম সাহেব আমাকে দিতে চাহেন কিন্তু তোমার বিদ্যা ও বুদ্ধি ও কর্ম্মদক্ষতা দেখিলে এ কর্ম্ম তোমাকেই দিবেন,

আমাকে কখনও দিবেন না,, ব্রাহ্মণের প্রতি গুপ্ত বাবুর স্বভাবতঃ অত্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল, এ জন্য কোন রূপ-আপত্তি না করিয়া ঐ পদে মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে অভিষিক্ত করণার্থ বিবিধ প্রকার যত্ন ও পোষকতাই কবিলেন এবং তিনি পদস্থ হইয়া যাহাতে কৃতকার্য্য হয়েন তদ্বিষয়ে সদুপদেশ সহায়তা করত তাঁহার কেরাণিগিরি কর্ম্মে স্বয়ং নিযুক্ত হইয়া কিছুকাল তৎকর্ম্ম নির্ব্বাহ কবিলেন।

ছাপ্‌রার কালেক্টরী কেরাণির কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া নিধুবাবু তৎকালে যথায় সঙ্গীত বিদ্যায় সুপণ্ডিত জনৈক যবন গায়ককে বেতন দিয়া নিযুক্ত করত সাবকাশ সময়ে তাহার নিকট সঙ্গীত শাস্ত্র শিক্ষা করিতে লাগিলেন। গীত বাদ্য তৎপর যবনেরা প্রায় অত্যন্তই ক্রূর, সহজে কাহাকেই যথার্থ রূপ উপদেশ প্রদান করে না। যখন ঐ বিদ্যায় বাবুর যথার্থ সংস্কার জন্মিল তখন শিক্ষাদান বিষয়ে শিক্ষকের কার্পণ্য জানিতে পারিয়া মিঞা সাহেবকে কহিলেন "আমি তোমারদিগের জাতীয় যাবনিক গীত আর গান করিব না, আপনিই বঙ্গভাষায় হিন্দি গীতের অনুবাদ পূর্ব্বক রাগ রাগিণী সংযুক্ত করিয়া গান করিব,, ফলে তাহার অব্যবহিত পরে তাহাই করিলেন, অর্থাৎ উক্ত মুসলমান গায়ককে বিদায় দিয়া আপনিই রাগ বাগিণী তাল মান অনুসারে বাঙ্গালা গীত রচনা করিতে প্রবর্ত্ত হইলেন।

ইহার কিছু দিন পরেই নিধুবাবু ছাপ্‌রা জিলার মধ্যস্থিত "রতনপুরা,, নামক গ্রামে গিয়া "ভিখনরাম,, স্বামিজীউর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিলেন, ঐ মহাশয় অত্যন্ত জ্ঞানী ও সাধু ছিলেন, "জ্ঞানানন্দ,, গোস্বামির ন্যায় উক্ত মহাপুরুষের অনেক অলৌকিক ক্রিয়া মানবমণ্ডলে ব্যক্ত আছে "জ্ঞানানন্দ,, বামাচারী ছিলেন, "ভিখনরাম,, দক্ষিণাচারী, তাঁহাকে সকলেই সিদ্ধপুরুষ কহিত। তিনি নিধুবাবুকে শান্ত শ্রদ্ধাবান বিনয়ী ভক্ত সচ্চরিত্র ও

দয়ালু দৃষ্টে এই বর প্রদান করিলেন যে "তুমি সুখী ও খ্যাত্যাপন্ন হও,, কিয়দ্দিন পরেই ঐ মহাপুরুষের এই মহা আশীর্ব্বাদ সত্য ও সফল হইল। হিন্দুস্থানে "সরিমিঞা,, নামক ব্যক্তি যেমন অতিশয় বিখ্যাত সুকবী ও সুগায়ক ছিলেন, ইনি অত্যল্প দিবসের মধ্যেই বঙ্গদেশে অবিকল তদনুরূপ হইলেন।

এক দিবস জগন্মোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় আপনার আমলারদিগের প্রতি এতদ্রূপ আদেশ করিলেন যে তোমরা চাকবী করিতে আসিয়াছ, অতএব উপার্জ্জনের পথ দৃষ্টিকর এ সময়ে যে জমীদার তোমারদিগে যাহা দিবে,তাহাই লইয়া আপন আপন বাটীতে প্রেরণ কর। ইহাতে যদি তোমারদিগের উপর কোন রূপ আপদ উপস্থিত হয় তবে আমি তাহা হইতে রক্ষা করিব, ভয় কি নির্ভয়ে উপার্জ্জন কর ইত্যাদি। এবম্ভূত অপরিমিত অনুমতি শুনিয়া রামনিধি বাবু তৎক্ষণাৎ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন * ইহাতে দেওয়ানজী অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইযা কহিলেন "বাবুজী আপনি যদি নিতান্তই কর্ম্ম না করেন তবে আপনার প্রাপ্য দশ সহস্র মুদ্রা গ্রহণ করত গৃহে গমন করুন,, বাবু তাহাতেই সম্মত হইয়া তখনি তদনুরূপ কার্য্য করিলেন। পরন্তু তাঁহার ছাপ্‌রা হইতে কলিকাতায় আগমন কালে দেওয়ানজী এই অনুরোধ করিলেন যে "আপনি উত্তম কবি অতি সুগায়ক এবং রাগসাগর বিশেষ অতএব অনুগ্রহ পূর্ব্বক যদি প্রতি বৎসর ৺ সরস্বতী পূজার দিবসে মৎ প্রণীত বাক্‌দেবীর বন্দনাটি গান করেন তবে আমি অপরিমিত প্রীতি প্রাপ্ত হই,, গুপ্ত মহোদয় তদ্বাক্যে অঙ্গীকৃত হইয়া তদবধি প্রতি বর্ষেই শ্রীপঞ্চমীর দিবসে সরস্বতীর নিকট অঞ্জলি দিয়া দেওয়ানের কৃত এই গান করিতেন যথা,।

---

*এই স্থলে এমত এক কিম্বদন্তী আছে যে নিধুবাবু হিসাবের পুস্তকে স্ব রচিত গান লিখিয়া ছিলেন, সাহেব তদ্দৃষ্টে বিরক্ত হওয়াতে তিনি ও বোবপরবশ হইয়া কর্ম্ম ত্যাগ করিলেন।

আড়না বাহার।

তাল হরি।

জয় জয় বাকবাণী নিখিল বিভব প্রদায়িনী।
পদ মধ্যে মুখাম্ভোজ, বক্ষে কর সরসিজ,
পঞ্চাসতো বর্ণময় মানি ॥
সদা সরসিজোদ্ভব, সরোজাক্ষ সদাশিব,
প্রভৃতি অমর বন্দিনী ॥
অক্ষগুণ আর বিদ্যা, অমৃত কলসমুদ্রা,
দেহি পদ চতুষ্টয় পাণি ॥ ১ ॥
সদা পীনোন্নত স্তনি, ঈষদাভা ত্রিনয়নী,
সর্ব্ব ইন্দু শিবে ধারিণি।
জগন্মোহন দীনে, আশ্রয় স্বকীয় গুণে,
দেহি পদঅম্বুজে ভবানি ॥ ২ ॥

নিধুবাবু সহজেই সন্তোষ চিত্ত ছিলেন প্রায় কেহই তাঁহাকে বিষণ্ণ বা বিমর্ষ অথবা উৎকণ্ঠিত দেখিতে পান নাই সর্ব্বদাই হাস্যপূর্ব্বক অমোদ প্রমোদে কাল ক্ষয় করিতেন। এমতকালে তাঁহার প্রথমপক্ষের পুত্রটী কৃতান্তকুটীরে নীত হইল এবং ইহার কিছু দিন পরে তাঁহার সেই স্ত্রী ও কালের গ্রাসে পতিতা হইলেন। এই স্ত্রী ও পুত্র বিয়োগে তিনি অত্যন্ত শোকাকুল হইয়াছিলেন, ইহাতে বিপুল বিলাপ বিশিষ্ট হইয়া অন্তঃকরণের আক্ষেপ নিবারণার্থে এই গীত রচনা করিয়াছিলেন। যথা—

রাগিণী কেদারা।

তাল হরি।

মনপুর হতে আমার হারায়েছে মন।
কাহারে কহিব কার দোষ দিব নিলে কোন জন ॥

না বলে কেমনে রব বল্যে বল কি করিব।
তোমা বিনে আর সেখানে কাহার গমনাগমন ॥ ১ ॥
অন্যের অগমনীয় জান সে স্থান নিশ্চয়।
ইথে অনুমান এই হয় প্রাণ তুমি সে কারণ ॥ ২ ॥
যদি তাহে থাকে ফল লয়েছ করেছ ভাল।
নাহি চাহি আমি যদি প্রাণ তুমি করহ যতন ॥ ৩ ॥

তদনন্তর ১১৯৮ সালে জোড়াসাঁকো পল্লিতে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিলেন সে সংসার অতি শীঘ্রই গত হইল, ইহাতেই পুনঃ২ বিবাহ করণে নিতান্তই অনিচ্ছুক হইয়াছিলেন, কিন্তু কি করেন দৈব নির্ব্বন্ধ খণ্ডন হইবার নহে নানা প্রকার অনুরোধ বশতঃ ১২০১ কিম্বা ২ হায়নে "বরিঝাটী চণ্ডীতলা„ গ্রামের হরিনারায়ণ সেন মহাশয়ের তৃতীয়া কন্যাকে তৃতীয় পক্ষে উদ্বাহ করিলেন, এই সংসারে তাহার চারিটি পুত্র ও দুইটি কন্যা জন্মে তন্মধ্যে প্রথম পুত্র ও কনিষ্ঠ পুত্র এবং জ্যেষ্ঠা কন্যা লোকান্তরিত হইয়াছেন, এইক্ষণে জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীজয়গোপাল গুপ্ত এবং কনিষ্ঠ শ্রীসুখময় গুপ্ত এবং ইহাঁরদিগের কনিষ্ঠা ভগ্নী জীবিত আছেন ইহাঁরদিগের সকলেরই দুই একটি উপযুক্ত পুত্র এবং কন্যা জন্মিয়াছে।

গুরুচরণ কবিরাজ ও গুরুদাস কবিরাজ নিধুবাবুর এই দুইজন ভাগিনেয় অতিশয় কৃতবিদ্য হইয়াছিলেন, বাবু তাহারদিগকে প্রাণাধিক জ্ঞানে যথোচিত স্নেহ করিতেন, ইহারা উভয়েই তাঁহার সংসারে প্রতিপালিত হইয়া যৌবনাবস্থায় মায়িক দেহ পরিহার করাতে তিনি অত্যন্ত কাতর হইলেন এবং তদবধি সাংসারিক সুখসম্বন্ধে এককালেই আসক্তি হীন হইলেন, কি ঐশ্বর্য্য কি পরিজন কাহার প্রতি আর কিঞ্চিৎ মাত্র যত্ন করিতেন না গৃহে থাকিয়া উদাসীনের ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিলেন।

ইনি উপকার ধর্ম্মকে পরম ধর্ম্ম জ্ঞান করিয়া সাধ্যানুসারে

পরপোকারে ত্রুটি করিতেন না, দায়গ্রস্ত ব্যক্তি নিকটস্থ হইলেই যথা সম্ভব দান দ্বারা তাহাকে তুষ্ট করিতেন, আপনি সম্পূর্ণ রূপ সাহায্য করণে অক্ষম হইলে অন্যকে অনুরোধ করিতেন, এই রূপে স্বতঃ পরতঃ যে প্রকারে হউক লোকের উপকার করিতে পারিলেই সুখী হইতেন এ কারণ তাঁহার প্রশংসাপুষ্পের সুবাস সর্ব্বত্রই বিস্তৃর্ত হইয়াছিল।

শোভাবাজারস্থ বটতলার পশ্চিমাংশে বড এক খানা প্রসিদ্ধ আটচালা ছিল নিধুবাবু প্রতি দিবস রজনীতে তথায় গিয়া সংগীত বিষয়ের আমোদ করিতেন, ঐ স্থানে এই নগরস্থ প্রায় সমস্ত সৌখিন, ধনী ও গুণী লোকেরা উপস্থিত হইয়া বাবুর সুধাময় কণ্ঠ বিনির্গত সুমধুর সঙ্গীত স্বরে মুগ্ধ হইতেন।

নিমতলা নিবাসী সুবিখ্যাত বাবু শ্রীনারায়ণ চন্দ্র মিত্র মহাশয় পক্ষির দল করিয়া উক্ত প্রসিদ্ধ আটচালায় সর্ব্বদা উল্লাসকরিতেন পক্ষির দলের পক্ষী সকল ভদ্রসন্তান উপস্থিত বক্তা এবং উপস্থিতকবি ও বাবু এবং সৌখিন নামধারী সুখী ছিলেন, পক্ষিরদলেরা নিধুবাবুকে অত্যন্ত মান্য করিতেন। পক্ষিগণ আপনং গুণানুসারে নাম পাইতেন এবং সেই নাম প্রায় নিধুবাবুর দ্বারা প্রাপ্ত হইয়া সুখী জ্ঞান করিতেন পক্ষির দলের বিস্তর রহস্যজনক গীত এবং ইতিহাস আছে তাহা এস্থলে উল্লেখ করিবার প্রয়োজন করে না।

পরন্তু নিধুবাবুর সংগীত বিদ্যার অনুরাগ নাম সম্ভ্রম সুন্দর রূপে প্রকাশ হইলে বঙ্গ দেশের নানা স্থান হইতে প্রধান প্রধান লোকেরা কলিকাতায় আগমন করত তাঁহার গান শুনিয়া সমূহ সন্তোষ লাভ করিতেন। ইহাঁরা তাবতেই বাবুর নিকট আসিতেন কিন্তু বাবু প্রায় কখনই কাহার নিকটে গমন করিতেন না, কারণ তিনি স্বাধীনতা সম্মানের উপর নিয়তই দৃষ্টি রাখিতেন তোষামোদাদি উপাসনাকে অত্যন্ত হেয়জ্ঞান করিতেন। কোন কোন

প্রাচীন ব্যক্তি কহেন "বর্দ্ধমানাধিপতি মৃত মহাত্মা মহারাজ ৺তেজশ্চন্দ্র রায়বাহাদুর এতন্নগরে শুভাগমনানন্তর কোন রূপ কৌশলক্রমে তাঁহার গান শুনিয়াছিলেন„।

মুরসিদাবাদস্থ মৃত মহারাজ মহানন্দ রায় বাহাদুর কলিকাতায় আসিয়া বহুদিন অবস্থানপূর্ব্বক প্রতি দিবস এক নিয়মে বাবুর সহিত একত্র হইয়া মনের আনন্দে আমোদ প্রমোদ করিতেন। উক্ত মহারাজের শ্রীমতী নাম্নী এক রূপবতী গুণবতী বুদ্ধিশালিনী বারাঙ্গনা ছিল, এই বারবিলাসিনী রামনিধি বাবুকে অন্তঃকরণের সহিত ভাল বাসিত ও অতিশয় স্নেহ করিত এবং বাবুও তাহার বিস্তর গৌরব ও সম্মান করিতেন, ইহাতে কেহ২ অনুমান করিতেন এই শ্রীমতী নিধুবাবুর প্রণয়িণী প্রিয়তমা বেশ্যা কিন্তু বিজ্ঞমণ্ডলীয় অনেকে এ কথা অগ্রাহ্য করিয়া কহিতেন "তিনি লম্পট ছিলেন না„ কেবল স্তুতি বিনয় স্নেহ এবং নির্ম্মল প্রণয়ের বশ্য ছিলেন। এই প্রযুক্ত তাহাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন এবং কিয়ৎক্ষণ হাস্য পরিহাস কাব্য আলাপ ও গীত বাদ্য করিয়া আসিতেন আর সেখানে বসিয়া মনের মধ্যে যখন যেমন ভাবের উদয় হইত তৎক্ষণাৎ তাহারই এক২ গীত রচনা করিতেন, এবং সেই গীত সকল রাগে এবং সকল তালে গান করিতেন, এতাদৃশ যে যখন যে গীত যে রাগে গান করিতেন বোধ হইত যে এ গীত এই রাগে উদ্ভব হইয়াছে।

১২১০ সালের পূর্ব্বে মৃত মহামতি মহারাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরের সমাজে বাঙ্গালি মহাশয়দিগের মধ্যে "আখড়াই„ গাহনার অত্যন্তামোদ ছিল। তখন উক্ত মহারাজের নিকট কুলুইচন্দ্র সেন নামক এক জন বৈদ্য আখড়াই বিষয়ে অতিশয় প্রতিপন্ন ছিলেন। ঐ মহাশয় সঙ্গীত শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পারদর্শি ছিলেন, তাহাকে আখড়াই গাহনার এক জন জন্মদাতা বলাই কর্ত্তব্য হয় তিনি ৺রামনিধি গুপ্তের অতি নিকট সম্বন্ধীয় মাতুল পুত্র ছিলেন কিন্তু

নিধুবাবু তাঁহার পর আখড়াই বিষয়ে যে সকল নূতন প্রণালী করেন এমত আর কেহই করিতে পারেন নাই, ইহাঁর কৃত প্রণালীই অদ্যাপি প্রচলিত রহিযাছে।

১২১০ সালে যখন মহামান্য মহারাজা রাজকৃষ্ণ বাহাদুর "আখড়াই,, আমোদে আমোদী হইলেন তখন শ্রীদাম দাস, রামঠাকুর, ও নসিবাম সেকরা প্রভৃতি কযেক জন সর্ব্বদাই "আখড়াই,, সংগীতের সংগ্রাম করিত, ইহাঁরা তাবতেই এ বিষয়ে পণ্ডিত ছিল কিন্তু সৌখিন ছিলনা পেসাদারি করিযা টাকা লইত।

১২১২ কিম্বা ১৩ অব্দে নিধুবাবুর উদ্যোগে এতন্নগরে দুইটি সংশোধিত সখের আখড়াই দলের সৃষ্টি হয, তাহার এক পক্ষে বাগবাজার ও শোভাবাজারস্থ সমুদায় ভদ্রসন্তান, এবং আর এক পক্ষে মনসাতলা অথবা পাতুরিয়াঘাটা নিবাসি ৺নীলমণি মল্লিক মহাশয় ও তাঁহার বন্ধুবর্গ ব্রতী হইলেন, এই উভয় দলে "বাদী,, হইলে নিধুবাবু বাগবাজারের পক্ষ হইযা গীত ও সুর প্রদান করিলেন, এবং মল্লিক বাবুর পক্ষে শ্রীদাম দাস এবং ৺কুলুইচন্দ্র সেনের পুত্র ৺গোকুলচন্দ্র সেন প্রভৃতি কয়েক জন গীত ও সুর প্রস্তুত করণার্থে প্রবর্ত্ত হইলেন, তাহাতে শ্রীদাম দাস প্রভৃতি ভবানী বিষয় এবং খেউড় প্রস্তুত করিলেন প্রভাতি প্রস্তুত করিতে গোকুলচন্দ্র সেনের উপর ভারার্পণ হইল, তাহাতে তিনি এই মোহাড়া রচনা করিলেন যথা।

"ওইরে অরুণ আলো কামিনী দহিতে।,,

কিন্তু ইহার চিতেন পড়েন এবং অন্তরা প্রস্তুত করিতে বিলম্ব হওয়াতে নিধুবাবুকে কহিলেন খুড়ামহাশয এই মোহাড়া প্রস্তুত করিয়াছি, কাল বিলম্ব হয় অতএব অনুগ্রহ করিয়া ইহার চিতেন প্রভৃতি রচনা করিয়া দিউন তাহাতে বাবু এই নিম্ন লিখিত চিতেন, পড়েন এবং পর চিতেন রচনা করিয়া দিলেন যথা।

"নিবারি শশির শোভা কুমুদী সহিতে
না হতে সুখের লেশ রজনী হইল শেষ।
চকোরী চাঁদের আশা ত্যজিল দুঃখেতে,, ॥ ১ ॥

এই সংগীত সংগ্রাম শ্রবণ ও দর্শন করত নগরস্থ সমস্ত বিশিষ্ট লোক অপর্য্যাপ্ত আনন্দসাগরে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। এই রূপ সখের আখড়াই স্থাপিত হইলে ব্যবসায়ীদিগের আখড়াইয়ের দল একেবারে উঠিয়া গেল।

বাঙ্গালার মধ্যে আখড়াই গাওনার অনেক সভ্যতা ও পাণ্ডিত্য আছে কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে অতি অল্প কালের মধ্যেই এই ব্যাপার একেবারে লোপ হইয়া গেল।

কয়েক বৎসর হইল বাবু কৃষ্ণমোহন বশাগ বিস্তর অনুরোধ করিয়া নিধুবাবুকে লইয়া মাহেশের স্নান যাত্রার মেলা দেখিতে গিয়া অষ্টাহ নৌকার উপরেই বাস করেন তাহার মধ্যে এক দিবসও সংগীতের আমোদ হয় নাই কেবল বাবুর বাক্ কৌশলে ও রসিকতাতেই সকলে সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন তিনি অতিশয় রসিক হইয়াও অত্যন্ত গম্ভীর ছিলেন তাঁহার মুখের পানে মুখ করিয়া "বাবু একটী গান করুন,, এমত কথা কহিতে কাহারো সাহস হইত না, তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া কালযাপন করিয়াছেন।

বটতলার আমোদের স্থান ভঙ্গ হইলে বাগবাজার নিবাসী ৺ দেওয়ান শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের যত্নে ও সাহায্যে ঐ বাগবাজারস্থ ৺ রসিকচাঁদ গোস্বামির ভবনে কিছু দিন বাবুর বৈঠক হয় সেই স্থানে আহ্লাদের ব্যাপার অতি বাহুল্য রূপেই হইয়াছিল তথায় বসিয়া সময়ে২ যে সকল গীত রচনা করিতেন তাহার ভাব ও রাগ অতি মনোহর হইত। ৺ রাজা রাজবল্লভ রায়ের কালোয়াৎ "আবুবরসখাঁ,, তচ্ছ্রবণে কহিয়াছিলেন একাধারে এক ব্যক্তি হইতে এরূপ হওয়া অত্যন্ত অসম্ভব অতএব দৈব শক্তি ব্যতীত কখন এমত সম্ভবে না।

ব্রহ্মসমাজের পূর্ব্ব উপাচার্য্য ৺উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ মহোদয় এক দিবস রামনিধি বাবুকে আদেশ করিলেন মহাশয় একটী ব্রহ্ম সংগীত রচনা করিয়া শ্রবণ করাইতে হইবে সেই অনুরোধে বাবু তৎক্ষণাৎ কিঞ্চিৎ মৌন থাকিয়া এই গীত রচনা করিয়া শুনাইলেন, যথা।

রাগ বেহাগ।

তাল জাড়া।

পরম ব্রহ্ম তৎপরাৎপর পরমেশ্বর।
নিরঞ্জন নিরাময়, নির্ব্বিশেষ সদাশ্রয়,
আপনা আপনি হেতু বিভু বিশ্বধর॥
সমুদয় পঞ্চ কোষ জ্ঞানাজ্ঞান যথা বাস
প্রপঞ্চ ভূতাধিকার।
অন্নময় প্রাণময়, মানস বিজ্ঞানময়,
শে[illegible] আনন্দময় প্রাপ্ত সিদ্ধ নর॥ ১॥

বিদ্যাবাগীশ মহোদয় এই গীত শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং কহিলেন বাবু তুমি সাধু তোমার অসাধারণ ক্ষমতা দৃষ্টে আমরা চমৎকৃত হইয়াছি, কারণ এপ্রকার গীত পূর্ব্বে কখন রচনা করেন নাই, তাহাতে হঠাৎ এমন রচনা শুনা যায় নাই, যাহাহউক, এই গীত দেওয়ানজীকে অর্থাৎ রামমোহন রায় মহাশয়কে দেখাইয়া ব্রহ্মসমাজে গান করাইব, এই কথা বার্ত্তার পর কোন বিশেষ রোগাক্রান্ত হইয়া এতন্মায়াময় [illegible]সাঁর পরিহার করত ব্রহ্মলোকে যাত্রা করিলেন একারণ [illegible] হইতেছে এ গীত সমাজের গীতে ভুক্ত হয় নাই অপ্রকাশ [illegible]হিয়াছে।

বাবু শারীরিক নিদান এমত বুঝিতেন যে সময়ে স্নান সময়ে ভোজন, ও শয়ন করাতে একাল পর্য্যন্ত কখন কোন রোগ ভোগ করেন নাই, তিনি এত যে প্রাচীন হইয়াছিলেন তথাচ, চক্ষু, কর্ণ, প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই, এবং বুদ্ধির ভ্রমও হয নাই, মৃত্যুর পুর্ব্বে কেবল এক বৎসর কাল দুর্ব্বলতা জন্য গতি শক্তির ব্যাঘাত হইয়াছিল, এ কারণ বাটীর বাহির হইয়া কুত্রাপি গমন করিতে পারেন নাই, এই এক বৎসবের মধ্যে যে যে মহাশয় দেখা করিতে আসিতেন তাঁহাবদিগেব সহিত হাস্য বদনে আলাপাদি করিয়া অবশিষ্ট সময়ে নানাবিধ বাঙ্গালা ও ইংরাজী পুস্তক পাঠ কবিয়া সময় সম্বরণ করিতেন। এই মহাশয়ের মৃত্যুর ২০ কিম্বা ২৫ বৎসর পুর্ব্বে অনেকেই কহিত "তিনি জীবিত নাই,, এই সুত্রে কত বাজি বাখা রাখী করিয়া হারজিত করিয়াছে।

এমত বার্দ্ধক্য সময়ে এক দিবস শ্রীযুক্ত রাজা বরদাকণ্ঠ রায বাহাদুর বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কহিলেন মহাশয় আমি একটি টপ্পার মোহাডা রচনা করিয়াছি কিন্তু অনেক দিবস হইল ইহার অবশিষ্ট অংশ কিছুই হয় নাই ইহাতে বাবু কহিলেন সে মোহাডা কি তখন রাজাকৃত মোহাডা পাঠ হইল যথা।

"মনেকবে করি পিরীতি না করি।,,

বাবুবকৃত অবশিষ্ট অংশ।

"সকল দুঃখেব মূল প্রণয়ে চাতুরী ॥
শ্যামাদরশনে যত ব্রজপুর নারী।
জ্বলিত বিরহানলে দিবা বিভাবরী ॥
বরদা বিধান এই বুঝহ বিচারি।
প্রেমসুখ যত দুঃখ হরি২ হরি ॥ ১ ॥,,

রাজা ইহা শ্রবণে পরম সন্তুষ্ট হইয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

রামনিধি বাবু এবম্ভূত সুখ সম্ভোগ ৯৭ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত করণান্তর ১২৪৫ সালের ২১ চৈত্র, পুত্র, কন্যা, পৌত্র, দৌহিত্রাদি রাখিয়া জাহ্নবীর তীরে যোগাসনে জ্ঞান পূর্ব্বক জগদীশ্বরের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে ব্রহ্মলোক যাত্রা করিলেন।

অনন্তর বাঙ্গালা গীতে এতাদৃশ উৎকৃষ্ট ভাব, কোমলতা সরলতা, প্রেম, এবং রসিকতা ও তাহাতে রাগ সুরের ব্যাপারে তিনি যদ্রূপ ক্ষমতা প্রকাশ করেন এমত আর কেহই কখন করেন নাই, তাহাতে "সরিমিঞা,, অপেক্ষা তাঁহাকে কোন অংশে ন্যূন বলা যাইতে পারেনা। তাঁহার প্রণীত টপ্পাই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। যেমন হিন্দুস্থানে "সরির টপ্পা,, তেমনি বঙ্গদেশে "নিধুর টপ্পা অনেকেই "নিধুর,, কহেন কিন্তু নিধু শব্দটি কি, অর্থাৎ এই নিধু কি গীতের নাম, কি সুরের নাম, কি রাগের নাম কি মানুষের নাম কি কি? তাহা জ্ঞাত ছিলেন না॥

বিজ্ঞাপন।

এই পশ্চাতের লিখিত কবিতা সকল আজন্মকালাবধি প্রশংসিত থাকা প্রযুক্ত ইহার প্রশংসা এস্থলে আর অধিক কি করা যাইতে পারে, কবিতা সকল আপনার উত্তমতার পরিচয় আপনিই প্রদান করিয়াছেন এবং করিতেছেন।

সন ১২৪৪ অব্দে কবিবর মহোদয় যেং উপদ্রব বশত এই গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছিলেন সে সমস্ত বৃত্তান্ত এই পুস্তকের ভূমিকায় প্রকাশ আছে দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন।

অনেকে কহিয়া থাকেন যে যে সকল কবিতা লোকে নিধু-বাবুর বলিয়া শুনাইয়াছে এবং যে সকল কবিতা আমরা জ্ঞাত আছি সে সকল কবিতা এই গ্রন্থমধ্যে পাওয়া যায় না। তাহার কারণ এই যে যে সকল গীত তাহার বলিয়া মহাশয়েরা জানেন এবং যাহা তাঁহার বলিয়া শুনায় সে সকল তাঁহারি গীত বটে কারণ তাঁহার গীত অসঙ্খ্য, সে গীত সকলের আদর্শ রাখা হয় নাই বলিয়া ইহার ভিতর সন্নিবেশ হয় নাই, আর যখন সে সকল গীত রচনা হইয়াছিল, তখনকার লোক পরম্প্রায় মুখেং শি-খিয়া রাখিয়াছিল, সে সকল গীত এইক্ষণে সংগ্রহ কিম্বা সংশো-ধন করিবার উপায় নাই তাহার ভিতর বিস্তর অশুদ্ধ পদ এবং কথা শুনিতে পাওয়া যায় এ নিমিত্তে নিরস্ত রহিতে হইল। ইহা-তে মহাশয়েরা ক্ষোভিত হইবেন না।

অপরঞ্চ যে সকল গীত এই পুস্তকে মুদ্রাঙ্কিত হইল ইহা অতি উত্তম এবং সংশোধিত, ইহার রচনা এবং ইহাতে যে সকল রাগ রাগিণী যুক্ত হইয়াছে সে সকল অতি উত্তম এবং মনোহর

ইহাতে যদ্যপি কাহার কিছু সংস্কার জন্মে তিনি উত্তম গায়ক হইবেন এবং রাগ রাগিণীর বিষয়ে বহুদর্শী হইবেন।

অনন্তর তাঁহার জীবনের বিষয় লিখিবার প্রয়োজন এই যে যদ্যপি ৺ রামনিধি গুপ্ত মহাশয়কে অনেকে জ্ঞাত আছেন তথাপি এইক্ষণকার বহুসঙ্খ্যক লোক তাঁহাকে জ্ঞাত নহে এ কারণ কি জানি ভবিষ্যতে লোক সকল তাঁহার কৃত কবিতা সকল পাঠ করিয়া তাঁহার পরিচয় জ্ঞাত হইতে মানস করেন এবং সেই পরিচয় যদ্যপি না প্রাপ্ত হয়েন তবে অবশ্য কিঞ্চিৎ ক্ষোভ প্রাপ্ত হইতে পারেন যেমন আমরা কত২ কবিকদম্বের পরিচয় না পাইয়া যাহাকে তাহাকে জিজ্ঞাসা করি ভবিষ্যতে কি জানি ইহাঁর বিষয়েও পাছে সেই রূপ ঘটে এ কারণ তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত লিখিলাম।

অনন্তর আখড়াই গীত সকল এই গ্রন্থের শেষ ভাগে প্রকটন হইল কারণ আখড়াই গীত এখনকার লোকে কেহই জানেনা আখড়াই গীতের মধ্যে এত কথা রচনা নাই আখড়াই গীত যাহাকে বলে সে সকল এই পুস্তকের শেষাংশে মুদ্রিত হইল। তাহাতে সখিসম্বাদ প্রভৃতি কিছুই নাই তাহা অতি অল্প কথায় রচনা প্রথম একটী ভবানী বিষয়, পরে খেঁউড়, শেষে ও প্রভাতি ইহাতে কেবল রাগের ও সুরের বাহুল্যতা ধ্রুপদ খ্যালের ন্যায় সুশ্রাব্য ইহাতে উত্তর প্রত্যুত্তর নাই, তিনটি ৩ গীত এক২ দলে গাওয়া হয়, ভবানীবিষয়ের মোহাড়ায় ২৬ টি অক্ষরে একটি ত্রিপদী চিতেনে ঐ রূপ একটি ত্রিপদী পড়িলে দুইটি ত্রিপদী ইহাতেই কেবল সুরের ও রাগের পাণ্ডিত্য এবং বাদ্যের পারিপাট্য বাদ্যের নাম (পিড়েবন্দি) (দোলন) (সবদোউড়) এবং গানে সমাপনের সময় যে বাদ্য তাহার নাম "মোড়,, ৺ মোহনচাঁদ বসু আখড়াই গাওনা বাবুর নিকট শিক্ষা করেন পরে তাঁরি সুর সার লইয়া হাপ আখড়াই করেন, তাঁহার হাপ আখড়াই করিয়াছি-

েন তাহার যে বাদ্য আড়া, তেওট, এবং খেমটা এ সকল বাদ্য আখড়াইয়েতে খাটে না, ইহা এক রকম হইয়াছিল তাহা নয় কবি না আখড়াই তাহাও এইক্ষণে ৺রামচাদ মুখো কিশোরীমোহন বশাখ এবং মোহনচাঁদ বসু মরা অবধি লোপ হইযাছে।

আখড়াই গীত শিক্ষা করিতে হইলে ৬ মাস লাগে এবং ২২ খানা যন্ত্র মিলাইয়া গাইতে হয় এক রাত্রি গাহনা হয়।

অনন্তর আখড়াযের খেঁউড ও প্রভাতি প্রভৃতির প্রথমাবধি চারি পংক্তির শেষে পেরেনথিসিস নামক যে এই (——) চিহ্ন রহিল ইহার ভিতর "দেওবা ওরে এই কটি কথা বসাইয়া গাইতে হইবে একটি কথা ফাঁস কথা একারণ উহার ভিতর লিখিলাম না।

৺ রামনিধি গুপ্তানুজ
শ্রীজয়গোপাল গুপ্ত।

বিজ্ঞাপন।

এই গ্রন্থ এবারে রিতিমত রেজেষ্টরী করাইযাছি অতএব সতর্ক হও এ পুস্তক ভবিষ্যতে কেহ গোপনে২ না ছাপান ছাপাইলে দণ্ডিত হইতে হইবে।

শ্রীজয়গোপাল গুপ্ত।

নির্ঘণ্টপত্র।

শ্রীশ্রীঈশ্বর।
শরণং।

গীতরত্ন।

ভৈরব রাগ।

তাল ঢিমে তেতালা।

অরুণ সহিতে করিয়া, অরুণ আঁকি উদয় প্রভাতে।
কমল বদন, মলিন এখন, না পারি দেখিতে॥
উচিত না ছিল তব প্রভাতে আসিতে।
দুঃখের উপর, দুঃখ হে অপার, তোমারে হেরিতে॥ ১॥

তাল জলদ্ তেতালা।

দেখনা সই প্রভাতে অরুণ সহ উদয় শশী।
গেল বিভাবরী, কাতর চকোরী, এখন শশিরে পেয়ে,
রহিল উপোসী॥
প্রফুল্ল নীরে কমল মলিন হৃদি কমল।
সময়ের গুণ, কি কব এখন, মিলনে অধিক দুঃখ
হইল প্রিয়সী॥ ১॥

উদয় অরুণ মলিন হৃদয় কমল।
ভাবিতে শশিরে নিশি শশি সনে গেল॥

ভৈরব রাগ।

তাল জলদ্ তেতালা।

বিভাবরী পোহাইল, অনেকে হরিষ হল।
আমারে হতেছে বোধ দিনমণি কাল॥ ১॥

দেখনা সই একি বিষম হইল পিরীতি মোরে।
কহিতে সে দুঃখ, বিদরয়ে বুক, নয়ন নীরেতে
ভাসে অনল অন্তরে॥
রাখিতে কুলের ভয়, তেজিতে প্রাণ সংশয়।
গন্ধমুখি মুখে, হরি হরি ডাকে, তেজিলে নথন
যায় খাইলে সে মরে॥ ১॥

বিনয়ের বশ যদি হইত যামিনী।
প্রভাত প্রমাদ তবে সহে কি কামিনী॥
পরশে প্রাতঃ সমীর, চঞ্চল অন্তর মোর,
কেমনে রাখিব আর, শুন গুণমণি॥ ১॥

ভৈরবী।

তাল জলদ্ তেতালা।

এমন পিরীতি প্রাণ জানিলে কে করে। হে।
সুখ আশে ভাসে সদা দুঃখের সাগরে॥
সতত চাতুরী করি জ্বলাবে আমারে।
তবে কি যতনে প্রাণ সঁপি হে তোমারে॥ ১॥
বিরহ জ্বালায় মন করি ত্যজিবারে।
ছাড়িলে না ছাড়া যায়, কি হলো আমারে॥ ২।

ভৈরবী।

তাল জলদ্ তেতালা।

যুগল খঞ্জন হেরি বদন কমলে। প্রাণ।
ভূপতি না হয়ে প্রাণ যাইছে বিফলে॥
সবে ধন মন ছিল, হেরিয়া তা হারাইল।
লাভত হইল ভাল গেল বিনি মূলে॥ ১॥

তোমার সাধনা করি সাধ না পুরিল।
মনের যে সাধ তাহা মনেতে রহিল॥
তোমা বিনা কোন্ জন, তুষিবে আমার মন,
জানিয়া না কর তুমি বিষম হইল॥ ১॥

কেন পিরীতি করিলাম মজিলাম হায়।
পিরীতি করিয়া সখি একি হলো দায়,
কহিতে সে সব দুঃখ প্রাণ বাহিরায়॥
মনে করি না ভুলিব তাহার কথায়,
দেখিলে তাহার মুখ দুঃখে হাসি পায়॥ ১॥

এই কি তোমার প্রাণ ছিল হে মনে।
যাচিয়া যাতনা দিবে জানিব কেমনে॥
অবলা সরলা অতি জানিয়া মনে।
ছলেতে ভুলালে ভাল সুধা বচনে॥ ১॥

নয়ন অন্তরে অন্তরে তোরে নিরখি মন নয়নে।
চাক্ষুষে যতেক সুখ, তত কি হয় মননে॥ ১॥

ভৈরবী।

তাল জলদ্ তেতালা।

নয়ন ঘরে দেখরে প্রবল বিরহানল।
জলে হুতাশন, জ্বলয়ে দ্বিগুণ, না হয় শীতল ॥
ইহার উপায় বিধি, কিবা সেই প্রাণনিধি,
বোধেরে হইল।
বাসনা পুরিবে, দুঃখ দূরে যাবে, নিভিবে অনল ॥ ১ ॥

দিবা অবসান হয় কখন পাব তারে।
নিশিতে পাইলে দেখ, নহেত সুখেরে ॥
নীর মধ্যে বাস মোর, আঁখি ভাসে নীরে।
তাবে না হেরে অনল, জ্বলিছে অন্তরে ॥ ১ ॥

নয়ন কাতর কেন তাহারে না দেখিলে।
চতুর্ভুজ হই বুঝি সে মুখ হেরিলে ॥
নয়ন আপন মতে মনেরে আনিলে।
বিনা দরশনে দুঃখ, যায় কি করিলে ॥ ১ ॥
কেমন নয়ন মোর না ভুলে ভুলালে।
কহে আর সুখ কিবা, সে নিধি নহিলে ॥ ২ ॥

নয়নেরে দুঃখ দিয়া মনেতে সদা উদয়।
দরশন দিতে প্রাণ কেন হে এত নিদয় ॥ ১ ॥

আমি কি কখন তোমা বিনা সুখী।
যে রূপ করয়ে প্রাণ যতক্ষণ নাহি দেখি ॥ ১ ॥

ভৈরবী।

তাল জলদ্ তেতালা।

ভয় রবে রাগ নিদয় করোনা।
তোমাতে থাকিলে ভয়, আর কি ভাবনা ॥
অবলার কিবা বোধ, তাহাতে করেছ ক্রোধ।
বুঝালে হে আর মত, কখন হবেনা ॥ ১ ॥

বিলাসে অলস রস কি হবে।
যামিনী কাহার বশ, বিনয়ে কি রবে ॥
নিদ্রাবশে গেল কালো, সুখতো করিলে ভালো।
এখন চেতন হও, আর কে কহিবে ॥ ১ ॥

আর কি সহে প্রাণ বিচ্ছেদ অনল।
অনেক দিবসান্তে পাইয়া হয়েছি শীতল ॥
নয়ন নিকটে থাক, কার নাহি দেখি দেখ।
তিল অদর্শন হলে, হয় নয়ন সজল ॥ ১ ॥

সুজন সহিত প্রেম কি পরমাধিক সুখ করেছে সে জানে।
চকোরের প্রীত, চাঁদের সহিত, শশিও তেমতি
তারে তোষে সুধা দানে ॥
শীতল হইবে বল্যা, পতঙ্গ অনলে জ্বল্যা, ত্যজয়ে জীবন।
যার যেবা ভাব, সেই রূপ লাভ, শঠের স্বভাব,
ভাল না হয় কখন ॥ ১ ॥

ভৈরবী।

তাল জলদ্ তেতালা।

মন কোথা আছয়ে হে বল অন্ত মন। প্রাণ।
যা আছে তোমার কাছে তুমি কি না জান ॥
তব ধ্যান দিবা নিশি, করি এই অভিলাষী,
ইহা বিনা প্রিয় আর, না জানি কথন ॥ ১ ॥

তুমি হলে রাজেন্দ্র আমি তব দাসী।
তোমার অধিনী হয়ে থাকি ভালবাসি ॥
করি অনেক সাধন, এমন হয়েছে মন।
ইহাতে সদয় থাক, সুখী দিবা নিশি ॥ ১ ॥

তুমি মোর সুখের কারণ প্রিয়সি।
সদা উল্লাসিত চিত হেরি মুখশশী ॥
রাজেন্দ্র যদি লো আমি, রাজেন্দ্রাণী হলে তুমি।
উভয় পিরীতে হয়, দাস কেহ দাসী ॥ ১ ॥

না বল্যা গেল কেমনে, মনেরে প্রবোধি কেমনে।
বিচ্ছেদ বিষ অনলে জ্বলি দুই জনে ॥
বলা না বলিতে বটে, বিচ্ছেদ ইহাতে ঘটে।
তথাপি কারণ জানি, থাকি আন মনে ॥ ১ ॥

এক পল বিপল না হেরি ওলো হতো মোর নয়ন সজল।
অধিক বিলম্বে এবে, সে জল শুকায়ে গেল ॥
অন্তরে জ্বলিছে অতি বিরহ অনল।
নিশ্বাস পবন তাহে, সহকারি করে ভাল ॥ ১ ॥

ভৈরবী।

তাল জলদ্ তেতালা।

এই কি করিতে উচিত অবলা সরলা সনে। প্রাণ।
দরশন সুখে দুঃখ করহ কি নিদর্শনে॥
এমন করিবে যদি জান মনে মনে।
কপট বিনয় ছলে ভুলাইলে কেনে॥
এই হলো যায় প্রাণ ক্ষতি কি হের নয়নে॥ ১॥

আমি হে তোমার মত না হইলাম।
এত সাধে এই হলো, কুলে কলঙ্ক করিলাম॥
মম সাধনা অতীত, বুঝি হে তোমারে।
নহিলে সদয় তুমি, হইতে আমারে॥
দিবা নিশি তব ধ্যান জ্ঞান করিয়া দেখিলাম॥ ১॥

মনেতে উদয় যাহা না পারি কহিতে।
হৃদয়নিবাসি তুমি, হয় হে বুঝিতে॥
আমার মনের মত, করিতে হয় উচিত,
অধিক কথন আর, না যায় লাজেতে॥ ১॥

আমার এ যাতনা কে কবে তারে।
না থাকিলে কুলভয় তবে কি সাধি কারে॥
তারে পেলে যত সুখী, জানে মোর মন আঁখি,
লাজ প্রতিবাদী হয়ে, মজালে মোরে॥ ১॥

আমি লো তাহার তাহার মনে, সে আমার মোর মনে।
দেখ দেখি কত সুখ উভয় প্রেম দুজনে॥ ১॥

ভৈরবী।

তাল জলদ্ তেতালা।

কাজল নয়নে আর দিওনা কখন।
শরে কেবা নাহি মরে, বিষযোগ তাহে কেন॥
তোমার কটাক্ষে কেহ, না বাঁচিত প্রাণ।
বাঁচিবার এক হেতু আছে তাহে শুন॥
সুধা হলাহল সুরা নয়নের তিন গুণ॥ ১॥

তাল হরি।

মনে বুঝি প্রাণ পড়েছে মোরে।
তেঁই সে এসেছ নাথ, এত দিন পরে॥
পিরীতি করিয়ে প্রাণ, কে কোথা এসে পুনঃ,
ভুলিয়ে এসেছ বুঝি, মন রাখিবারে॥ ১॥

অন্তর অন্তরে অন্তর হবে কেন।
ঊর্দ্ধে দিনমণি সলিলে নলিনী মনে মনে একই মন।
চক্রবাক চক্রবাকী নিশিতে বিচ্ছেদ দেখি।
অন্তরে অন্তর দেখ পিরীতের এই হয় গুণ॥ ১॥

ঢিমে তেতালা।

যদি সুখে থাকিবে হে শুন মন রাজন।
অহঙ্কার দূর কর ক্রোধ নিবারণ॥
প্রেমেরে প্রিয় জানিবে, মোহ নিকটে না যাবে,
বিরহে যত জ্বলিবে তত সুখ জান॥ ১॥

ভৈরবী ।

তাল জলদ্ তেতালা ।

এত কিবে জানি হরিয়ে লইবে মন হাসিতে২ । প্রাণ ।
কিছুই নাহিক দোষ, কেবল সে বিধুমুখ, দেখ দেখিতে২ ॥
কিবা দিবা বিভাবরী, পাসরিতে নাহি পারি,
আঁখি অনিমিষ পথ, হেরিতে হেরিতে ॥ ১ ॥

আশা ভৈরবী ।

তাল জলদ্ তেতালা ।

যতনে রতন লাভ শুন মনোমোহিনি ।
অযতনে প্রেমধন কোথা হয় ধনি ॥
যে ভাবে ভুলায়ে মন, হরিয়ে লইলে প্রাণ,
সে ভাবে অভাব লাভ ভাব বিনোদিনী ॥ ১ ॥

উভয় মিলনে সুখ পিরীতি রতন ।
একের যতনে দুঃখ না যায় কখন ॥
মনো মনেতে মিলন, হলে সুখী হয় প্রাণ,
ইহাতে অন্যথা হলে ভাবহ কেমন ॥ ১ ॥

খট ।

তাল জলদ্ তেতালা ।

বিষম হইল সখি কি করি ইহাতে ।
না দেখিলে ঝুরে আঁখি, না হেরে মানেতে ॥
প্রবল মন অনল নয়ন সদা সজল ।
দ্বিগুণ দহিছে প্রাণ, দোঁহার রীতেতে ॥ ১ ॥

খট।

তাল জলদ্ তেতালা।

প্রেম সুখের সাগর জানি প্রথমেতে।
যতন করিয়ে প্রাণ সঁপিলাম তাহাতে ॥ ২ ॥
হইল রতন লাভ কথায় কত কহিব।
দুঃখ উপজিবে ইথে ছিল না মনেতে ॥ ৩ ॥

মনের যে আশা তাহা যদি না পুরিত।
তবে কি পরাণ কেহ, রাখিতে পারিত ॥
দেখনা চাতকী ঘন, দিবা নিশি করে ধ্যান,
বারিদানে তোষে তারে না রাখে তৃষিত ॥ ১ ॥
তার সাক্ষী প্রদীপ পতঙ্গ আসিত।
হইয়ে আগেতে, দেখ হয় প্রজ্বলিত ॥ ২ ॥
তার আশা পুরাইতে, পতঙ্গ পুলক চিতে,
আপনি জ্বলয়ে তাতে, রাখিতে পিরীত ॥ ৩ ॥

বিভাস।

তাল জলদ্ তেতালা।

তুমি মোর প্রাণ ধন মন সকল ওলো,
এই সে কারণে আমি হইলাম রাজেন্দ্র।
নির্ভয় শরীর মোর, উল্লাসিত অন্তর,
হৃদয়ে উদয় সদা প্রেম পূর্ণচন্দ্র ॥
জ্বলিয়ে বিরহানলে, এবে মিলনসলিলে, হয়েছি সুস্থির।
রিপুগণ নিজ জন, তুই এবে প্রয়োজন, এমন সময়ে মম.
দেখনা কি সুমন্দ্র ॥ ১ ॥

বিভাস কল্যাণ।

তাল জলদ্ তেঁতালা।

মঙ্গলাচরণ কর সখীগণ আইল মনোরঞ্জন
গাও এমন কল্যাণ।
নয়ন কলস মোর, আনন্দ সলিল পুর,
ভুরু আম্রশাখা তাহে বাধান॥
কেহ কর অধিবাস, কেহ শঙ্খে পুর শ্বাস, হয়ত বিধান।
কেহ বা বরণ কর, কেহ শুভ ধ্বনি কর,
যৌতুক স্বরূপ মোরে দেহ দান॥ ১॥

ললিত বিভাস।

তাল জলদ্ তেতালা।

এমন সুখের নিশি কেন পোহাইল।
কহিতে না পারি আমি কত খেদ উপজিল॥
নিশির তিমির গুণ, তাহে মন সুখী ছিল।
তমোহন্তি দিবাকর হেরি মনঃ কালী হলো॥ ১॥

শ্যাম।

তাল জলদ্ তেতালা।

মানে কারো সমাদর থাকে কি কখন।
ইথে মনো ভার, বলনা তোমার, হইল কেন॥
জ্বলিলে মানআগুন, কেমন করয়ে প্রাণ,
বোধ নাহি থাকে তখন।
তুমি যত সাধ, উপজয়ে ক্রোধ, বোঝ বচন॥ ১॥

শ্যাম ।

তাল জলদ্ তেতালা ।

একেবারে কি ভুলিলে প্রাণ অধিনী জনে ।
দেখ দেখি অহর্নিশি, তুমি মোর মনোবাসি,
নহি তব মনে ॥
চাক্ষুষ বিহনে দুঃখ, কহিতে বিদরে বুক,
এবে নিবেদন মোর, মনো হইতে অন্তর, হয়োনা বেনে ॥১

কালাংড়া ।

তাল জলদ্ তেতালা ।

হেরিলে হরিষ চিত না হেরিলে মরি ।
কেমনে এমন জনে রহিব পাসরি ॥
মনঃ তার মনে মিলে, প্রাণ লয়ে সমর্পিলে,
নয়ন তৃষিত সদা দিবা বিভাবরী ॥ ১ ॥

বদন শরদ শশী পাষাণ হৃদয় ।
অমিয় সমান ভাবি মৃদু হাসি তায় ॥
লইয়ে কুন্তল ফাঁসি, আঁখিচোর আছে বসি,
মনের গলেতে দিয়া প্রাণ হরে লয় ॥ ১ ॥

মুকুরে আপন মুখ সদত দেখনা ধনি ।
আপনার রূপ, দেখি অপরূপ, অধীনে ভুল কি জানি ॥
দেখ আপনার ধন, সদত দেখে যে জন,
করিতে যে ব্যয়, তার হয় দায়, সকলের মুখে শুনি ॥ ১ ॥

মুকুরে আপন মুখ হেরিলে যে হই সুখী ।
নয়নে আমার, বাস হে তোমার, এই সে কারণ দেখি ॥

কালাংড়া।

তাল জলদ্ তেতালা।

আদর্শে দর্শন মুখ, সৌন্দর্য্য হয় অধিক, রূপের
যতন, তোমার কারণ, জানে হে তোমার আঁখি ॥ ১ ॥

মিলনে যতেক সুখ মননে তা হয় না।
প্রতিনিধি পেয়ে সই নিধি ত্যজা যায় না ॥
চাতকীর ধারা জল, যাহাতে হয় শীতল,
সেই বারি বিনা আর, অন্য বারি চায় না ॥ ১ ॥

মনে২ মান করিলে হে প্রাণ প্রকাশ বদনে।
হুতাশন আচ্ছাদন হয় কি বসনে ॥
যে যার অন্তরে থাকে, অন্তর অন্তরে দেখে,
মান কি কখন প্রাণ থাকয়ে গোপনে ॥ ১ ॥

হেসে২ প্রাণ, করিলে পয়ান, হানিয়া নয়নে।
সেই অবধি মোর মন, গেল কোন খানে ॥
আসার ভরসা করি, শূন্য দেহ আছি ধরি,
সচেতন হব তবে, পুনঃ দরশনে ॥ ১ ॥

যে গুণে ভুলালে অবলা সরলে সে কি গুণ গুণমণি।
আমার কি আছে গুণ, বুঝিব তোমার গুণ,
নিজ গুণে বল শুনি ॥
শয়নে স্বপনে আর, অদর্শনে নিরন্তর,
মননে দেখি তোমারে, ভুলি আমি আপনারে,
চাক্ষুষে সুখে তেমনি ॥ ১ ॥

কালাংড়া ।

তাল জলদ্ তেতালা ।

অনিবার দহে মন না হেরে তব ও বিধুবদন ।
হেরিলে কি সুখী হই না যায় কথন,
আপনারে ভুলে আমি থাকি হে তখন ।। ১ ।।

যার এত গুণ সই সে কেন এমন ।
কথন কথন ইথে খেদান্বিত মনঃ ।।
বুঝি এই রূপ হবে করি অনুমান ।
কমলে কণ্টক আছে বিধির ঘটন ।। ১ ।।

সরস বদন তব কমল নয়ন ।
মন ষট্পদ মম অচল চরণ ।।
রতন যতন কর, মম ধন ততঃপর,
অপদ অবল বল হয় অযতন ।। ১ ।।

শশধর ধরে আপন উপরে রবি সখী কমলিনী ।
ভুরু ভৃঙ্গ মধুপান, করে কর দরশন, মোহিত
দিবা রজনী ।। ১ ।।
কেশ ঘন ঘন রূপ, কিবা শোভা অপরূপ,
শিখি সখা অনুমানি ।। ২ ।।

নিবিড় নীরদ সহ উদয় শরদ শশী ।
দেখ সৌদামিনী, তাহাতে বাখানি, তার মৃদু২ হাসি ।।
যুগল খঞ্জন তায়, বোধ হয় অভিপ্রায়,
কি কমলদল, শোভিয়াছে ভাল, মৃগআঁখি ভালবাসি ।। ১

কালাংড়া ।

তাল জলদ্ তেতালা ।

ও কেরে লুকায়ে মোরে যাইছে দ্রুত গমনে ।
মনো নয়ন প্রহরি,তুমি তার কাছে চুরী,
করিবে বল কেমনে ॥
আশা সহ মোর মনঃ,রক্ষক তব কারণ, অন্য ভাব কেন ।
যেখানে থাক যখন, আমি সেখানে তখন,
বুঝে দেখ মনে মনে ॥ ১ ॥

চল যাইলো সখি যেখানে মনো হরণ ।
চিত্ না ধৈরয ধরে, নয়ন রোদন করে,
কাতর অতি পরাণ ॥
লোকের গঞ্জনা ভয, করিলে কি প্রাণ রয়, বুঝ না এখন ।
অতএব ত্বরান্বিত,হইতে হয় উচিত, বিলম্বের নাহি গুণ ॥১

গুণের সাগর হে তুমি গুণ নিধি ।
তোমার যতেক গুণ,কহিতে আমি নির্গুণ,জানে কি বিধি ।
কি কব তোমার গুণ, যে গুণে মোহিত মন,
মোর নিরবধি ।
তব গুণে যত সুখ,কুলের কপালে ধিক, করেছে বিধি ॥১ ॥

সরোজ উপরে দেখ শোভে কুমুদিনী ।
তার পর মধুকর মোহিত অমনি ॥
দিবাকর নিশাকর, তার মধ্যে শোভাকর,
অরুণ অধোতে শশী নিরখ অমনি ॥ ১॥

অলাভ জানিলে কেহ কারে সঁপে প্রাণ ।
অতি সুখ হবে বোধ তাহার তখন ॥

কালাংড়া ।

তাল জলদ্ তেতালা ।

কত জন গঞ্জন করে দেখ রাত্রদিন ।
সে কথা শ্রবণে, না শুনে কখন ॥ ১ ॥
সুজনে সুজনে সুখ, কুজনে সুজনে দুঃখ,
মত মত বিনা চিত সদা জ্বালাতন ॥ ২ ॥

তাল হরি ।

লোকলাজ কুল ভয় কি করে মনো মজিলে ।
যারে সদাক্ষণ প্রাণ প্রাণ প্রাণ করে বাঁচে
কি তারে ত্যজিলে ॥
দেখিবারে যার মুখ,নয়ন পাগল দেখ,বচন শ্রবণে ভুলালে ।
পরশ পরশে, নাসিকা সুবাসে,রসে রসনা শেষ শুনিলে ॥১

রতিপতি অতি দুঃখী হে সখি মম দুঃখেতে ।
জানি মনোমত, তথাপিহ নাথ,এত চাতুরী করে কেমতে ॥
কি কহিব মনোজেরে, দুঃখ দেয় অবলারে,
কি সুখ তাহার ইহাতে ॥
পুরুষের ভয়, তার অতিশয়, হয় এই মোর মনেতে ॥১ ॥

অনেক যতনে তোমারে পেয়েছি ।
বিরহ অনলে আমি সদা জ্বলেছি ॥
জনরব বিষধর, খাইয়াছি নিরন্তর,
মিলন অমিয় পানে এবে বেঁচে আছি ॥ ১ ॥

আমি যে তোমার তুমিতো বুঝিয়াছ ।
ভাবনা ইহাতে মোর দূরে রেখেছ ॥

কালাংড়া ।

তাল হরি ।

আমি হে তোমার প্রাণ, জানাইতে প্রাণ পণ,
করেছিলমে যেমন তুমি জেনেছ ॥ ১ ॥

প্রবল প্রতাপে বুঝি প্রাণ তুমি কি ভূপতি হলে ।
আমার আশারে তুমি, অনাসে বান্ধিলে ॥
আশা উদ্ধারিতে মন, গেল হে তব সদন,
সেই পথ হল সেও তারে কি করিলে ॥ ১ ॥
লাজ ভয় শান্ত মতি, বিরহ প্রবল অতি,
ইহাে দমন কর রাজা যে বলালে ॥ ২ ॥

মৃদু মৃদু হাসি প্রাণ মনের তিমিব নাশে ।
এরূপ দেখিয়ে হৃদি, কমল প্রকাশে ॥
পাছে তব রোষ হয়, সদা মোর ওই ভয়,
প্রাণ কি কখন সুখী, তোমার বিরসে ॥ ১ ॥

তাল জলদ্ তেতালা ।

সেই সে পিরীতি প্রাণ পারেলো রাখিতে ।
দুঃখে সুখ অনুভব, যাহার মনেতে ॥
প্রেম করা নাহি দায়, রাখিতে কঠিন হয়,
মান অপমান ভয়, নাহি যার চিতে ॥ ১ ॥

তিমির কি থাকে ওলো শশীর কিরণে ।
উৎপত্তি যা অদর্শনে, নাশ দরশনে ॥

কালাংড়া ।

তাল জলদ্ তেতালা ।

মুদিত কমল যদি, হের লো অরুণে ।
প্রফুল্ল হয় তখনি বুঝলো মনে ।। ১ ।।

পরজ কালাংড়া ।

তাল ঢিমে তেতালা ।

আল্যা প্রাণ আল্যা২ হে মম গৃহে অনুগ্রহ করিয়ে ।
শীতল হইলাম আমি, বিরহে জ্বলিযে ।।
কত সুখ উপজিল, তোমারে হেরিয়ে ।
বুঝাতে না পারি তাহা, কথায়ে কহিয়ে ।। ১ ।।

তাল জলদ্ তেতালা ।

কহিতে তাহার কথা উপজে সুখ অপার ।
তখন অন্য ভাবনা, থাকে না আমাব ।।
কহিবারে তার গুণ, এক মনো হয় মন ।
বসনা অবশ নহে, কহি যত বার ।। ১ ।।

ভাবিতে ছিলাম যারে সেই আসি প্রকাশিল ।
দুঃখানল হৈতে মনঃ, সুখেতে ডুবিল ।।
বিচ্ছেদবিষজ্বালায়, অস্থির ছিলাম তায় ।
হেরিয়ে তাহার মুখ, সে যাতনা গেল ।। ১ ।।

শঠের পিরীতি রীতি ঐ দেখ না সই কপট অন্তরে ।
লইয়া দর্পণ, দেখহ যেমন, রাখিলে রহিল দূরে ।।

পরজ কালাংড়া ।

তাল জলদ্ তেতালা ।

মদন বিহীন রতি, নিশি হীন নিশিপতি,
রবি কুমুদিনী, শশী কমলিনী, কি সুখ হইতে পারে ॥ ১ ॥

যে আমার মনোবাসি মনো মোর তার হাতেতে ।
যেমন দর্পণ, হাতেতে আপন, দেখিলে আপনি তাতে ॥
মান অপমান জ্ঞান, নাহি করি কদাচন,
করিলে দেখনা, আপন যাতনা, তবে কি পারি বাঁচিতে ॥১
সুখ দুখ সমভাব, না করিয়ে কি করিব,
হইয়ে অধীন, করিল অধীন, নিধি উভয় মনেতে ॥ ২ ॥

কালাংড়া খাম্বাজ ।

তাল ঢিমে তেতালা ।

কিছু তারে বলো না বলে কি হবে বল ।
বিরহ অনলে মোরে, জ্বলিতে হইল ॥
সে যদি বুঝেছে ইহা, ভালো সেহত ভাল ।
হইবে অনেক সুখ, এই বোধ ছিল ।
তা না হয়ে দুখমুখ, দেখ দেখিতে হইল ॥

সরফরদা কালাংড়া ।

তাল জলদ্ তেতালা ।

অধরে না ধরে ধরে না কহিবারে তব গুণ ।
যে গুণে বদ্ধ হইল, এমন চঞ্চল মনঃ ॥

সরফরদা কালাংড়া।

তাল জলদ্ তেতালা।

এক মুখে কি কহিব হলে শতানন।
তথাপি নাহি পারিব, কহিতে আমি কখন ।। ১ ।।

সরফরদা।

তাল হরি।

হে প্রাণনাথ নয়ন অন্তরে তুমি যাইওনা।
প্রবল বিরহানলে, জ্বালাইও না ।।
এসোহে নয়নে রাখি, পলক মুদিয়ে থাকি,
না দেখ না দেখি কারে, এই বাসনা ।। ১ ।।

তাল জলদ্ তেতালা।

কেমনে বল তারে ভুলিতে।
প্রাণ সঁপিয়াছে যারে, অতি যতনেতে ।।
ইথে যদি দুখ হয়, হইবে সহিতে।
দিয়ে ফিরে লওয়া এবে, হয় কি মতেতে ।। ১ ।।

আর কি দিব তোমারে সঁপিয়াছি মনঃ।
মনের অধিক আর, আছে কি রতন ।।
ইহার অধিক আর, থাকে যদি জান।
তাহা দিতে নহি আমি, কাতর কখন ।। ১ ।।

মিলয় অমিয় পান করিতে বাসনা মনে।
এহেতু বিচ্ছেদ বিষে, হয় জ্বালাতনে ।।

সরফরদা।

তাল জলদ্ তেতালা।

নহে সুখী নহে দুখী, প্রেম নাহি জানে।
সুখী দুখী সেই সখী, এ রস যে জানে ॥ ১ ॥

কেন বিধি নিরমিল কমলে কণ্টক।
দেখ শশধর, নাশয়ে তিমির, তাহে করিল কলঙ্ক ॥
বিষধর মণি ধরে, মুকুতা শুক্তি উদরে।
এমন বিচার, সংসারে যাহার, ইথে খেদের কি অন্তক ॥১॥

এখন কোথা তারা নাথ বিহনে।
নিদ্রা রিপু হয়ে, মারিত জ্বালায়ে,এবে না আইসে যতনে ॥
কোথা সেই হাসি গেল, কোথা গেল মান,
এবে সে এই হইল, লাভ হে রোদন।
অঙ্গে আভরণ, না সহে এখন, দহিছে কেবল মদনে ॥১ ॥

বলনা আমারে সই বাঁচিব কেমনে।
প্রাণ সঁপিলাম যারে, না হেরি নয়নে ॥
এমন হইবে আগে, নাহি জানিতাম,
জানিলে এমন প্রেম, নাহি কবিতাম,
পিরীতে এইত সুখ, সংশয় জীবন ॥ ১ ॥

বিচ্ছেদেতে যায় প্রাণ না পারি রাখিতে।
কাতর নয়ন মনে, লাগিল কহিতে ॥
শুনি মন করে ধ্যান, প্রাণেরে বাঁচাতে।
চাক্ষুষ বিহনে নাহি, উপায় ইহাতে ॥ ১ ॥

সরফরদা।

তাল জলদ্ তেতালা।

অলিরাজ যেখানে বিরাজ ভুলনা কমলে।
দিবা বিভাবরী তব ধ্যান করি, ভাসি হে সলিলে ॥
এ রীত তোমার আমি, ঘুচাইতে পারি
তুমি, ভাসিবে নয়নের জলে।
ইহাতে অধিক, আমার হে দুখ, কি হবে কহিলে ॥ ১ ॥

কমলিনী কেন অভিমানী অধীন ভ্রমরে। ও।
নয়ন অন্তর, হইলে অন্তর, সতত কাতরে ॥
অন্য অন্য ফুলগণ, আমি সকলের প্রাণ,
তুষিতে উচিত সবারে।
তুমি মোর প্রাণ, বিরসে মরণ, কি কব তোমারে ॥ ১ ॥

তব অবিশ্বাসে, ঘন ঘন শ্বাসে, দহে সদা মন।
বিষম হইল মোরে,কিসে বুঝাব তোমারে,তুমি মোর প্রাণ।
নিঃসন্দেহ করিতে হয়, সন্দেহ তাহে উদয় ॥
বারে বারে কত বার, জানাব আমি তোমার,
তুমি মোর প্রাণ ॥ ১ ॥

তাল হরি।

শুন শুন শুনলো প্রাণ কেন তুমি হও কাতর।
মনঃ প্রাণ আঁখি, যারে দেখে সুখী, তাহারে
রোষ কি, হয় আমার ॥
আসা আশা করি, কেবল তোমারি,
বুঝলো বিচারি কারে হেরি।

সরফরদা ।

তাল হরি ।

লয়ে তব মন, মনঃপুরে মন, করে রস পান,
আশা আমার ।। ১ ।।

আইস২ আইস হে প্রাণ বৈস আমি বশ তোমার ।
করিয়ে যতন, সঁপিলে যে প্রাণ, তার পর কেন,
বোধ তোমার ।।
অন্তরে অন্তর, দহে নিরন্তর, নয়নে নীর নাহি মোর ।
আশা আশা হাতে, নাহি দেয় যাতে,
আর কোন পথে, আশা তোমার ।। ১ ।।

এলাইয়া ।

তাল ঢিমে তেতালা ।

জলে কমলিনী জ্বলে, কোথা মধুকর ।
বিরহ অনল জ্বলে, জ্বলে নিরন্তর ।।
বিচ্ছেদের শরজালে, ডুবিল আকার ।
ভাসিছে নয়নজলে, জলে অনিবার ।। ১ ।।

কার মন্ত্রণা শুনি প্রাণ ভুলিলে অধীনে ।
আমি তব ধ্যানে থাকি, না হের নয়নে ।। ১ ।।

তাল জলদ্ তেতালা ।

তুমি যারে চাহ সে তোমার জানো ।
ইহাতে অন্যথা কভু, ভেবনা লো প্রাণ ।।
না বুঝিয়ে খেদ কর, উপায় কিবা ইহার ।
সন্দেহ আপন জনে, করো না কখন ।। ১ ।।

এলাইয়া।

তাল জলদ্ তেতালা।

আমি যারে চাহি সে না রাখে মান।
এমন পিরীতে বল, কিবা প্রয়োজন।
অতএব এই হয়, দেখ কেহ কার নয়।
আপন বলিব তারে, বাঁচায় যে প্রাণ ॥ ১ ॥

নিশি পোহাইয়ে প্রাণনাথ প্রভাতে আইলে। হে।
আমার আশার সুখ, কারে বিলাইলে ॥
যে রূপে যামিনী গত, সে দুঃখ কহিব কত,
জানিলাম প্রাণনাথ, কি হবে কহিলে ॥ ১ ॥
কামিনী সহিত তুমি, রতিপতি সহ আমি,
ইহা বুঝি অনুমানি, মনে না করিলে ॥ ২ ॥

যোগিয়া ললিত।

তাল জলদ্ তেতালা।

প্রত্যয় না হয তারে যে সঁপিল পরাণ।
প্রাণ লযে অবিশ্বাস, এ আর কেমন ॥
দিবা নিশি যাব ধ্যান যার গায় গুণ।
সে ভাবয়ে অবিশ্বাসী, বিচার এমন ॥ ১ ॥

যোগিয়া গান্ধার।

তাল জলদ্ তেতালা।

যেখানে থাকহ প্রাণ ভুলনা অধিনী জনে।
অস্থি মোর জর জর লোকের গঞ্জনে ॥

যোগিয়া গান্ধার।

তাল জলদ্ তেতালা।

তোমা বিনে কেহ যদি অন্য নাহি জানে।
ক্ষতি কি তোমার হবে তাহারে দেখনে ॥ ১ ॥

কেমনে রহিব প্রাণ না দেখিয়ে তোমারে।
চকোরী কি হয় সুখী না হেরে শশীরে ॥
প্রাণ বিনে শূন্যদেহ থাকে কি প্রকারে।
শশী বিনে নিশি কোথা বল শোভা করে ॥ ১ ॥

ভাটিয়ারি।

তাল জলদ্ তেতালা।

আমি হে তোমার প্রাণ অতি সোহাগিনী।
যখন দেখহ মোরে, পাও কত মণি ॥
যদি থাকহ অন্তর, তোমার বিরহ শর,
বলে মোর কানে২ সুখে থাক ধনী ॥ ১ ॥
তোমার প্রিয় বচন, শুনিলে সুখী শ্রবণ,
তব আদরে শরীর হরষিত জানি ॥ ২ ॥

আমার মনমোহিনী তুমি আমি জানি।
হরিয়ে লইয়ে মনঃ হলে সোহাগিনী ॥
মনের অধিক ধন, আর কোথা আছে জান।
সে ধন তোমার কাছে, আছে বিনোদিনী ॥ ১ ॥
করিলে অতি যতন, তবেত থাকে রতন,
অযতনে ধন কোথা থাকে ওলো ধনি ॥ ২ ॥

মালকোষ রাগ ।

তাল জলদ্ তেতালা ।

কি হবে ওলো সই বাঁচিব কেমনে ।
বিষম বসন্ত, মদন দুরন্ত, বিবাদী নিতান্ত, বিরহী জনে ॥
ফণির স্বভাব হয়, দংশিলে পরে পলায়,
বসন্তের দূত, ফণী বিপরীত, বান্ধিয়া যে চিত,
দংশে সঘনে ॥ ১ ॥
শশধর হর ভালে, নয়ন অনলে জ্বলে,
আপনি জ্বলয়, পরেরে জ্বলায়, তাহাতে কি হয়,
ভাল কখনে ॥ ২ ॥

এ দুখ না যায় আর সহনে ।
এবার জনম, লইব এমন, বধিব জীবন, ঋতু রাজনে ॥
বসন্তের সেনাগণ, প্রধান তাহে মদন,
হর আরাধিব, মদনে মথিব, রতিরে রাখিব, বিরহবনে ॥১
শশির উদয় দায়, বিষম হল আমায়,
রাহু যে হইব, বিধু গরাসিব, চকোর দেখিব, বাঁচে কেমনে ॥২
অলিকুলের ঝঙ্কারে, সদা অচেতন করে,
কুসুম কানন, করিব ছেদন, অলি দহে যেন, মধু বিহনে ॥৩
বিষ রবেতে কোকিল, হৃদয়ে হানয়ে শেল,
হইব যে ব্যাধ, করিব যে বধ, তবে মোর সাধ,
পুরিবে মনে ॥ ৪ ॥

হিম শিশিরান্তে বসন্তে ব্যাকুল বিরহিনী ।
মনে প্রাণকান্ত, তথা রতিকান্ত, দহে দিবস রজনী ॥

মালকোষ রাগ ।

তাল জলদ্ তেতালা ।

রবির সমান সম,কুসুম কৃশানুসম,চন্দনেরে ঐগুণে বাখানি ।
মলয়া সমীর, কোকিলের স্বর, হলাহলাধিক শুনি ।। ১ ।।

পলকে পলকে মান সহিব কেমনে ।
সদা প্রফুল্লিত হেরি, বাসনা মনে ।।
মলিন মুখকমল, হেরিলে হৃদিকমল,
বুঝে দেখ বিকসিত, হইবে কেনে ।। ১ ।।

হাসিতে হাসিতে মান সহনে না যায় ।
করিয়ে অমীয় পান, বিষ কোথা খায় ।।
বিধুমুখে মৃদুহাসি, সদা আমি ভালবাসি,
ইহাতে বিরস হলে, প্রাণ বাহিরায ।। ১ ।।

তাল হরি ।

দ্রুত গমনে কি এত প্রয়োজন একি প্রয়োজন নহে ।
অন্তরে অন্তর,কিসে হব স্থির, রহ২ রহ,করি দরশন ওহে ।।
প্রাণ যাবার সময় কেবা কাতর না হয় ।
অনায়াসে যায়, নাহি দেখ তায়,
দুখ অতিশয়, বরং কখন সহে ।। ১ ।।

প্রেম অন্তর কি হয় প্রিয়জন প্রতি নয়ন অন্তরে ।

নয়নের মত, দেখিতে সতত, বল,বল বল,
এমতে কে পাবে কারে ।।
অন্তরেতে ভাবান্তর, হলে যে হয কাতর,
ভাবের ভাবনা, ভাবিয়ে দেখনা, সেথায় যন্ত্রণা,
কে কোথায় দেয় কারে ।। ১ ।।

মালকোষ রাগ।

তাল হরি।

মনে করি ভুলে তোরে থাকিব সুখেতে।
না দেখিলে দহে প্রাণ, মরি হে দুখেতে ॥
কি জানি কেমন আঁখি, না দেখিলে সদা দুখী,
প্রাণ কহে বলদেখি, করি কি ইহাতে ॥ ১ ॥
নিদয় হইয়ে কেন, চাতুরী করহ প্রাণ,
আপন হইলে তারে, হয় কি ত্যজিতে ॥ ২ ॥

নয়নজালে ঘেরিলে সকল ও মৃগনয়নি।
মনকরী মোর, পলাবার পথ তার,নাহি হেরি বিনোদিনী ॥
হেতু নিজ প্রয়োজন, যদি করিলে এমন,
সহাস্য বদনে, তোষ অমিয় বচনে, উচিত হয়লো ধনি ॥ ১

মদনের শান্ত কর কান্ত সরস বসন্ত।
করে মলয়া মারুত, মনোজেরে রোষান্বিত, এমন দুরন্ত ॥
কোকিল মন্ত্রিণী তায়,যার খায তাব গায়,তাহারি নিতান্ত।
ফুলগণ দেয় তাল, অলিকুল কোলাহল, সকলি অশান্ত ॥ ১

ঈষৎ হাসিয়ে হরিল আমার প্রাণ বিধুবদনী।
কিবা শোভা তার, কুন্তলের ভার, নিবিড় নীরদ জিনি ॥
ভুরু শরাসন, তাহে কামগুণ, পঞ্চ বাণ বিনোদিনী।
আকর্ণ পুরিয়ে, ভুজ বিনে প্রিয়ে, সন্ধান করিছ ধনি
প্রভাতে অরুণ, যেন দীপ্তিমান, শ্রবণে কুণ্ডল গুণি।
হেরে যে কুণ্ডল, হৃদয় কমল, প্রফুল্ল হয় তখনি ॥ ২

মালকোষ রাগ।

তাল হরি।

নয়ন মন ডুবিল প্রাণ নয়নে তোমার।
ত্রিবেণী নয়ন, বেগ অতি ঘন, বহে তিন ধার ॥
পলক পবন বয়, যমুনা প্রবল হয়,
প্রলয় যেমন, তরঙ্গ তেমন, অপার পাথার ॥ ১ ॥

একি তোমার মানের সময় সম্মুখে বসন্ত।
দেখ কুসুম কাননে, বিহরয়ে অলিগণে, হরিষ নিতান্ত ॥
মন্দ মন্দ সমীরণ, বহে অতি ঘনে ঘন, মদন দুরন্ত।
মনেতে বুঝিয়ে দেখ,বাহ্যেতে উদয় দেখ,যামিনীর কান্ত ॥১
অতি সুমধুর রব, করয়ে কোকিল সব, হও হরষিত।
ইথে যদি থাকে মান, ঋতুরাজের অপমান, জানহএকান্ত ॥২

কণক লতা বিনে লতা কি লতায় দাঁড়ায়ে হোথা।
দামিনী হইত যদি না হতো স্থিরতা,
ইথে বোধ হয় এই হবে স্বর্ণলতা ॥ ১ ॥

মধুর বসন্ত ঋতু হে কান্ত যাবে কেমনে।
হেরি ঋতুরাজ, প্রবল মনজ, বুঝহে মনে ॥
মলয়া মারুত, বহিছে সদত, কোকিল কাননে।
তার কুহুস্বরে, বিরহিণী শরে, জ্বলিত প্রাণে ॥ ১ ॥

তাল একতালা।

আইলে হে বিরহিণীর প্রাণ।
আনন্দ সাগরে মোর ভাসিছে নয়ন ॥

মালকোষ রাগ।

তাল একতালা।

সুখমুখ নিরিখয়ে, দুখ গেল দুখী হয়ে।
সন্তোষ ভবনে আশা, করিল পয়ান ॥ ১ ॥
বহু দিনান্তে বসন্তে উদয় নিদয় নাথ।
এমন সুদিন, আমি যে সুদীন, সুখী হলেম যথোচিত ॥
আগমনে ঋতুপতি, রতিপতি নিশিপতি,
বিনেপতি জনেরে জ্বলাইত।
হেরি মম পতি, হলো সুখোৎপতি, বহে মলয় মারুত ॥ ১

মালকোষ ভৈরব।

তাল জলদ্ তেতালা।

এক ফুলে তুলে অলি নহে নানানে।
মনঃ রসরাজ, সতত বিরাজ, সরোজাননে ॥
রঞ্জন অধিক যারে, যতন করে তারে,
ত্যজে অন্তরে থাকিতে কি পারে,
মনি বিনে ফণি, কভু নাহি শুনি, সুখী কাঞ্চনে ॥ ১ ॥
মীনবশে জীবনে জীবন, তার জীবন জীবন,
বিহনে তার বাঁচে কি জীবন,
যার যেবা বিধি, দেয় সেই নিধি, তার গণনে ॥ ২ ॥

মালকোষ বসন্ত।

তাল জলদ্ তেতালা।

ঋতুরাজ নাহি লাজ একি রাজনীত।
পরিবার যত,হয়ে এক মত,কামিনীরচিত, দহিতে উচিত

মালকোষ বসন্ত

তাল জলদ্ তেতালা

বল দেখি কোন রাজা বধ করে নারী প্রজা।
তবে রাজা জানি, যদি পতি আনি,
বাঁচাও কামিনী, মদনের হাত ॥ ১ ॥
আপনার বিরহেতে, আপনি জ্বলেছি তাতে,
শুনরে কোকিল, বধ কেন বল, কার কোলাহল,
যথা প্রাণকান্ত ॥ ২ ॥

কিচিত্র বিচিত্র কুসুম ঋতুর চরিত্র গুণ।
রতিপতি সেনাপতি, অনঙ্গ যাহার খ্যাতি,
জ্বালাতনে করে জ্বালাতন ॥
দেখ এমন পবন, জগত জন জীবন,
ঋতুগুণে বিপরীত, হয়ে হুতাশনবত,
দহে সদা বিরহিণী জনে ॥ ১ ॥
কোকিল মধুর স্বরে, অন্তর উল্লাস করে,
পথিক জন রমণী, ওই স্বর কর্ণে শুনি,
বলে বিষ শর নাশে পরাণ ॥ ২ ॥

মালকোষ বাহার।

তাল জলদ্ তেতালা।

এইত মধু ঋতু বসন্ত।
ঋতু রাজনের রীত, কহিবারে অদ্ভুত, খেদ যথোচিত ॥
অলি করে মধুপান, মত্ত কোকিলগণ, তরুগণ ঘূর্ণিত ॥
পথিক পতিত তলে, যুবতী মূর্চ্ছা সকলে, বিরহী রোদিত ॥১

মালকোষ বাহার।

তাল হরি।

অতি সুখ সময় দেখ উপনীত ঋতুরাজন।
কুসুম কানন আর, বন উপবন, সকলের হলো সুদিন।।
ভ্রমর গুঞ্জর করে কোকিল মধুর গান।
রতিপতি উনমত্ত, মত্ত করে মনঃ, বহিছে মলয় পবন।।

সোহিনী মালকোষ।

তাল জলদ্ তেতালা।

কমলিনীর প্রাণ তুমি বুঝি মধুকর।
নহিলে হে কেনে, বিনে দরশনে, জ্বলয় অন্তর।।
মানেতে মনেতে করি, তব মুখ নাহি হেরি,
হেরিলে হে পুনঃ, উপজে তখন আনন্দ অপার।। ১।।

ভ্রমরার প্রাণ তুমি শুন কমলিনী।
যথা তথা ফিরি, তব ধ্যান করি, অন্য নাহি জানি।।
পিরীতে আমি যেমন, তোমারে ভাবিলো প্রাণ,
তার নিদর্শন, কর দরশন, ভুজঙ্গের মণি।। ১।।

টৌড়ী।

তাল জলদ্ তেতালা।

ধীরে ধীরে যায় দেখ চায় ফিরে ফিরে।
কেমনে আমারে বল যাইতে ঘরে।।
যে ছিল অন্তরে মোর বাহ্যে দেখি তারে।
নয়ন অন্তর হলে পুনঃ সে অন্তরে।। ১।।

টোড়ী ।

তাল জলদ্ তেতালা ।

যা তুমি চাহ তা তোমার ।
মন চঞ্চল হলে তুমি বা কাহার ॥
চির সুখে থাক যাতে, চলা ভাল সেই পথে,
ইথে চঞ্চল হলে, সুখ কি কাহার ॥ ১ ॥

এমন চুরি চন্দ্রাননি শিখিলে কোথায় ।
হানিয়ে নয়ন বাণ, হরিয়ে লইলে প্রাণ, কথায় কথায় ॥
মনেরে বান্ধিল কেশ, তুমি মৃদু মৃদু হাস, ইথে কি উপায় ।
চোরের নাহিক ভয়, সাধুজন ভীত হয়, বিচার হে তায় ॥ ১

দরবারি টোড়ী ।

তাল হরি ।

কেমনে রহিব ঘরে মন মানেনা ।
হেরি মোর দুখানল, লাজ ভয় পলাইল,
কলঙ্ক বারণ করে না ॥
লোকের কথায় আর, কেমনে হইব স্থির,
ঘুচিবে অস্থির যাতনা ।
বিনে তার দরশন, অশেষ মত যতন,
উপায় করিতে পারে না ১ ॥

মনের বাসনা মোর সই সে কি জানে না ।
জানিয়ে দেখনা মোরে, সঁপিয়াছি দুখ নীরে,
সহিতে বিরহ যাতনা ।

দরবারি টোড়ী।

তাল হরি।

মিলনে অসাধ কার, তারত আছে অপার,
তথাপি সেতো বুঝে না ॥
হলে নয়ন অন্তর, অন্তরে সে নিরন্তর, কি জানি কেমন মন্ত্রণা ॥ ১

তাল জলদ্ তেতালা।

যবে তারে দেখি অনিমিখ আঁখি হয় লো তখনি।
সুখে অচেতন, হয় মোর মন, শুনলো সজনি ॥
তৃষিত চাতকী যেন, নিরখিবে নবঘন,
বিনে বারি পানে কত সুখী মনে, কে জানে না জানি ॥ ১

নয়নে না দেখে কারে বিনে তারে যারে প্রাণ সঁপিলাম।
প্রবোধ না মানে, করয়ে রোদনে, এতেক বুঝালাম ॥
মন নয়নের বশ, প্রাণ আছে তার পাশ,
ইহাতে সদয়, যদি সেই হয়, উপায় দেখিলাম ॥ ১ ॥

গুজরি টোড়ী।

তাল জলদ্ তেতালা।

তোমার নয়ন রক্ষক আমার ও মৃগনয়নি।
মৃগের গমন দ্রুত, আমি পলাইব কত, পথ নাহি পাই ধনি
তাহার সহিত হাসি, দেখ আর কেশ ফাঁসি,
শ্রবণেরে তব আঁখি কহে কি না জানি।
আমি হইয়াছি ভীত, ভরসা বচনামৃত, বাঁচিবার হেতু জানি।

বাগেশ্বরী টোড়ী ।

তাল জলদ্ তেতালা ।

বিনাদরে অনাদরে কে কার বশ ।
করিলে আদর হয় হৃদয়, কমল প্রকাশ ॥
রাখিতে একের মন, করে যদি এক মন, হইয়া উল্লাস ।
দুই মন দুই মন এক কি, হয় কোন ভাষ ॥ ১ ॥

গৌরী ।

তাল জলদ তেতালা ।

যেমন আমারে ভাসালে নয়ন জলেতে ।
তেমতি নয়ন,করি বরিষণ,হইবে হে প্রাণ,তোমারে ভাসিতে ॥
কত সুখ আশা করি, তোমার হাতেতে ধরি,
প্রাণ দিলেম হাসিতে হাসিতে ।
মোর বশ মন, নহেত এখন, কাতর নয়ন,
কান্দিতে কান্দিতে ॥ ১ ॥

অনেক সাধের তুমি প্রাণনাথ ।
এই সে কারণ, রক্ষক নয়ন, করিয়াছি জান, মনের সহিত ॥
অন্তর হইতে প্রাণ,পারিবে না কদাচন,তুমি মোর মনোমত ।
অমূল্য রতন, পেলে কোন জন, ত্যজয়ে কখন,
নহেত যে মত ॥ ১ ॥

শোহিনী ।

তাল জলদ্ তেতালা ।

সখি দেখ লো আমারে কি হলো ।
পরেরে পরাণ সঁপে পরাণ যে গেল ॥

শোহিনী।

তাল জলদ্ তেতালা।

দিবানিশি সেই রূপ সদা পড়ে মনে,
প্রাণ সঁপিয়াছি যারে পাসরি কেমনে,
প্রাণের অধিক তারে ভাবিতে হইল ॥ ১ ॥

পিরীতি বিচ্ছেদ দুঃখ কিসে নিবারিব।
ইহাতে উপায় সখী বল কি করিব ॥
সুখ আশে ধন প্রাণ, করে তারে সমর্পণ,
এখন পাসরে তারে কেমনে রহিব ॥ ১ ॥

বিধুমুখে মৃদুহাসি ভাল বাসি প্রাণ।
বিষাদে প্রমাদ হয় কাতর নয়ন ॥
অধিনী জনেরে কেন, কর এত অভিমান,
তুষিতে উচিত তারে এইত বিধান ॥ ১ ॥

তোমার পিরীতে এই হইল।
অবলা সুখের আশে দুঃখেতে ডুবিল ॥
নহি সুখ অভিলাষী পিরীতে তোমার,
কর যাহাতে এ দুঃখ যায় হে আমার,
ইহাতে সদয় হয়ে হও অনুকূল ॥ ১ ॥

চঞ্চল কেন চঞ্চল নয়নি আসিতেছে তব মনো হরণ।
এখন যামিনী আছে মুকুতা কিরণ ॥
আসিবে আশয়ে মন, উল্লাসিত রাখ শুন,
সময় থাকিতে দুখ ভাব অকারণ ॥ ১ ॥

শোহিনী।

তাল জলদ্ তেতালা।

শশীমুখী মৃগ আঁখি হানি চলিল।
প্রাণ মোর যায়,করে হায় হায়,যদি কেহ হও আপন সকল ॥
প্রাণের আকার কেহ দেখেছ কেবল মোর প্রাণের,
এ রূপ বিধি নিরমিল।
সন্দেহ ইহাতে, যদি হয় চিতে, আমার আঁখিতে,
দেখিতে হইল ॥ ১ ॥

মান অপমান কিছু করোনা মনে।
সকলি সহিতে হয় সময়ের গুণে ॥
পিরীতি এমন ধন, করিতে হয় যতন,
ধৈরজ ধরিতে হয়, উচিত এখানে ॥ ১ ॥

কি দোষ তার আপনার দোষ।
কেন বা সঁপিলেম প্রাণ, কেন করি রোষ ॥
সদা বারি পূর্ণ মোর নয়ন কলস।
অন্তরে বিরহানল হয় মুখ শোষ ॥ ১ ॥

শশীমুখী হাসি হাসি বলিছে মোরে।
শুন প্রাণনাথ,ধন প্রাণ চিত,আমার হে যত,সঁপেছি তোমারে
ইহাতে অন্যথা কেহ ভেবোনা অন্তরে,
দেওনে বিস্ময় কিবা বুঝনা বিচারে।
যাচকের মান, রাখিতে রাজন, ক্ষতি কি কখন,
মনেতে করে ॥ ১ ॥

শোহিনী।

তাল জলদ্ তেতালা।

কি হলো আমারে সই বল কি করি।
নয়ন লাগিল যাহে, কেমনে পাসরি ॥
হেরিলে হরিষ চিত, না হেরিলে মরি ॥ ১ ॥
তৃষিত চাতকী যেন, থাকে আশ করি।
ঘন মুখ হেরি সুখী, দুখী বিনে বারি ॥ ২ ॥

মন চঞ্চল হলে সাধিলে কি হবে।
দিনে ছায়াবাজী কেন দেখিতে পাইবে ॥
মন আপনার, তারে বশ কর,
মন বশ না হইলে বশ কে হইবে ॥ ১ ॥

শোহিনী কানড়া।

তাল জলদ্ তেতালা।

পিরীতের রীত যে থাকিলে অন্তরে দোঁহে দোঁহার অন্তরে।
চক্রবাক চক্রবাকী, তার সাক্ষী দেখ সখি,
বুঝাব কি তোমারে ॥
বিচ্ছেদ দুখেতে দুখী, হয় দুই জন কেহ সুখী কেহ দুখী,
না হয় কখন।
মিলনে দেখ অধিক, হৃদয়ে দোঁহে পুলক,
ভাসে সুখ সাগরে ॥ ১ ॥

ছায়ানট।

তাল জলদ্ তেতালা।

সদত বাসনা যারে হরিষ হেরিতে।
তাহার বদন, বিরস কখন, না পারি দেখিতে ॥
জীবন বিহীন মীন কোথা হুতাশনে,
শীতল হইতে কেহ দেখেছ কখনে,
সুধাহারি জন, কভু বিষ পান, পারে কি করিতে ॥ ১ ॥

শ্যাম পুরবী।

তাল হরি।

ঐ খানে রহিও হে নিদয় প্রাণনাথ এত শঠতা কেন।
লাজ গেল ভয় গেল, কুল গেল শীল গেল,
এখন কি ভয় বল, ত্যজিতে এ জীবন ॥
তুমি এমন রতন, দুখিনীর হবে কেন।
না বুঝে করে যতন, ফল পেলেম তেমন,
কি মনে করি এখন, করেছ আগমন ॥ ১ ॥

কমলবদনী লো চঞ্চল মৃগবৎ এত অধৈর্য্য কেন।
এই বোধ হয় মোর, হতেছে যে অস্থির,
সাদৃশ্যের গুণ বুঝি, তব মৃগ নয়ন ॥
রাত্র দিন যারে ভাব, সে জন নিতান্ত তব,
বৃথায় সন্দেহ করি, কাতর হও সুন্দরী,
তোমার একপ হেরি, দুখিত মম মন ॥ ১ ॥

বাগেশ্বরী।

তাল জলদ্ তেতালা।

তারে আর সাধিব না সই সাধিলে আদর বাড়ে।
বটে অনাদরের নয়, অধিক আদর পেলে কে ছাড়ে॥
এতেক যতন করি, মতে চলিতে না পারি।
অতি নিদুহলে পর, অতি দুঃখ দিবে মনেতে পড়ে॥ ১॥

তুমি বুঝি জান নাহে প্রাণ বেঁধেছি প্রেমের ডোরে।
কেমনে ছাড়াবে তুমি, আশা আশা ধরে আপন জোরে॥
হৃদয়মন্দিরে রাখি, রক্ষক করেছি আঁখি,
সেখানে প্রবেশ কার, তোমা বিনে আর, রাখিব কারে॥

আইলে হে বিরহিনীর প্রাণপ্রিয় এতদিন পরে।
কি সুদিন সুদীনের সুদিন, শূন্য দেহে প্রাণ,
আসিবে ছিল কি মনেরে॥
প্রথম মিলন, অমিয় পান, করিয়ে জীবন,করেছি ধারণ॥
বিচ্ছেদের, ছেদ মোর অন্তর, ছিল জর জর,
ঘুচিল পাইয়ে তোমারে॥ ১॥

এত দিন পর নিবিল আমার মনের অনল সখী।
দেখ যত দিন, ছিল দুই জ্ঞান, সদত ঝুরিত আঁখি॥
ভাবিয়ে তাহার রূপ, আমি হলেম সেই রূপ,
কুমিরকে আরশুল, ভেবে সেই হলো,
সে ভয়ে এ সুখে দেখি॥ ১॥

বাগেশ্বরী আড়ানা।

তাল হরি।

আরে তোরে জানি নির্ম্মোহি।
এই সে কারণ রাত্র দিন আমি দহি॥
জ্বলিতে জ্বলিতে শেষ তবু কার নহি।
শীতল করিতে তোমা বিনে আর নাহি॥ ১॥

হাসি ভাল বাসি সুধামুখী।
বিরস বদন হেরি যদি, ঝুরে আঁখি॥
সদত বাসনা মোর হৃদয়েতে রাখি।
তুমি নাহি দেখ আর কারে, নাহি দেখি॥ ১॥

বাগেশ্বরী কানড়া।

তাল জলদ্ তেতালা।

রাত্র দিন একত্র প্রকাশ দেখ রাত্র দিন।
কেশেরে বুঝহ নিশি, বদন অরুণ॥
তপণ মুখ বলিতে, সন্দেহ নাহিক ইথে,
হেরিলে হৃদিকমল, প্রকাশে তখন॥ ১॥
কামিনীর মনঃ সুখ, নিশিতে হয় অধিক,
কেশেরে তার ধিক, করযে যতন॥ ২॥

তাল হরি।

স আদরাদর যা আদর অধর কম্পে কহিতে।
দরশনে পরশনে, অমীয় বচনে,
শরীর শ্রবণ সুখী আঁখি সহিতে।

বাগেশ্বরী কানাড়া ।

তাল হরি ।

যখন দেখে আমারে, নিধি পাই মনে করে,
ভাসে আনন্দেতে ।
রাখিয়ে কমল কর, কমল উপর,
মুখে সুধা দান করে সুখেতে ॥ ১ ॥

এই মনেতে ছিল হে প্রাণ আমার হবে ।
জানিনে কখন নয়ন নীরে মোরে ভাসাবে ॥ ১ ॥

তাল জলদ্ তেতালা ।

রতন পাইয়ে কেবা যতন না করে ।
হেরিতে যাহাবে, হরিষ অন্তরে, মনের তিমির হবে ॥
তিলেক অদর্শন, হলে কাতর প্রাণ,
ভুজঙ্গ যেমন, মণির কারণ, আমিও তাহারি তরে ॥ ১ ॥

বাগেশ্বরী মূলতানী ।

তাল হরি ।

আইল বসন্ত হে নাথ কি সুখ দেখ না ।
পুরাইতে মনজের, মনের বাসনা ॥
বিকস কুসুম বন, মধুকর মধু পান,
ভ্রমরি সহিতে সুখে, করিছে যাপনা ॥ ১ ॥
কোকিলের কুহুধ্বনি, হৃদয় পুলক শুনি ।
বিরহী এ রবে বড়, পেতেছে যাতনা ॥ ২ ॥

বাগেশ্বরী বাহার।

তাল হরি।

আসিতে এখানে কে বারণ করিলে।
অবলা বধের ভয়, সে নাহি ভাবিলে ॥
ষটপদ মধুকর, নিরন্তর অন্যান্তর,
দ্বিপদ কি ষট্পদ, স্বভাব পাইলে ॥ ১ ॥

নিশি না পোহাইতে কি চঞ্চল হইলে।
আমার কি নাহি লাজ, লোকেতে দেখিলে ॥
শশীর কিরণ দেখি, চকোর কুমুদ সুখী।
অরুণ উদয় ভাব, ইথে কি ভাবিলে ॥ ১ ॥

হিন্দোল রাগ।

তাল ধামার।

বসন্ত ঋতু আইল হইল সুখ প্রবল সব প্রফুল্ল ফুলকানন।
মন্দ মন্দ মলয়া পবন বহে তাষ পিকু করে কুহু মধুকর,
আনন্দিত সদা গুঞ্জরে হরিষান্বিত আনন ॥
কি কব সময় রঙ্গ, অনঙ্গ বিশেষে সাঙ্গ,
শরাসনে করেছে সন্ধান।
বিরহিণী কাতর এমন হেরি যেন শশী দেখি রাহু অতিশয়,
উল্লাসিত যত সংযোগী সহাস্য বদন ॥ ১ ॥

তাল হরি ॥

মিছে অনুযোগ সই লো করিছ কি কারণে।
কি করিতে পারে মন, মত্ত বারণে বারণে ॥
আমার বশ এখন, নহে সে দুরন্ত মন,
বুঝালে যে নাহি বুঝে তারে পারিবে কেমনে ॥

হিন্দোল রাগ।

তাল হরি।

মিলেছে সুখে থাকুক, না শুনে সেথা মরুক,
দুখ বোধ হলে কেহ, কোথা থাকয়ে কখন ।।।২ ।

হিন্দোল বেহাগ।

তাল হরি।

সুরস রুচির কুসুমে কণ্টক কে করিল।
জগ আরাধিত মণি, কেন ফণিরে সঁপিল ।।
যে রূপ খেদ ইহাতে, কি রূপে পারি বুঝাতে,
পুর আলো করে শশি তাহে কলঙ্ক রচিল ।। ১ ।।
অতএব হয় মনে, মিলিব তাহার সনে,
দুখ নাহি সুখ যথা, সেথা রহিতে হইল ।। ২ ।।

ললিত।

তাল জলদ্ তেতালা।

পিরীতি পরম সু-[illegible] সেই সে জানে।
বিরহে না বহে নীর, যাহার নয়নে ।।
থাকিতে বাসনা, যার চন্দন বনে।
ভুজঙ্গেরে ভয় সেহ, করে কি কখনে ।। ১ ।।

যতন করি হে যাহারে থাকে সে অন্তরে।
যাহারে না চাহি আমি ত্যজেনা আমারে ।।

ললিত ।

তাল জলদ্ তেতালা ।

বিচ্ছেদেরে সদত করিহে অনাদর,
সে জন সদয় মোরে হয় নিরন্তর,
মিলনের প্রাণ ভাবি চাতুরী সে করে ॥ ১ ॥

আর কারে ভয় আমার প্রাণ ভয় হে তোমারে ।
লোক লাজ ভয়, সে ভয় কি হয়, বুঝেছি বিচারে ॥
তব দুখে আমি দুখী, তব সুখে হই সুখী ।
তব মতে মত, জেনো প্রাণনাথ, অধিনী জনেরে ॥ ১ ॥

নয়ন সজল হৃদয়ে উদয় অনল ।
যেবা করে প্রাণ, যান সেই জন, কে করে শীতল ॥
কহিতে দুখ সাগর অধিক প্রবল ।
হইলে নীরব, কেমনে বাঁচিব, বিষম হইল ॥ ১ ॥

যাও সখি বলো দেখি একি মত তোমার ।
বিচ্ছেদ তপন,করিছে দাহন,ইথে লাভপ্রাণ, হবে কি আসার
হরিয়ে লইয়ে মনঃ, করিছ ভাল যতন ।
মনের সুখেতে, নয়ন হিংসাতে, লেগেছে কান্দিতে,
এই কি বিচার ॥ ১ ॥

আজু একি বাম আঁখি সখী নাচিছে আমার ।
হতেছে যে মন,তার আগমন, হইবে এমন,করিল বিচার ॥
হৃদয় কমল সুখী, বিরহ নিরহ দেখি ।
বিধি অনুকূল, আমারে হইল, এমতি বুঝিল,
মত কি তোমার ॥ ১ ॥

ললিত ।

তাল জলদ্ তেতালা ।

এমন সময়ে সই আইল না কেন ।
বুঝি করিয়াছে রোষ, বুঝায় এমন ॥
দেখিতে এত যতন, দেখিলে পাই রতন,
দেখা নাহি দেয় কেন, করে জ্বালাতন ॥ ১ ॥

কি কহিব যামিনী পোহায় ।
এখন না আইল রহিল কোথায় ॥
তাহারে ভাবিয়ে নিশি, জাগিয়া ছিলাম বসি,
নিশির যে সুখ তাহা দিবসে কি পায় ।
শরীর আপন নহে, অন্যেরে আপন কহে, এত বড় দায় ।
সে কেন বুঝিবে দুখ, তবু তার তরে দুখ,
করিয়ে এখন দেখ প্রাণ বাহিরায় ॥ ১ ॥

ললিত ভৈরব ।

তাল জলদ্ তেতালা ।

সুধাংশু অধিক প্রাণ সুন্দর তব বদন কমল ধনি ।
জন্ম পূর্ণ শশধর,এখন হ্রাস তাহার,তোমারে সুন্দর জানি ॥
এবে ক্রমে পূর্ণ হয়, তব মুখ সম নয়,
লাজ পেয়ে হয় হ্রাস, দেহেরে কর যে নাশ,
মনে অভিমান গনি ॥ ১ ॥
বড়র নিকটে ছোট, গেলে হয় মাথা হেঁট ।
এক পদ আগু করে, এক পদ পিছে ধরে,
বুঝিবে রীত এমনি ॥ ২ ॥

ললিত ভৈরব

তাল জলদ্ তেতালা।

তরুণ অরুণোদয় এখন আইলে শশী।
চকোরিণী এ যামিনী, আছয়ে উপসি,
অমিয় কোথায় তব, কোথা গেল নিশি ॥ ১ ॥
বিধু কি বিতরে সুধা, দিবসে প্রকাশি।
তবে কেন দেহ দুখ, অসময়ে আসি ॥ ২ ॥

জলে কি শীতল হয় কখন বিরহানল।
নয়নের নীরে যদি, নাহিক নিবিল
মকর পুরেতে গেলে, কি হইবে বল ॥ ১ ॥
কাননে প্রবেশি যদি, হয় দাবানল
মিলন সলিল বিনে, না হয় শীতল ॥ ১ ॥

এখানে কি কায তোমার যাও হে প্রাণ
প্রাণ সঁপিলে যথা।
ভস্ম আচ্ছাদিত অনল, করিবারে উজ্জ্বল,
বুঝি এসেছ হেথা ॥ ১ ॥

রামকেলী ললিত।

তাল জলদ্ তেতালা।

আর কার নহি প্রাণ তোরি রে।
তিলেক না হেরি যদি, বোধ হয় মরি রে ॥
বিরূপ আমারে তুমি ভেব না কখন,
স্বরূপে এই জানিবে তব বশ মন।
আর কিসে হবে সুখী, বলনা তা করি রে ॥ ১ ॥

রামকেলী ললিত ।

তাল জলদ্ তেতালা ।

রাগে অনুরাগ নাহি রহে রে ।
বিরাগ সুখের লাগি, করি প্রাণ দহে রে ॥
মান উপজিলে মনে মরণের ভয়,
না থাকয়ে অনুচিত কহিবারে হয়,
যে হয় আপন জন, সেই সে তা সহে রে ॥ ১ ॥

পুরবী ।

তাল ঢিমে তেতালা ।

চল সখী যাই যমুনাতীরে ঘন বরণ ঘন উদয় মনেতে ।
নাদেখি নয়ন, করিছে রোদন, কি করে এখন,
লোক লাজেতে ॥
অজ্ঞান কলঙ্ক যার, দেখিলে কি থাকে তার ।
লোক কলঙ্কেতে, কি করে তাহাতে, মন যে সঁপিলে,
সেই রূপেতে ॥ ১ ॥

ঘন ঘন ঘনবরণ ধ্যানে মম মনের তমো রহিল দূরেতে ।
আর অন্য রূপে, মুজিব কিরূপে, মজেছি স্বরূপে,
সেই রূপেতে ॥
দেখিতে বরণ কালো, অন্তর করয়ে আলো,
ঘুচাইয়ে ভ্রমে, কেহ ক্রমে ক্রমে, মজে তার প্রেমে,
পারে বুঝিতে ॥ ১ ॥

পুরবী।

তাল জলদ্ তেতালা।

দিবা অবশানে আসি রসরাজ বিরস কেনে।
আছি যতক্ষণ, হরিষ বদন, দেখিতে বাসনা মনে॥
সময়ে না এলে প্রাণ, অসময়ে আগমন,
তোমার কি দোষ, অনেকের বশ, সহিল আমার প্রাণে॥১

কি সুখ পিরীতে শুন প্রাণ সই না হলে মিলন।
সে জন আমারে, না হেরে যাহারে, সদত করি যতন॥
তৃষিত চাতকী যেন, আশায়ে প্রাণ ধারণ,
মতি তাহারে,ভাবি হে অন্তরে,তথাপি না রাখে মান॥১

কমলিনী অধিনী তোমার শুন অলিরাজ।
সদত তোমারে, ভাবি হে অন্তরে, এই মোর কায॥
সদয় থাকহ নাথ, এই হয় মম মত।
নিদয় কখন, হৈওনা হে প্রাণ, সুখেতে বিরাজ॥ ১॥

পিরীতি তোমার সনে রহিল মনে।
কখন না পাসরিব, জীবন মরণে॥
কি জানি কি গুণে প্রাণ, বান্ধিয়াছ মোর মন,
থাকিবে যে চিরদিন, রাখিব যতনে॥ ১॥

সেই সোহাগিনী লো যারে প্রিয় সদত চাহে।
দুখিত কখন, নহে সেই জন, না বিরহে দহে॥
মদন দাহন তারে, করিতে নাহিক পারে,
সুখের সাগরে, সদা বিহরে, না যাতনা সহে॥ ১॥

পুরবী ।

তাল জলদ তেতালা ।

যতনে যে ধন সদা করে উপার্জ্জন ।
কে কোথা স্থুখেতে ত্যজে, না দেখি কখন ॥
অনেক যতনে ফণি মণিরে পাইয়ে,
শিরেতে ধারণ করি মনে নিরখিয়ে ।
বিহনে এমন ধন, বাঁচে কি জীবন ॥ ১ ॥

আসিবে রবে এ রবে প্রাণ কি রবে । সই ।
বাসনা আমার, নিকটে তাহার, প্রাণ যায় এবে ॥
প্রাণ যায় নাহি রয়, প্রাণাধিক করে তায়,
এমন হইবে, সে জন আসিবে, দেখা কি হবে ॥ ১ ॥

দেওগিরি ।

তাল জলদ্ তেতালা ।

অনেকের প্রাণ তুমি রে এখন আমারে মনে
কেন করিবে । হে ।
প্রথমে না জানি অনেকের প্রাণ, আমার প্রাণ
মরি হে দেখনা এবে ॥
তোমার আছে অনেক, আমার তুমি হে এক,
ইহাতে উচিত যে হয় করিবে, কি কব আর
বাসনা সদয় রবে ॥ ১ ॥

আমি কি করিব শুন সই আমার মনবারণ
না শুনে বারণ ।

দেওগিরি।

তাল জলদ্ তেতালা।

এত যে অলয় তবু, না বুঝে বুঝালে নীত,
বিপরীত করে জ্ঞান ॥ ১ ॥

কিসের কারণে বিধুমুখি করিয়াছ তুমি অরুণ আঁখি।
তোমার বিরসে,আর কোন রসে, হৃদিপদ্ম হবে বল সুখী ॥
তোমার চন্দ্রবদন, আমার চকোর মন,
ইহাতে অরুণ, বরণ নয়ন, করি কর কেন এত দুখি ॥ ১ ॥

দেখ পিরীতের সই দুই গুণ।
দিবাকর নিশাকর দুয়ের গুণ যেমন।
প্রচণ্ড তপনবত বিরহ করে দাহন।
মিলন শশী স্বরূপ সুধা করে বরিষণ ॥ ১ ॥

আপন রুচি রুচির চিরতার।
রবি কমলিনী, শশী কুমুদিনী, বিদিত দেখ সংসার ॥
সলিলনিবাসি মীন নাহি চাহে ধরাধর।
পতঙ্গ অনলে শীত, জ্ঞানে সঁপে কলেবর ॥ ১ ॥

বিরস বদন শুন প্রাণ করো না কখন কমলমুখী।
প্রফুল্ল বদন, হেরিল যখন, হরষিত হয় মন আঁখি ॥
মনো মত্ত করীবর, বুঝে দেখ ভাব তার।
এবে মধুকর, বদন তোমার, অরবিন্দ সম রূপ দেখি ॥ ১

দেওগান্ধার।

তাল জলদ্ তেতালা।

না বুঝিয়ে প্রাণ কেন কর এত অভিমান।
তোমার অধিক কারে করি হে যতন॥
ভুলিয়ে জ্বলে আপনি, শীতল নহে সে জানি।
ঘুচাইয়ে ভ্রম দেখ মনের সমান প্রাণ॥ ১॥

আমি হে তোমার প্রাণ বুঝেছি মনের মত।
নহে কি সকলাধিক যতন কর কি এত॥
না দেখিলে জ্বালাতন, দেখিলে হরিষানন,
যে রূপ যতন কর কথায় কহিব কত॥ ১॥
মন দিয়ে পেলে মন, হলো ইথে লাভ জ্ঞান,
এমন সুজন সনে থাকিতে সাধ সতত॥ ২॥

এ রসে বিরস কেন সরস বসন্তে।
মান স্বর কুহুস্বর ভেদ কি কৃতান্তে॥
মলয় সমীর, বহে ধীর ধীর, জ্বলায় জ্বলন্তে।
ফুলবাস করায় রোষ, মদন দুরন্তে॥ ১॥
থাকিলে অন্তর, জ্বলিত অন্তর, কেবা করে শান্তে।
যামিনীর কামিনীর সুখ পায়ে কান্তে॥ ২॥

বেহাগ।

তাল জলদ্ তেতালা।

অধরে মধুর হাসি বচনে সুধা বরিষে।
নিন্দি ইন্দিবর নয়ন কি শোভা, মুখ সরোজ সদৃশ,
দ্বিজরাজ আভা নাসা তিলফুল জিনি, বুঝহ বিশেষে॥

বেহাগ।

তাল জলদ্ তেতালা।

অতিশয় নিবিড় নীরদ নিন্দিত কেশ, হেরিয়ে চাতক,
উল্লাসিত মন, শিখী নৃত্য করে করি সখা,
অনুমান, শ্রবণেতে কুণ্ডল, দামিনী প্রকাশে ॥ ১ ॥

তারে কেন সাধিব শুন রে সজনি।
আপনার দোষ, নাহি করে মনে, বুঝাইলে নাহি বুঝে,
কথা নাহি শুনে, জ্বলায় এমন করি, দিবস রজনী ॥
এত করি না হলো আপন মনের মত।
অনেক সাধন, করিয়াছি জান, তথাচ তাহার আমি,
না পেলেম মন, সাধনার বশ নহে এই অনুমানি ॥ ১ ॥

মানেতে মনকে মিছে দাহন করিছ প্রাণ।
দেখনা কমলমুখি, অলির কমল আঁখি, কমল জীবন মন,
তাহাতো শুনেছ প্রাণ ॥
যাহার যেবা স্বভাব, তাহার কি হয় অভাব,বৃথায় ভাবিছ।
অন্যং ফুলগণ, বলয়ে অলিরাজন, সে অলি কমলাধীন,
তুমিত জেনেছ প্রাণ ॥ ১ ॥

ভ্রমরা রে কি মনে করি আইলে প্রাণ নলিনী ভবনে।
একি অপরূপ, সরোজে সদয়, নিদয় কেতকী কাননে ॥
ত্যজিয়ে এমন সুখ দুখে আগমন, বুঝিতে না পারি
নাথ কহ কি কারণ।
অধীনীজনে কি পড়িয়াছে মনে,কি ভ্রমে আইলে এখানে ।১

বেহাগ।

তাল জলদ্ তেতালা।

দেখহ তপন সখা জগতে বিদিত, হেরি হই বিকসিত,
থাকিলে মুদিত।
তাহার কিরণ, শেষে দহে প্রাণ, না হয় শীতল জীবনে ॥ ২

অনেক দিবস পর মিলন হইল।
বিরহ বিষঅনল, ছিল অধিক প্রবল, তাহা যে শীতল হবে,
মনেতে না ছিল ॥
মিলন আশয়ে প্রাণ,ছিল যেঞি তেঁই প্রাণ,
তোমারে পাইল।
কত সুখ হলো লাভ, কথায় কত কহিব, আনন্দ
সাগরে মনঃ, নয়ন সজল ॥ ১ ॥

অধীনী জনে প্রাণনাথ নিদয় হয়ে ছিলে হে কেমনে।
ও বিধুবদন, না হেরিয়ে প্রাণ, জ্বলিত জীবন সঘনে ॥
শয়ন স্বপনে প্রাণ, কখন কি চিতে,
অধীনী বলিয়ে মনে নাহি কি করিতে।
একাকিনী নারী,থাকে কেমন করি,নিবারি দুরন্ত মদনে ॥১
এত দিন পর মোরে, পড়েছে মনে,
তেঁই প্রাণনাথ বুঝি এসেছ এখানে,
ছিল হে জীবন, শুভ দরশন, হইল নাথ তব সনে ॥ ২ ॥

সখি কোথারে পাব তারে যারে প্রাণ সঁপিলেম।
যাহার কারণে আমি, কলঙ্কী হইলেম ॥
পরাণ কেমন করে, রহিতে না পারি ঘরে,
সুখ আশে দুখনীরে, এবে সে ডুবিলেম ॥ ১ ॥

বেহাগ।

তাল জলদ্ তেতালা।

আগেতে না জানি এত, এমন করিবে নাথ,
জানিলে কি করি প্রীত, না জাস্তা করিলেম ॥ ২ ॥

সে জানে না আমার মন যেমন তার তরে।
জানিয়ে বুঝনা কেন, বিচ্ছেদের হুতাশন,
দাহন করিবে মোরে ॥
তারে দেখে এই হলো, নয়ন সদা সজল, কহিব কারে।
যারে কব সেই জন, সুখ দুঃখের কারণ,
সে বিনে সুখী কে করে ॥ ১ ॥

ওষ্ঠাগত প্রাণনাথ না দেখে তোমারে।
স্বস্থানে যাবে কি বাহির হইবে বলনা আমারে ॥
অধীনে সদয়, হলে ক্ষতি হয়, বুঝেছ অন্তরে।
ইহাতে কেমনে, প্রবোধিয়ে মনে, থাকি
কি প্রকারে ॥ ১ ॥
অনুকূলে বিধি, যদি প্রাণনিধি, দিলে হে আমারে।
করিতে যতন, সংশয় জীবন, বলিব কাহারে ॥ ২ ॥

পিরীতি কখন পারে কি প্রাণ করিতে গোপন।
মুদিত কমল, দেখিলে কেবল, যখন উদয় অরুণ ॥
তিমির আলয় দীপ, দেখায় দেখ কি রূপ,
তিমির কখন, উজ্জ্বলে বারণ, করয়ে কে জান,
বলনা এখন ॥ ১ ॥

বেহাগ ।

তাল জলদ্ তেতালা ।

তারে বারণ কর সই আসিতে এখানে এমন সময় ।
যদি কোন জন, কহে কুবচন, জ্বলিবে জ্বলিব তায় ॥
উভয়ের ভয় যায়, সে সময় আসিতে হয়,
আমার এমত, হউক সম্মত, ভয়েরো কি থাকে ভয় ॥ ১ ॥

কহিও সই এই বিবরণ মোর প্রাণনাথে ।
নয়নের বশ আমি করি কি ইহাতে ॥
নয়নের বশ তুমি নহ কদাচিতে ।
বশ হলে তবে কেন হইবে কান্দিতে ॥ ১ ॥
ওষ্ঠাগত প্রাণ হয় তোমারে দেখিতে ।
গেলে কি হইবে ভাল হয় কি মতেতে ॥ ২ ॥

ভ্রমরা রে কেন মিছে লাজ করিলে কি হবে ।
কখন না হয় মনে স্বভাব ত্যজিবে ॥
অনেকের প্রাণ তুমি দুঃখ কি বুঝিবে ।
হইলে আমার মত জানিতে হে তবে ॥ ১ ॥

আমার মনের দুখ আমি কারে কহিব ।
ইহার উপায় কি বিষ খাইব ॥
কি মকরপুরে গিয়ে শীতল হইব ॥ ১ ॥

নয়ন প্রবোধ মানে কি প্রাণ না দেখে তোমারে ।
একেত নয়ন,তাহাতে শ্রবণ, অমিয় বচন,চাহে শুনিবারে ॥

বেহাগ ।

তাল জলদ্ তেতালা ।

রসনা রসের আশ, পবশ চাহে পরশ,
নাসিকা সুবাস, সদা অভিলাষ,
বলিলেম বিশেষ বুঝনা বিচারে ॥ ১ ॥

অনর্থ চিন্তার্ণবে ডুবিলে ।
পরেরে আপন ভাবি, পরাণ সঁপিলে ॥
নিত্য নিত্য করি মনে, মিলিব তাহার সনে,
নিকটেরে দূর বোধ, কাহারে করিলে ॥ ১ ॥

চঞ্চল চিত্ত কেন লো তোমার চিত্রাণি ।
মৃগ অন্বেষণ, করিবারে মন, বুঝি লো মৃগনয়নি ॥
ইহা বিনে প্রাণ সখি, আর কিছু নাহি দেখি,
না দেখে সে রূপ, থাকলো যে রূপ,দেখে ভয় হয় ধনী ॥১

খঞ্জন নেত্র হেবি লো তোমার বদন কমলে ।
আমি সুখী অতি,হলেম ভূপতি, বলিবে লোকে শুনিলে ॥
রাজার মত সম্মান, করিতে হবে এখন,
হয় বিধিমত, করিতে এমত, কর যা হয় বুঝিলে ॥ ১ ॥

নিত্য নিত্য করি মনে, বলি খেদের কারণে,
তারে আর সাধিব না ।
প্রভাত হইলে পুনঃ, কেমন করয়ে প্রাণ,
আর সে ভাব থাকে না ॥

বেহাগ।

তাল জলদ্ তেতালা।

হইয়ে আপন মন, হইল তার অধীন, কি করি বল না।
ইহাতে উপায় আর, থাকিলে দেখ আমার,
না হতো এত যাতনা ॥ ১ ॥

পিরীতি করি প্রাণ এই লাভ হলো আমার।
দেখাইয়ে সুখ মুখ দিলে দুখ ভার ॥
অবলা সরলা আগে না করি বিচার।
মজিল দেখ বিনয় ছলেতে তোমার ॥ ১ ॥

এই কি মনে প্রাণ করিয়ে ছিলে জ্বলাবে বিরহানলে।
সাধের পিরীত,তোমার সহিত,করিয়ে ভাসি নয়নসলিলে ॥
নয়ন নিকটে রাখি, সাধ দিবা নিশি দেখি,
নয়ন অন্তর,থাকি নিরন্তর, তোমার মতে বিচার করিলে ॥১

আইলে হে অধীনী জন সদনে।
তোমার বিরহে প্রাণ, আছে কি না আছে প্রাণ,
এই বুঝি দেখিবারে হয়েছে মনে ॥
মনের মানস বিধি, পূরাইবে পাব নিধি, হলো এত দিনে।
ভাগ্যগুণে যদি পুনঃ, হইল সুখ মিলন,
বিচ্ছেদ না হয় যেন সাধ এক্ষণে ॥ ১ ॥

বিরহ যাতনা শুনরে সজনী সহেনা। আর।
মন অতি চঞ্চল, নয়ন সজল, তথাপি অনল নিবে না ॥

বেহাগ ।

তাল জলদ্ তেতালা ।

হইবে কবে মিলন, হেরিব বিধুবদন, ঘুচিবে যন্ত্রণা ।
উদয় হইবে সুখ,রবেনা অসুখ,একি হবে পুরিবে বাসনা ॥১

আমি কি তোমার কেনা কেনা ।
এই জনরব, ঘরে ঘরে সব, করিছে কে না ॥
এরবে নীরব আমি, মনে বুঝে দেখ তুমি,
তুমি যদি জান কেনা, আমার নাহি ভাবনা,
বলিছে কিনা ॥ ১ ॥

চন্দ্রাননে কি শোভা কমল নয়ন ।
ভুরু ভৃঙ্গ ভঙ্গি করি করে মধুপান ॥
কেশ শেষ কি তাহার, কিবা নীরদ আকার,
মনশিখী তাহা দেখি, হরিষে অজ্ঞান ॥ ১ ॥
শ্রবণে শোভে কুণ্ডল, চমকে অতি চঞ্চল,
কিরণ ঝলকে তার দামিনী সমান ॥ ২ ॥

আমারে কি তার আছয়ে মনে ।
মনেতে করিত যদি, তবে কি মরি হে কাঁদি,
নিরখিয়ে থাকি পথ পানে ॥
তাহারে না দেখে প্রাণ যেমন করে,
এ কথা কে বুঝিবে কহিব কারে,
কিবা রাত্র দিন, তার প্রতি মন,
আমি যে কাতর সে কি জানে ॥ ১ ॥

বেহাগ ।

তাল হরি ।

অহঙ্কার কারোপর করিব কে সহে ।
যে করিল সোহাগিনী, সেই বিনে আর কেহ নহে ॥
আপন নহে যে জন, তারে কিবা প্রয়োজন,
সেই জন প্রিয়জন, সুখে সুখী দুখে দহে ॥ ১ ॥

ভাবনা রহিল যদি সেখানে ভাবনা রহিত না হই
কেনে আর লোকে বলে ঐ ভাবনা ।
তবে বুঝি এ ভাবনা, ভাবনা কেবল ভাবনা, সই ভাবনা ॥
ভবে ভাবনা অভাব, ভাব দেখি সে কি ভাব,
ভাবি ভাবের ভাবনা, তবু না যায় ভাবনা, একি ভাবনা ॥১

তোমারে কে জানে যে জানে প্রাণ সেই সে সুখী ।
তোমারে জানিতে, সাধ যাব চিতে,
কদাচিতে নহে সে দুখী ॥
তোমারে যে নাহি জানে, তারে কেহ নাহি জানে,
জেনেছে যে জন, ভুলিতে কখন,
সে কি পারে নাহিক দেখি ॥ ১ ॥

কোথারে চলিলে হে প্রাণ মন মানভরে ।
দুখের উপরে সুখ, দুখ দিয়ে মোরে ॥
যদি অনেক দিনান্তে, পাইলেম প্রাণকান্তে,
প্রাণ গেলে নাহি কয়, বলনা কে কারে ॥ ১ ॥
আপন ভাবিয়ে নাথ, অভিমানে কহি কত,
ইথে এত বিপরীত, ভাবিলে অন্তরে ॥ ২ ॥

বেহাগ ।

তাল হরি ।

কি সন্দেহ কর প্রাণ নিঃসন্দেহ রহ ।
আর কাহারোপর আমার নাহি মোহ ॥
মোহরে করিয়ে দুর, নির্ম্মোহী নাম মোর ।
দয়ার অধিক দয়া তোমারে বুঝে লহ ॥ ১ ॥

গঞ্জনে নিরঞ্জন হয়েছে নয়নে ।
সেই নির হার হতো, যদি হিংসা না করিত, কোন জনে ॥
করিতে প্রেম ভঞ্জন, আছে কত শত জন ।
ত্যজিতে অসত জন, বলে বিনে প্রয়োজন, প্রিয়জনে ॥ ১

কথন যামিনী কামিনী মুখ চাহি কি রহে ।
আমার যে মন, তোমার কারণ, পথ চাহি পরাণ দহে ॥
যামিনী থাকিতে কেন, আসিতে সে দিবে প্রাণ,
তুমি জান ভাল,আমারে সকল, দুখ সহে তারে না সহে ॥১

এমন সুখ রসেতে হে প্রাণনাথ বিরস করোনা ।
অদর্শনে যে দর্শন নয়ন মানে না ॥
কবিতে বনিতে লতা, বিনাশ্রয়ে শোভে কোথা,
নিরাশ্রয়ে যত সুখ তুমি কি জান না ॥ ১ ॥

কি করিব রে মন মোর সবশ নহে ।
যাবত তাহারে হেরিলাম হারাইল লাজ ভয়,
বিরহে শেষে দহে ॥ ১ ॥

বেহাগ ।

তাল হরি ।

জানি তোরে যা যারে যাহারে প্রাণ সঁপিলে ।
সকল রজনী কামিনী বাসে রঙ্গরসে ভোর করিলে ॥ ১ ॥

একবার দেখিবার সাধ কি আর নাহি রে ।
বিরহে সঁপিয়ে গেলে, পুনঃ না আইলে,
বিরহে কি বাঁচে কি মরে ॥ ১ ॥

তাল কাওয়ালি ।

কেমন করি মোরে ভুলি রহিলে একেবারে ।
তুমি কি তা নাহি জান,যেমন আমার মনঃ,তোমার তরে ॥
দিবে নিশি ভাসি আমি নয়ন নীরে ।
তুমি নাহি মনে কর,আমি হে অতি কাতর, বিরহ শরে ॥১॥

বিহঙ্গ বেহাগ ।

তাল জলদ্ তেতালা ।

আর কি প্রাণনাথ যাইতে পারে লো সখি ।
বান্ধিয়াছি প্রেমডোরে, রক্ষক তায় আঁখি ॥
হৃদিসরোজ ভিতরে, লুকায়ে রেখেছি তারে,
বাহির কি করি আর, বুঝে দেখ দেখি ॥ ১ ॥

তুমি মোরে ভুলিলে ভ্রমরারে কি রসে মজিয়ে ।
বিরহ আগুন, দিয়ে এই ধন, রয়েছ প্রাণ প্রবোধিয়ে ॥
নানা ফুলবনে ভ্রম, সকলের সনে প্রেম,

বিহঙ্গ বেহাগ ।

তাল জলদ্ তেতালা ।

নলিনী নীরেতে, তাহারে দেখিতে,
কদাচ মনে নাহি হয়ে ॥ ১ ॥

বেহাগ সরফরদা ।

তাল জলদ্ তেতালা ।

অনেকের প্রিয় সে আমারে প্রিয় বলিবে কেন ।
এমন বাসনা, কেবল যন্ত্রণা, সদা জ্বালাতন ॥
নয়ন নীরেতে ভাসি, ভাবি তারে দিবে নিশি ।
আমার এ কায, সেত অলিরাজ, তার কি এখন ॥ ১ ॥

বাহার ।

তাল জলদ্ তেতালা ।

কুসুম সময় বিষম বিরহী জনে ।
মধুপানে মত্ত অলিকুল ফুলবনে ॥
বহে মন্দ সমীরণ, কোকিলের গানে ।
অঙ্গ জর জর হয় জীবন মরণে ॥ ১ ॥
অনুপায় দেখি অতি খেদান্বিত মনে ।
রতিকান্ত শান্ত নহে প্রাণকান্ত বিনে ॥ ২ ॥

বিরস ত্যজিয়ে ওলো হরিষ হাসনা ।
গলিত কেশ নীরদ, তাহার আড়েতে চাঁদ,
লুকায়ে কেন বলনা ॥

বাহার ।

তাল জলদ্ তেতালা ।

ত্যজোনা বিষম বেশ, করহ স্বভাব বেশ ।
ঈষদ হাসিযে প্রিয়ে, অভিমান বিনাশিয়ে,
প্রাণ সরসে মজনা ।। ১ ।।

সোঘরাই বাহার ।

তাল জলদ্ তেতালা ।

মানভরে ভর করিছ কেমনে ।
অমিয় সমান এমন বচন না যায় সহনে ।।
মানেতে মনেরে দহে, তাহাও তোমারে সহে,
মিনতি আমার, বোধ হয় শর, বল কি কারণে ।। ১ ।।

সুধামুখী মুখ বিরস করো না ।
বিরস বিষেতে, না পারি জ্বলিতে, তুমি তা বুঝনা ।।
অমিয আসক্ত জন, গরল খাইবে কেন,
সুধা কর দান, বাঁচাও জীবন, অধীনে বধো না ।। ১ ।।

ওই দেখনালো সই আসিছে হাসিতে২ মোর মনোরঞ্জন ।
দেখ যাহার কারণ, ওষ্ঠাগত মোর প্রাণ,
তার দরশনে কি করিবে গঞ্জন ।।
প্রতিপাদ অর্পণে, লোমাঞ্চ হরিষ মনে,দুখ হলো ভঞ্জন ।
আলিঙ্গন করিবারে, কুচ ভুজ নৃত্য করে,
নয়ন রাখিতে চাহে করি অঞ্জন ।। ১ ।।

সোহরাই বাহার।

তাল জলদ্ তেতালা।

তোমার গুণের কথা কি কব কহিতে প্রফুল্ল বদন।
উদয় যাহা মনেতে, শুনি তোমার মুখেতে,
আর ইহা হতে আশ্চর্য্য কেমন॥
অতএব প্রিয়জন, তোমা বিনা আর কোন,
আছে মোর প্রিয়জন॥
জনরবে কিবা ভয়, তুমি থাকহ সদয়,
হয়োনা নিদয় এই নিবেদন॥ ১॥

তোমারে আমার এত সাধিতে হইল। প্রাণ॥
সাধিলে করিব মান মোর মনে ছিল॥
বাসনার বিপরীত আমারে ঘটিল।
তবু কি তোমার সাধ ইথে না পুরিল॥ ১॥

হাস হাস হাস অলো ও বিধুবদনি।
পরাণ কাতর হয়, হেরিলে মানিনী॥
কি দুঃখে দুঃখিত হয়ে হেরিয়ে ধরণী।
ইহার কারণ আমি কিছুই না জানি॥ ১॥

আমার নয়ন মানেনা চল বুঝালে কি হবে সই।
তুমি বল সে আসিবে, আমি বলি কই॥
বিলম্বের নাহি গুণ, করিতে হয় গমন,
গিয়ে দেখি তুমি বলো, তব প্রাণ ওই॥ ১॥

সোহরাই বাহার ।

তাল একতালা ।

গ্রীষ্ম ঋতু কান্ত মোর পরদেশে ।
ত্রিতাপে তাপিত তনু, অশেষ বিশেষে ॥
একে বিরহানল, দ্বিতীয় রবি প্রবল,
তৃতীয় আপনি ঋতু, অনল বরিষে ॥ ১ ॥

আজু কি সুদিন সুদীন জনে ।
যেমন নিদয়, জানিতাম যায়, সদয় সেই ভবনে ॥
কত কি হইল লাভ, কি করিব অনুভব,
আশা আগে প্রাণ,শূন্য দেহে প্রাণ,আইল তারে দেখনে ॥১

ভীম পলাসি বাহার ।

তাল জলদ্ তেতালা ।

বসন্ত সমুদ্র সম তার মুদ্র বুঝ অনুমানে ।
ফুলতরি অলিগণ, নাবিক তাহে বাখান,
কর্ণধার রতিপতি তরঙ্গ পবনে ॥
হিমাংশু পতাকা তায়, কোকিলেতে সারিগায়,
অতি সুমধুরস্বর শুনিতে শ্রবণে ।
সংযোগী সে তরি পর, অনায়াসে হয় পার,
অপার পাথার বোধ বিরহী জনে ॥ ১ ॥

তাল হরি ।

বিরহী বধিতে আইল প্রবল বসন্ত ।
প্রাণ দহে, স্থির নহে, বিনে প্রাণকান্ত ॥
ফুল বিকসিত, কোকিল কুজিত, মলয়া দুরন্ত ।

ভীমপলাসি বাহার।

তাল হরি।

তাহাতে মদন আর, নিদয় নিতান্ত ।। ১ ।।
দহে অনিবার, জীবন আমার, নাহি হয় শান্ত।
উপায় ইহাতে দেখি, কান্ত কি কৃতান্ত ।। ২ ।।

তাল জলদ্ তেতালা।

আইল বসন্ত সকলে উন্মত্ত দুঃখি বিরহিণী।
বন আর উপবন, দেখ কুসুম কানন,
ফলে ফুলে প্রফুল্লিত বিনে কমলিনী ।।
মদনের পঞ্চশর, কোকিল পঞ্চম স্বর,
শরে শরে শরজাল বুঝ অনুমানে।
সংযোগী কাতর নহে, পতিত রমণী দহে,
কান্ত কান্ত এই স্বর তার মুখে শুনি ।। ১ ।।

খাম্বাজ বাহার।

তাল জলদ্ তেতালা।

বুঝায়ে দেখেছি মন প্রবোধ না মানে।
তবগুণ গান, করি ওহে প্রাণ, ভুলায়ে রেখেছি প্রাণে ।।
বিরহ জ্বালায় মন পিরীতি সংশয় প্রাণ।
ইহাতে সদয়, হয়ে প্রাণ প্রিয়, কর যে হয় বিধান ।। ১ ।।

আড়ানা বাহার।

তাল্ জলদ্ তেতালা।

বিরহ যাতনা সখীরে অতি বিষম হইল আইল বসন্ত।
কুসুম সৌরভ, কোকিলের রব, সহে না ও রব নিতান্ত॥
দিবাকর সুধাকর, সম মম মনে,
জ্বলায় জীবন মন্দ, মলয়া পবনে।
উপায় ইহাতে, না পাই দেখিতে,
উপায় সেই প্রাণকান্ত॥ ১॥

আইল বসন্ত সখীরে সঙ্গে লইয়ে আপন সকল সামন্ত।
একে একশত, সৈন্যগণ যত, কহিব হে কত দুরন্ত॥
দ্বিজরাজ অলিরাজ, সিতা শীত রূপে,
শশধর বিষধর বুঝহ স্বরূপে।
ভ্রমর গুঞ্জর, হলাহল শর, কুটিল কোকিল কৃতান্ত॥ ১॥

তাল হরি।

কৃতান্তাধিক দুরন্ত বসন্ত।
জীবন বিয়োগ পরে, শমন প্রহারে,
বসন্ত জীয়ন্ত জ্বলায় এমন অশান্ত॥
উপায় নাহিক আর পলাবার পথ।
অনঙ্গ যাহার দূত আঁখি অগোচর,
কি রূপে তাহারে নিবারি বিনে প্রাণকান্ত। ১॥

বিচ্ছেদ অসির ছেদ প্রবল বসন্তে।
অন্য অসির ছেদনে, হয় খণ্ড খণ্ড,
এ অসির ছেদে অখণ্ড মরণ জীয়ন্তে।
মদনের শর আর, কোকিল স্বরেতে,

মূলতান বাহার।

তাল হরি।

শরে শরে তনু মোর অতি জর জর ॥
ভ্রমর গুঞ্জর তাহাতে, ভেদ কি শেলেতে ॥ ১ ॥

ঋতুবর আইল কোকিল পঞ্চম স্বরে মঙ্গল গাইল।
মদন হইয়ে মত্ত, নাচিতে লাগিল,
বিরহী কম্পিত অতি প্রমাদ গণিল ॥
মন্দমলয়া মারুত বহিতে লাগিল।
বিকস কুসুম বন, সুখি অলিকুল,
সুখের সাগরে ভাসে সংযোগী সকল ॥ ১ ॥

মুলতানী বাহার।

তাল হরি।

উপায় কি আছে আর এরূপ খেদেতে।
জগত জীবন, এমন পবন, করয়ে দাহন, বসন্ত কালেতে ॥
অতিশীত শশধর,দহে তাতে কলেবর, খেদিতনহি ইহাতে।
কলঙ্কী যে জন,নিজেজ্বালাতন,ভাল কথন,পারযে করিতে।১
চন্দন শীতল জ্ঞান,করিয়ে করি লেপন,দ্বিগুণ দহে তাহাতে
সহবিষধর,বাস নিরন্তর,দোষতো তাহার, না পারি কহিতে।২
মদনের গুণাগুণ,কহিবারে নাহি গুণ,বিদিত আছে জগতে।
হরের নয়ন,অনলে দাহন,হয়ে এবে জান, অনঙ্গ রূপেতে।৩

দেখনা লো সই এমন সুদিন।
ডাকিছে কোকিল,মত্তঅলিকুল,বিকসিত ফুল,মলয়া পবন ॥

মূলতানী বাহার।

তাল হরি।

মিলন শশী উদিত,বিচ্ছেদ তপন গত,সুখি হৃদি পদ্মাসন।
সহ প্রাণকান্ত,যামিনীর কান্ত,হৈল উপনীত,বসন্ত রাজন।১।

তাল জলদ্ তেতালা।

সদয় নিদয় নাথ মধুর বসন্তে।
কোকিল আলাপে বীণা বাজায় মারুতে॥
রতিপতি নৃত্যকারী, ফুলগণ তালধারী,
শশধর শোভাকারী বেষ্টিত তারাতে॥ ১॥

এমন সময় নাথ রহিলে কোথারে।
ভ্রমরা ঝঙ্কার শুনি পরাণ বিদরে॥
আইল ঋতুরাজন, লয়ে নিজ সৈন্যগণ,
কে রাখে তার সম্মান, বিরহে কে পারে॥ ১॥

ইমন।

তাল জলদ্ তেতালা।

কতবা মিনতি করিয়ে আমারে ভুলালে।
এবে অপরূপ দেখ দেখা না দেয় সাধিলে॥
এমন হইবে আগে কেমনে জানিব,
জানিলে আপন মন কেন বা সঁপিব।
না জেনে এই সে হলো, ভাসিহে দুঃখ সলিলে॥ ১॥

ইমন।

তাল জলদ্ তেতালা।

জগতে জানিল আমারে তোমার কারণে।
ত্যজিয়ে কুল ব্যাকুল, ভাসি অকুল জীবনে ॥
তুমি কুল নাহি দিলে, কুল কোথা পাব,
অকুল পাথার হতে কেমনে তরিব।
উচিত সদয় হতে, অবলা সরলা জনে ॥ ১ ॥

বলদেখি কি তার ক্ষতি ইথে হবে অধীনে সদয় হলে।
এক দিবা সহস্র, সহস্র এক রাত্তি, বিরহ গণনা ছলে ॥
স সর্পেচ গৃহে বাস, বিরহ দেহে তাদৃশ,
বিনে মিলন অমিয়, জীবনের সংশয়,
যায় সখী কি করিলে ॥ ১ ॥

আমি কি জানি প্রাণ অন্তর অন্তরে।
কি আর নাহিক জানি, তোমার অন্তরে ॥
দিবা নিশি আছ তুমি, আমার অন্তরে।
অন্তর অন্তর হলে, জানিতে অন্তরে ॥ ১ ॥

না দেখে হয় প্রাণ কত কি মন্নেতে।
অনেক জনের আশা, আছয়ে তোমাতে ॥
তিলেক তোমার রোষে মরি হে ভয়েতে।
কি জানি নিদয় হও, না পাই দেখিতে ॥ ১ ॥

ছাড় মোর হাত নাথ লোকে দেখে পাছে। (প্রাণ)
আমার কি আছে লাজ, তোমার কাছে ॥

ইমন।

তাল জলদ্ তেতালা।

সময়ে ধরিলে পায়, তাহা প্রাণ শোভা পায়,
অসময়ে হাতে ধরা, কি সুখ আছে ॥ ১ ॥

ইমন পুরিয়া।

তাল জলদ্ তেতালা।

বুঝাও যাও কহিও আমি তোমার জানি।
এই সে কারণ, সঁপিলেম প্রাণ, তুমি আমার জানি ॥
কায় প্রাণেতে অন্তর, সুখ দুঃখ কি কাহার,
আমার শরীর, কেমন প্রকার, সদা কাতর জানি ॥ ১ ॥

সদয়ে রহিও শুন প্রাণ প্রিয় নিদয় না হয়ো নাথ।
প্রথমে যে রীতে,মজালে পিরীতে, সেই রীতে রেখ চিত॥
ধন প্রাণ আর মনঃ, আমার নহে এখন,
সঁপেছি তোমারে, তোমার বিচারে, কর যা হয় উচিত ॥১

তাল কাওয়ালি।

মন তোর মোর একই স্বভাব কি লাভ আর।
দুই মন এক মনঃ হওয়া অতি ভার ॥
উভয়ের প্রেমগুণে জানিবে এ সার।
রীতে রীতে চিতে চিতে সুখ হে অপার ॥ ১ ॥

অন্তর মোর কেমন করে না দেখে তারে।
বাক্যহীন মন হয়, কহিতে না পারে ॥

ইমন পুরিয়া।

তাল কাওয়ালী।

যে রূপ যাতনা তাহা কহি কি প্রকারে।
নয়ন কাতর অতি, ভাসে সদা নীরে ॥ ১ ॥

ইমন কল্যাণ।

তাল ঢিমে তেতালা।

কি কারণে এত অভিমানী প্রাণ কিছু না জানি।
বিরস কমলানন, কাতর ভ্রমর মনঃ,
হাসলো প্রাণ মৃগনয়নী ॥
অনুগত জনে মান,করি কেন বধ প্রাণ,বচন শুন লো ধনি।

তাল জলদ্ তেতালা।

আর আমারে এত সাধিতেছ কেন। (প্রাণ)
ত্যজিয়ে আমারে, সঁপিলে যাহারে,
আপন পরাণ সেথা করহ গমন ॥
আমি হে তোমার মত, নহিলেম কদাচিত,
করিয়ে অনেক সাধন।
এবে কি মনে বুঝিয়ে, নিদয়ে সদয় হয়ে,
আইলে এখন বুঝি দেখিতে রোদন ॥ ১ ॥

তুমি কি জানিবে আমার মন মন
আপনারে আপনি জানেনা।
জানহ যেমন,করহ যতন,ইহাতে হে প্রাণ, আন করো না ॥
যাহার যেমন ভাব, তাহার তেমন লাভ,
পিরীতের পথ, সুগম যেমত,বুঝেছ তুমিত,কার বলো না। ১

ইমন কল্যাণ।

তাল জলদ্ তেতালা।

জনরব কি রবে কি রবে নীরব হবে।
সদা অই রব, করে লোক সব, কি করিব কে পারিবে ॥
দেখিয়ে মত্ত মনেরে, লাজ ভয় ভয় করে,
বারণে বারণ, নাহি নিবারণ, বিনে জ্ঞান কে শুনিবে ॥ ১ ॥

জানি হে নাথ তোমার যে মত পিরীতে
হে কত মত ব্যবহার।
ভুলায়ে নয়ন হরে লয়ে মন,হলে হে এমন,দেখা পাওয়া ভার।
না দেখিলে তব মুখ, জীবন সংশয় দেখ,
দিয়ে দরশন, দিলে প্রাণদান,
ইহাতে হে প্রাণ ক্ষতি কি তোমার ॥ ১ ॥

মনে নাহি ছিল প্রাণনাথ পাইব তোমারে।
সদয় হইবে শশী, কাতর চকোরে ॥
পুনঃ অনুকূল নাথ, হইবে অধীনে,
হেরিব ও বিধুমুখ তৃষিত নয়নে।
পূরিবে মনের আশা দুঃখ যাবে দূরে ॥ ১ ॥
যখন মদন মোরে, করিত দাহন,
কোথা গেলে প্রাণনাথ বাঁচাও জীবন।
এই চিন্তা বিনে আর, না হতো অন্তরে ॥ ২ ॥

ইমন ভুপালি।

তাল হরি।

প্রাণ যেমন করে কহিব কারে কে কবে তারে।
দিবে নিশি ভাসি আমি নয়ননীরে ॥

ইমন ভুপালি।

তাল হরি।

পিরীতি অমিয় যদি জেনেছি অন্তরে।
বিষ কি করিল দোষ বলনা মোরে ॥ ১ ॥
কেমনে সরলা অতি বলে অবলারে।
পাষাণ বরণ ভাল মম বিচারে ॥ ২ ॥

বুঝিলাম এত দিনে প্রাণ বুঝেছ আমার মন।
কি পরমাধিক সুখ হইল এখন ॥
জানাইতে মোর মনঃ, করেছিলাম প্রাণ পণ।
তুমিতা বুঝিলে এবে পুরিল সাধন ॥ ১ ॥

ঝিঁঝিটি।

তাল হরি।

না দেখিলে বলনা সই বাঁচিব কেমনে।
দিবা নিশি সেইরূপ সদা পড়ে মনে ॥
সতত কাতর প্রাণ বারি সহিত নয়ন।
পিরীতি অমিয়াধিক, সকলে বলয়ে দেখ,
বিষম হইল মোর করমের গুণে ॥ ২ ॥

নয়ন পাগল সই করিল আমারে।
যত দেখি তথাপিহ আশা নাহি পুরে।
যদি বিনয়েতে মনঃ, স্থির হয় কদাচন,

ঝিঁঝিটি।

তাল হরি।

নয়ন মন্ত্রণা দিয়ে ভুলায় তাহারে ॥ ১ ॥
পলকে প্রলয় হয়, প্রাণ মোর সংশয়,
বল ইহার উপায় বাঁচি কি প্রকারে ॥ ২ ॥

তাল জলদ্ তেতালা।

পিরীতে সখী এই সে হইল।
লাজ ভয় কুলশীল সকলি মজিল ॥
না করিলে গুণাগুণ, বোধ নহে কদাচন,
করিয়ে মরি এখন দেখ তার ফল ॥ ১ ॥
পিরীতি রতন যদি, যতনে মিলাল বিধি,
পাইয়ে এমন নিধি দুখ নাহি গেল ॥ ২ ॥

কেনে লো প্রিয়ে কি লাগি মানিনী।
ইহার কারণ আমি কিছুই না জানি ॥
হরি হরি মরি মরি, মানভরে ভর করি,
নয়ন সহিত বারি, হেরিয়ে ধরণী ॥ ১ ॥
আলুয়ে পড়েছে কেশ, বিষাদিনী হীন বেশ।
তোমার বিরস শেষ, দংশে মোরে ধনি ॥ ২ ॥
মলিন বদনশশী, তাহে নাহি হেরি হাসি,
চকোর-কাতর আসি, ও বিধুবদনী ॥ ৩ ॥

পিরীতের গুণাগুণ যদি জান সই কার বলোনা।
ত্যজিতে না পারি যাহা তাহার কি সোচনা ॥

ঝিঁঝিট ।

তাল জলদ্ তেতালা ।

ক্ষণেক সুধাসাগর, ক্ষণে হলাহল শর ।
যত দুঃখ তত সুখ, মনে কেন বুঝনা ॥ ১ ॥
দেখ পিরীতি রতন, পাইয়াছে যেই জন ।
ত্যজিতে সংশয় প্রাণ, ফণী মণি দেখনা ॥ ২ ॥
চক্রবাক চক্রবাকী, দিবসে দোঁহেতে সুখী ।
নিশিতে বিচ্ছেদ দুঃখে, তথাপিও ত্যজেনা ॥ ৩ ॥

পিরীতি না জানে সখী সে জন সুখী বল কেমনে ।
যেমন তিমিরালয় দেখ দীপ বিহনে ॥
প্রেমরস সুধাপান, নাহি করিল যে জন,
বৃথায় তার জীবন পশু সম গণনে ॥ ১ ॥

অনেক সাধের সুখে প্রাণ দুঃখ পাছে হয় ।
কুজনের কথা শুন সদা ওই ভয় ॥
আমার যে নহে মত, যদি তাহে হও রত,
তবে বুঝে দেখ দেখি কিসের প্রণয় ॥ ১ ॥

কত ভালবাসি তারে সই কেমনে বুঝাব ।
দরশনে পুলকিত, মম অঙ্গ সব ॥
যতক্ষণ নাহি দেখি, রোদন করয়ে আঁখি,
দেখিলে কি নিধি পাই, কোথায় রাখিব ॥ ১ ॥

নিতান্ত অধীনীজনে প্রাণ লোকে জানে মনে রাখিও ।
প্রবোধের ঘরে মোর মনেরে দেখিও ।

ঝিঁঝিট।

তাল জলদ্ তেতালা।

আশার দয়ার হাতে হাতে সঁপিও ॥ ১ ॥
আমারে নয়ননীরে নাহি ভাসাইও।
তব দুঃখে দুঃখী সুখে সুখী জানিও ॥ ২ ॥

রাহুর আহার শশী যে বিধি করয় ॥
পিরীতে বিচ্ছেদ বুঝি, তাহাঁ হতে হয় ॥
এই খেদ হয়, প্রেমসুখে তায়, বিচ্ছেদ মিলায়,
চমকেতে প্রাণ যায়, সদা অই ভয় ॥ ১ ॥

নয়ন অন্তরে তোরে প্রাণ বলনারে করিব কেমনে।
যদি নিরন্তর তুমি আছ মোর মনে,
বাহিরে না হেরি বারি বহে নয়নে ॥
তোমারে পেয়েছি আমি অনেক যতনে,
তিলেক বিচ্ছেদ কি আর সহে এখনে ॥ ১ ॥

পিরীতের রীত একি প্রাণ অন্তরে থাকিয়ে
কেন জ্বলাও অন্তর।
এরূপ করিলে হয় পরাণ কাতর,
তুমি কভু দুঃখী নহ জান কি মন্তর ॥ ১ ॥

কমলে কমল আঁখি প্রাণ হেরিয়ে সুখী মম হৃদয়কমল।
অতি সুমধুর বাণী শুনি শ্রুতি সুখী,
সহাস্য ও পদ্মমুখ পদ্ম আঁখি দেখি ॥ ১ ॥

ঝিঁঝিট।

তাল জলদ্ তেতালা।

উদয় ভূতলে একি অপরূপ শশী।
শশধর শোভা করে নিশিতে প্রকাশি।
ইহার কীরণ দেখ সম দিবা নিশি ॥ ১ ॥

ভালতো ভুলালে প্রাণ বিনয় ছলেতে।
তোমার প্রেমের ডুবি হাসিতে হাসিতে॥
অতি সাধ করে আমি, দিলেম গলেতে।
উচিত তোমার হয় চাতুরী ত্যজিতে॥
অবলা সরলা অতি বুঝ হে মনেতে॥ ১ ॥

শুনং শুনরে প্রাণ অধীনী জনেরে নিদয় হইওনা॥
বিরহ যন্ত্রণা বুঝি তুমি জাননা,
জানিলে জ্বলাতনে জ্বলাইতে. না॥
কবিতা বনিতা লতা বুঝে দেখনা,
নিরাশ্রয়ে কদাচিত শোভা থাকে না॥ ১ ॥

নয়নে নয়নে রাখি প্রাণ অনিমিখ
হয় আঁখি বাসনা মনেতে।
পলক পড়িলে আমি হই অতি দুঃখি,
কি জানি অন্তর হও অই ভয় দেখি॥ ১ ॥

হলো হলো হলোরে প্রাণ পুরিল মনের সাধ আমার।
কলঙ্কিণী হইলাম, প্রেমেতে তোমার,
এইতো হইল লাভ রোদন সার॥

ঝিঁঝিটি ।

তাল জলদ্ তেতালা ।

যে নহে আমার, আমি হইলে তাহার,
সে কেন বুঝিবে দুঃখ নহেত বিচার ॥ ১ ॥

তাল হরি ।

রতন অধিক তোরে প্রাণ করি রে যতন ।
বুঝা নাহি যায় ভাব তোমার কেমন ॥
কখন থাক সদয়, কখন অতি নিদয়,
অবলা সরলা জ্বালা দিওনা কখন ॥ ১ ॥

অবলা সরলা অতি প্রাণ শঠতা কি সহে ।
তপন কিরণ দেখ কমলে না দহে ॥
সুজনের এই রীত, তোষে তারে যে যেমত,
বিশেষ অধীনে কেহ বিরূপ না কহে ॥ ১ ॥

এই মনে প্রাণ তোমার ছিল হে নাথ ।
সদাই চাতুরী করি ভুলাইবে চিত ॥
মনেবে ভুলাইয়ে লইবে প্রাণ,
যতনে রাখিতে তারে হয়তো বিধান ।
তা না করে বধিবারে হলো হে মত ॥ ১ ॥

কেমনে তোমার আশা পুরাইব মন ।
একে তুমি তাহে আর কান্দিছে নয়ন ॥

ঝিঁঝিটি।

তাল হরি।

অতএব এই কর নিজ আশা পরিহর।
নয়নেরে শান্ত কর এই সে বিধান ॥ ১ ॥

তাল জলদ্ তেতালা।

বিরহ অনল শীতল হলো এত দিনে।
অনেক দিবস পর, হেরিয়ে মুখ তোমার,
রয়েছে আনন্দ নীর আমার নয়নে ॥
মনেতে না ছিল নাথ তোমারে পাইব,
দুঃখ সিন্ধু হতে পুনঃ কূলেতে আসিব।
বিনে অনুকূল বিধি, কোথায় মিলায় নিধি,
সুদিনের সুদিন হইবে কে জানে ॥ ১ ॥

আমি কি কখন তোমারে ওরে না দেখে রহিতে পারি।
বিনে দরশনে প্রাণ, শূন্য দেহ হয় প্রাণ,
সচেতন হই পুনঃ তব মুখ হেরি ॥
প্রথম মিলনাবধি বুঝিয়াছি মনে,
কদাচিত নহি সুখী তোমার বিহনে,
এবে এই নিবেদন, বিচ্ছেদ না হয় যেন,
নয়ন নিকটে থাক সদা সাধ করি ॥ ১ ॥

কেন এতো নিদয় হইলে অধিনী জনে।
দিবেনিশি হৃদিপরে, সোহাগে রাখিতে যারে,
এবে তারে ভুলিলে কেমনে।

ঝিঁঝিটি।

তাল হরি।

তোমার প্রতি মোর মনঃ, প্রথমাবধি এখন,
ভিন্ন ভাব নহে কখন,
তোমার কেমন ভাব, নাহি হয় অনুভব,
এবে লাভ সলিল নয়নে ॥ ১ ॥

প্রাণ তুমি জান না যেমন আমার মন।
রতি নিজ পতি প্রতি, যেমন তাহার মতি,
তব প্রতি আমিও তেমন ॥
চকোরি চাতকী যেন, হেরিবারে শশী ঘন,
চঞ্চলিত থাকে যেমন।
মণির কারণে ফণি যে রূপ কাতর জানি,
ততোধিক তোমার কারণ ॥ ১ ॥

হায় কি বিপরীত বিধির ঘটন।
কহিতে উপজে দুঃখ আইসে রোদন ॥
সুখেতে করিলে তুমি, নিশি জাগরণ।
আমার হইল দেখ অরুণ নয়ন ॥ ১ ॥
তুমি হে করিলে চুরী, পরের রতন।
মদন প্রহার মোরে বিচার এমন ॥ ২ ॥

তাল ঢিমে তেতালা।

যাও তারে কহিও সখী আমারে কি ভুলিলে। (হে)
বিরহে তব প্রাণ সংশয় ভাসি আমি নয়ন সলিলে ॥

ঝিঁঝিটি।

তাল ঢিমে তেতালা।

আসিবে আশয়ে পথ নিরখিয়ে আছি প্রাণ,
তোমার মনে প্রাণ, জানি কি আছি প্রাণ,
গেলে কি হবে আইলে ॥ ১ ॥

আর আলেনা প্রাণ মান করে যে গেলে।
মান করি প্রাণনাথ এইসে করিলে কেবল অবলা মজালে॥
আমার নাহিক দোষ, না বুঝি করিলে রোষ।
তবে দোষ থাকে যদি, যায়ত বুঝালে না করি
মানেতে রহিলে ॥ ১ ॥

পাহাড়ি ঝিঝিটি।

তাল জলদ্ তেতালা।

কেতকী এত কি প্রিয়সি তব হে মধুকর।
নলিনী নিরাশ্রয়ে দহে নিরন্তর ॥
নাম তব রসরাজ, রাজার উচিত কায, এই কি তোমায়।
অন্তেরে আপন জ্ঞান আপন অন্তর ॥ ১ ॥

মনের বাসনা সই সেই সে জানে।
আর কাহারে কহিব কেহ নাহি জানে ॥
আপন নয়ন হয়ে প্রবোধ না মানে।
বিরহ অনল অতি, বাড়ায় রোদনে ॥ ১ ॥
অনল শীতল হয় তার দরশনে।
সেই নয়নের নীরে সময়ের গুণে ॥ ২ ॥

পাহাড়ি ঝিঁঝিটি।

তাল জলদ্ তেতালা।

এতদিনে মন বশ হইল নয়ন।
তার সে রূপ হৃদয়ে করেছে ধ্যান॥
বাহ্যে অদর্শনে দুঃখী নহে কদাচন।
সদা মনযোগে তার করি দরশন॥ ১॥

মনেতে বুঝিয়ে দেখ, না দেখিলে তব মুখ,
রহা যাবে কেন। (প্রাণ)
দেখনা কান্দিতে হয় হলে অদর্শন।
দরশনে পুলকিত প্রফুল্ল বদন॥
সকল রতন হতে মনঃ অতি ধন।
সে ধন তোমার কাছে তুমিও তা জান॥ ১॥

নয়নের বাণ কে বলিলে প্রাণ দেখ নলিনী দল।
বলিতে পারিবে বটে স্বভাব অনল।
তেজেতে উৎপত্তি যার, দাহিকে শক্তি তাহার।
তপনেরে সখী বলে অধিক প্রবল॥ ১॥
আর অপরূপ গুণ, কেহ যান কি না যান।
কটাক্ষে বিরহানল করয়ে শীতল॥ ২॥

কলঙ্ক শশাঙ্ক হেরিলে কলঙ্ক হয় খেদ কি তাতে।
অকলঙ্ক শশী হেরি কলঙ্ক কুলেতে॥
চতুর্থি ভাদ্রমাসেতে নিষেধ শশী হেরিতে।
কখন বারণ নহে এ শশী দেখিতে॥ ১॥

পাহাড়ি ঝিঁঝিটি।

তাল জলদ্ তেতালা।

বারেং এবারে আর আমি তারে সাধিবনা। (সই)
কত বার মনে করি মনেতে থাকেনা॥
এত দিনে না বুঝিলেম তাহার মন্ত্রণা।
সে কি আমার হইবে করিলে সাধনা॥ ১॥

রীতে রীতে চিতে চিতে মিলিলে সে সুখ হয়।
সুরীতে কুরীতে মিত্র হয়েছে কোথায়॥
স্বভাবে অভাব ভাব, ভাব দেখি সে কি ভাব,
ছাগে বাঘে সতাসতে কিসের প্রণয়॥ ১॥

বুঝিলাম এখন মনে দুঃখিনী জনে নিধি
লাভ হবে কেনে। (সই)
সতত রাখিযে ছিলাম নয়নে নয়নে॥
তথাপি সে লুকাইল করমের গুণে॥
হৃদযে তাহার রূপ হেরি লো মননে।
সুস্থির কি হয় প্রাণ চাক্ষুষ বিহনে॥ ১॥

তোমারে নয়নে রাখি কারো না দেখি সাধ
আমার মনেতে। (প্রাণ)
অন্তরে থাকিলে হয় অন্তরে ভাবিতে।
নিকটে থাকিলে দুঃখে না হয় জ্বলিতে॥
আসিবে আশার পথ হেরিতে হেরিতে।
যে রূপ যাতনা তাহা না পারি বুঝাতে॥ ১॥

পাহাড়ি ঝিঝিটি।

তাল ঢিমে তেতালা।

কেমনে আলে অলিরাজ আলে ত্যজিয়ে কেতকিনী।
হইবে অনেক সুখ মনেতে বুঝিয়ে বুঝি প্রাণ,
সঁপিলে তাহারে ওরে রোদিত কমলিনী ॥ ১ ॥
সব ফুলে সমভাব তোমার বিচারে যদি প্রাণ।
বৃথায় নলিনী ভাবে আপনি সোহাগিনী ॥ ২ ॥

জানি তুমি প্রাণ নিধি। (হে)
বিরস দেখিলে মুখ কত মত সাধি ॥
সতত বাসনা মোর কখন হয়োনা অন্তর।
অন্তরে হলে অন্তর কেমনে প্রবোধি ॥ ১ ॥

তাল হরি।

ঐ যায় সই ডাকনা উহারে মোর প্রাণ যায়।
মানেতে কহেছি কর্ত্ত ফিরে নাহি চায় ॥
কেন বা করিলেম মান এখন যে যায় প্রাণ।
রতন যতন বিনে থাকে লো কোথায় ॥ ১ ॥

এলাইয়া ঝিঁঝিটি।

তাল জলদ্ তেতালা।

নয়ন নিকটে থাক অন্তর হইওনা।
অন্তর হয়ে অন্তর আমার জ্বলাইওনা ॥
আমার অন্তরে আছ তুমি জান না।
জানিলে অন্তরে ভয় কখন হইত না ॥ ১ ॥

এলাইয়া ঝিঁঝিট ।

তাল জলদ্ তেতালা ।

যায়২ যায় প্রাণ যায রে নিষেধ না মানে করি কি এখন।
আশা তাহার নিকটে ঘরে নাহি মন ॥
যাহারে আপন জানি সঁপিলাম প্রাণ ।
সে যদি না রাখে আর পারে কোন জন ॥ ১ ॥

গারা ঝিঁঝিট ।

তাল হরি ।

মননে নহে এত সুখ যত বাঞ্ছে দরশনে ।
যদি ইহা হতো, নহে কদাচিত, বহিত সলিল নয়নে ॥
চাক্ষুষে হরিষ আঁখি, বচনে শ্রবণ সুখী,
পরশে পরশ, লাভ কি তাদৃশ, কিদৃশ না যায় কহনে ॥ ১

তাল জলদ্ তেতালা ।

কে ও যায় চাহিতে চাহিতে ।
ধীর গমন অতি হাসিতে হাসিতে ॥
যতক্ষণ যায় দেখা না পারি সরিতে ।
আঁখি মোর অনিমিক হেরিতে হেরিতে ॥ ১ ॥

কে আপন অধিক তোমার ।
বুঝাইলে নাহি বুঝ খেদ হে আমার ॥
তোমার হইয়ে আমি হইব কাহার ।
সুধা ত্যজি বিষ খায় হয় কি বিচার ॥ ১ ॥

গারা ঝিঝিটি।

তাল জলদ্ তেতালা।

আর আমারে কেন কর জ্বালাতন।
এমন দরশন হতে ভাল অদর্শন ॥
যেমন তোমারে আমি করেছি সাধন।
তাহার উচিত ফল পাইলেম এখন ॥ ১ ॥

হউক আমারে যত করহ যতন।
তার সাক্ষি দিবে নিশি দহে মোর মন ॥
তোমার গুণের কথা অকথ্য কথন।
অনল অন্তরে মোর সজল নয়ন ॥ ২ ॥

তাল ঢিমে তেতালা।

আমার কি অযতন প্রাণ তোমারে।
তুমি কি যতনাধিক কর হে আমারে ॥
মুকুরে আপন মুখ, দেখায় যেমন দেখ,
মনের মুকুর মন নিরখ অন্তরে ॥ ১ ॥

বেলওয়াল ঝিঁঝিটি।

তাল ঢিমে তেতালা।

ভুলাইতে প্রাণ আছে কি মনে।
প্রাণ সঁপিয়াছি তোরে প্রিয় বচনে ॥
হেরিয়ে তোমার মুখ, নয়নে নাহি নিমিখ,
কেশপাশে বান্ধা মন সহ মদনে ॥ ১ ॥

ভুপালি ঝিঁঝিটি ।

তাল ঢিমে তেতালা ।

কবে তারে পাইব । (সই)
আমার মনের দুঃখ কহিব ॥
বিরহ অনলে আর, কত বা দহিব ।
শীতল বলনা কিসে হইব ॥ ১ ॥

হাস হাস হেরিলো । (প্রাণ)
বিরস বদন দেখি মরিলো ॥
তোমার এরূপে মোর নয়ন সজল ।
দহিছে প্রাণ আর কি করিলো ॥ ১ ॥

জএজ্ ঝিঁঝিটি ।

তাল হরি ।

ধীরে২ যাও প্রাণ এত রোষ কেন বলনা কি দোষে ।
সরস রমণী রস অভিলাষে ॥
অনঙ্গ ভুজঙ্গ সম বুঝহ বিশেষে ।
পরস বিনে পরস থাকে কিশে ॥ ১ ॥

থাক২ সুখে থাক যে খানে সুখাধিক কি কায কমলে ।
নিরন্তর নীরেতে দেহ জ্বলে ॥
নানা কুসুম কাননে, ভ্রমিত ফিরিলে,
নলিনী সলিল বাসি না হেরিলে ॥ ১ ॥

ইমন ঝিঝিটি ।

তাল একতালা ।

আইলে প্রাণ নাথ প্রাণ কোথায় রাখি ।
সরোজ সদনে শশী অপরূপ দেখি ।।
ধরাধর শৃঙ্গ পরে, গমন পবন ভরে,
শিলে ভাসিছে নীরে বুঝে দেখ সখী ।। ১ ।।

তাল জলদ্ তেতালা ।

কেশ ফণিময় প্রাণ মণি এক মুখ ।
এক ফণি হতে মণি পাওয়া ভাব দেখ ।।
কেশেরে করহ ঘন, দেখাও বিধুবদন,
অমিয় বচন দান, করে প্রাণ রাখ ।। ১ ।।

তুমি মোর মত প্রাণ হইতেছ কেন ।
বিচ্ছেদে কাতর আমি তুমিও তেমন ।।
বুঝিয়ে তোমার দুঃখ, দুঃখের উপরে দুঃখ,
এরূপ হতেছে বোধ সংশয় জীবন ।। ১ ।।

কাপি ঝিঝিটি ।

তাল জলদ্ তেতালা ।

কমলিনী হেরনা ভ্রমরে ।
অনুগত জনে মান প্রাণ সতত কে করে ।।
ধনী হইয়ে যদি অধীনে না হেরে ।
বল তবে প্রিয়ে সে ওলো যাইবে কোথারে ।। ১ ।।

বেহাগ ঝিঁঝিটি।

তাল হরি।

রবি মুখি কুসুম সম ভাব মোর সুধামুখি।
দেখ দুই পাশে, উপরে বিশেষে, সমুখে নিরখি ॥
বিরস বিধুবদন, দেখিতে না হয় যেন,
বিরস দেখিলে, হৃদয় কমল, পরাণ অসুখি ॥ ১ ॥

তুমি তাব তবে হলে সুধামুখি পাগলিনী।
সেই ধ্যান জ্ঞান, তার গুণগান, দিবস রজনী ॥
অন্য অন্য বিষয়েতে, থাক তুমি অন্য চিতে,
তাহার প্রসঙ্গ হলে নানা রঙ্গ কুরঙ্গ নয়নী ॥ ১ ॥

মানিনী মানেতে রহিলে তুমি প্রাণ
চলিল তব মান মোচন।
মানের যতন অধিক রতন হতেছে বুঝি এখন ॥
কি হইবে মান গেলে, এখন নাহি বুঝিলে,
তব দুঃখে দুঃখি শুন ওলো সখি তেঁই সে বলি এমন ॥১ ॥

সকল রতন অধিক যেমন সই যতনে আমি
দিলাম যাহারে।
বিহনে সে জন, আর প্রিয়জন, বলিব বল কাহারে ॥
ইহার অধিক হিত, হইবার যার মত, অবুঝ বুঝিবে তাহারে।
যাহার কারণ, তৃষিত নয়ন, অন্তর দহে অন্তরে ॥ ১ ॥

হউক বেনে সই কহিও নিদয়ে সদয় হওনে কি ক্ষতি।
দেখ চাতকিনী তৃষায়ে ব্যাকুল নবঘন প্রতি ॥

বেহাগ ঝিঁঝিট।

তাল হরি।

চকোরী সুধার তরে, সদা অভিলাষ করে,
বিধু কি বঞ্চনা করয়ে তাহারে হয় কি এমতি ॥ ১ ॥

কানড়া।

তাল জলদ্ তেতালা।

বরিষে ঘন ঘন ঘন কেন গরজ ঘন।
তৃষায়ে চাতকী মরে শুন শুন শুন।
মিলন সময় নিকট হইলে, বিরহ অনল আর অধিক জ্বলে,
তৃষিত ডাকিছে বারি আন আন আন ॥ ১ ॥

দেখ দেখি কি সুখ সখী এমন পিরীতে।
লাজভয় সব গেল কলঙ্ক কুলেতে ॥
দিবানিশি যদি তারে, রাখিল হৃদয় পরে,
তিলেক বিচ্ছেদে হয় বিরহে জ্বলিতে ॥ ১ ॥
নয়ন শ্রবণ ত্বক, নাসিকা রসনা দেখ,
পাঁচজন সুখ লোভে ডুবালে দুঃখেতে ॥ ২ ॥

এসো রসরাজ বিরাজ নলিনী ভবনে।
শুন ওহে প্রাণ, হারাইবে প্রাণ, কেতকি কণ্টকে কেনে ॥
যেমন যতন আমি করিছে তোমারে,
তেমতি আমারে তুমি না ভাব অন্তরে,
কেমন স্বভাব, নিজ লাভালাভ, বুঝিতে না পার মনে ॥ ১

কেন কমলিনী মানিনী অধীন ভ্রমরে।
শুন সরোজিনী, কভু নাহি শুনি, কেতকী গমন করে ॥

কানড়া।

তাল জলদ্ তেতালা।

যখন তোমারে আমি না পাই দেখিতে,
বিরহ জ্বালায় হয় ভ্রমণ করিতে,
পাগল দেখিয়ে শুন লো প্রিয়ে কেহ তোষে কেহ্ মারে ॥ ১

মিয়ার কানড়া।

তাল জলদ্ তেতালা।

ঐখানে রহিও প্রাণ প্রভাতে শশী কুমুদি ভবনে কেন।
দেখ না কমল, হয়েছে প্রফুল্ল, নিরখি সখা আপন ॥
সময়ে সদয় নহ, অসময়ে কেন দহ,
এবে দরশন, সম অদর্শন, এমনি সময় গুণ ॥ ১ ॥

দরবারি কানড়া।

তাল হরি।

প্রাণ কেন এত রোষ কর অধিনী অবলা পর।
তুমি ধন মন প্রাণ,এই ভাব রাত্রি দিন, অন্তরে হয় মোর ॥
তোমা বিনে থাকি আমি, যেন শূন্যাকার,
দরশনে সচেতন, নিঃসন্দেহ হই তখন, ভয় নাহি আর ॥ ১

তাল জলদ্ তেতালা।

যে যারে ভালবাসে সে তারে ভাল বাসেনা কে বলে।
তার সাক্ষি চাতকিনী তৃষায়ে ব্যাকুল,
নীরদ তেমনি তারে তোষে ধারা জলে ॥ ১ ॥

দরবারি কানড়া ।

তাল জলদ্ তেতালা ।

মন হরণ মন করহ যতন বলি হে তোমায় ।
নিলে এক গুণ, হইবেত জ্ঞান, দিতে দুই গুণ,
না রবে কথায় ।।
সকল ধন অধিক, মন ধন প্রিয় দেখ,
হরিলে সে ধন, এই সে কারণ, তোমারে নয়ন,
ছাড়িতে না চায় ।। ১ ।।

কেন এমন মান করে তারে মন না করি বিচার ।
যাহার বদন,বিরস কখন,দেখি যদি প্রাণ, হয় লো বিদার ।।
প্রাণেরোধিক যারে, সতত যতন করে,
তারে করি মান, যত দুঃখ প্রাণ, তুমিওতো জান,
বুঝাব কি আর ।। ১ ।।

বারোঁয়া ।

তাল ঠুংরি ।

পিরীতের দুঃখ ভ্রম জ্ঞান সুখময় ।
যাহার যেমন মন, তাহার ফল তেমন, হয় হে উদয় ।।
প্রেম করি দুই জ্ঞান থাকে যত দিন,
কখন সমূহ সুখী কখন সুদিন,
এক জ্ঞান হলে চিত, দুখ হয় কদাচিত, সুখ অতিশয় ।। ১

আপনার মত বিনে সুখী কে কোথায় ।
মত মত হলে চিত, সুখ হয় কত মত, বলা নাহি যায় ।।

বারোঁয়া ।

তাল ঠুংরি ।

যে যার আপন হয় সে হয় তাহার,
ভিন্নভাবে ভাব কোথা হয়েছে কাহার ।
স্বভাবে স্বভাব ভাব, সকলের এই রব, সন্দেহ কি তায় ।।১

কামদ ।

তাল জলদ্ তেতালা ।

প্রাণ জানত তুমি পিরীতের রীত ।
বিচ্ছেদ হইলে মন সুখেতে থাকয়ে যত ।।
সুখের আশয়ে মন, উভয়েতে সমর্পণ,
করিয়ে এখন কেন, দুঃখেতে সঁপেছ চিত ।। ১ ।।
সতত এই বাসনা, নয়ন অন্তর হইও না,
জ্বলালে জ্বলিতে হয় অধিক কহিব কত ।। ২ ।।

তাল হরি ।

পিরীতে কি সুখ সই যে না পাবে লাজ ত্যজিতে ।
মনে উপজয় সুখ লয় হে দুঃখেতে ।।
কথন বাসনা নহে, তিলেক ত্যজিতে,
ক্ষণেকে কি সুখ হয় তার সহিতে ।। ১ ।।

প্রাণ কেমনে আইলে তারে ত্যজিয়ে ।
কেতকী কত কি মনে করিছে না দেখিয়ে ।।
যাও নাথ শীঘ্রগতি, কামিনী কাতর অতি,
তোমারে ভাবিয়ে ।
তার সুখে দুঃখ দিয়ে, আইলে কি লাগিয়ে ।। ১ ।।

কামদ ।

তাল হরি ।

শুন অহে অলিরাজ, আসিতে না হলো লাজ,
এখানে ফিরিয়ে ।
সখার উদয় দেখা নহিলে কভু কি হয়ে ॥ ২ ॥

তাল জলদ্ তেতালা ।

জানি রে প্রাণ যেমন তোমার আমাবে যতন ।
কি দোষ তোমাব, বিশেষে আমার, কঠিন পরাণ ॥
দুঃখ বিনে সুখ নাহি হইতে পারে,
ইহা বুঝি প্রাণ তুমি বুঝেছ অন্তরে
যে হেতু অন্তর, থাক নিরন্তর, করেছে বিধান ॥ ১ ॥

বরিষে ঘন চাতকী কত কি করিছে মনে ।
তৃষায় অনল, করে জল২, জলধর জল হর কেন ॥
শুনি গরজ গভীর, পুলক হয় শরীর,
বিহনে জীবন কেমনে জীবন,
আর বল কিসে বাঁচিবে প্রাণ ॥ ১ ॥

নিরখি ঘন বরিষে নয়ন বাহুলতা মূলে ।
বাহুলতা মূলে জল, বিরহ লতা প্রবল, হয় সেই জলে ॥
শোকসিন্ধু প্রলাপিত, মনেরে ডুবালে ।
দুঃখ তরু তাহে দেখ, উন্নত হলো অধিক,
শোভা ফল ফুলে ॥ ১ ॥

কামদ গৌড়।

তাল ঢিমে তেতালা।

নয়নে না দেখে যারে মানেতে সে মনেতে উদয় কেন। (সই)
নয়নের বশ হলে তবে হে বাঁচে কি জীবন॥
অঙ্গ আপনার, বশ নহে মোর, করি হে ইহাতে কেমন।
কেহ মান করে কেহ কাতর তাহার কারণ॥ ১॥

তাল হরি।

বরষা ঋতু আইল বিরহানল প্রবল হইল।
এমন সময়ে, আমারে ত্যজিয়ে, নাথ কোথা রহিল॥
ঘন গরজ সানেতে, কামবাণ সানে তাতে,
হেন রূপ দেখি, সঙ্কেতে চাতকী, পিউ রব করিল॥ ১॥
নিরখিয়ে জলধর, আঁখি মোর জলধর,
করে বরিষণ, নিশ্বাস পবন, অতিশয় বাড়ালি॥ ২॥

যাবে কেমনে হে কান্ত এমন বরষাতে।
দেখ ঘন ঘন বরিষে নয়ন, হইবে ভিজিতে॥
নিশ্বাস প্রলয় বায়, স্থির কি হইবে তায়,
খেদ সৌদামিনী, রাখি একাকিনী, শোকের পথেতে॥ ১

তাল একতালা।

প্রাণনাথ আইল সখী দেখ লো।
বিরহ অনল মোর হেরিয়ে নিবিল॥
দিবানিশি বিরহেতে, রহিতে হতো জ্বলিতে,
এখন করিলে মান প্রাণ কি বাঁচে লো॥ ১॥

কামদ গৌড় ।

তাল একতালা ।

দুঃখেতে কহিত আঁখি, আর না হেরিব সখী,
এখন নয়ন তার অধীন হইল ॥ ২ ॥
অঙ্গের অঙ্গ অবশ, কার বলে করি রোষ,
সময় পাইয়ে দিব সমুচিত ফল ॥ ৩ ॥

কামদ খাম্বাজ ।

তাল জলদ্ তেতালা ।

নানান্ দেশে নানান্ ভাষা ।
বিনে স্বদেশীয় ভাষে পুরে কি আশা ॥
কত নদী সরোবর, কিবা ফল চাতকীর,
ধারা জল বিনে কভু ঘুচে কি তৃষা ॥ ১ ॥

ছাড়িলে ত ছাড়া না যায় ।
ছাড়া হেন রব হলে প্রাণ বাহিরায় ॥
অতএব এই বিধি, যাহা করিয়াছে বিধি,
ইহা কি অন্যথা হয় লোকের কথায় ॥ ১ ॥

কেদারা ।

তাল জলদ্ তেতালা ।

রাখে যেমন মন তার মন সমান দেখ । (প্রাণ)
সে জন কখন, করে অযতন, তোমার এমন, বচন রাখ ।
যদি সে নিদয় হয়, তবে দুঃখ অতিশয়,
নিজে জ্বালাতন, নহিলে কখন, দেখায় আপন,
বিরস মুখ ॥ ১ ॥

ঐ

কেদারা।

তাল জলদ্ তেতালা।

মনপুর হতে আমার হারায়েছে মনঃ।
কাহারে কহিব, কার দোষ দিব, নিলে কোন জন।।
না বল্যে কেমনে রব, বল্যে বল কি করিব,
তোমা বিনে আর, সেখানে কাহার, গমনাগমন।। ১।।
অন্যের অগমনীয়, জান,সে স্থান নিশ্চয়,
ইথে অনুমান, এই হয় প্রাণ, তুমি সে কারণ।। ২।।
যদি তাহে থাকে ফল, লয়েছ করেছ ভাল,
নাহি চাহি আমি, যদি প্রাণ তুমি, করহ যতন।। ৩।।

প্রেমবাণ প্রাণ আমার প্রাণে হানিলে।
চিহ্ন নাহি তার, বেদনা অপার, বল কি করিলে।।
বিস্ময় হইলেম নাথ, কথায় তা কব কত,
বিনে শরাসন, অপরূপ বাণ, নিক্ষেপ করিলে।। ১।
একথা কাহারে কব, কেমনে তারে বুঝাব,
বিনে নিদর্শনে, কেহ নাহি মানে, কামিনী মজালে।। ২
কেমনে হইব স্থির, উপায় না দেখি আর,
এই হয় মনে, সুখ দরশনে, দুঃখ না দেখিলে।। ৩।।

একেবারে এত অনুগ্রহ অধীনে।
এমন সদয়, হইবে নিদয়, ছিলনা মনে।।
তোমারে হেরিয়ে প্রাণ, শূন্য দেহে আল্যো প্রাণ,
বারিধারা বহে নয়নে।
বিরহ অনল, হইল শীতল, তব দরশনে।। ১।।

কেদারা ।

তাল জলদ্ তেতালা ।

সাধিলে করিব মান কত মনে করি ।
দেখিলে তাহার মুখ তখনি পাসরি ।।
মন মানে কহে আঁখি, আর না হইব সুখী,
দরশনে হয় পুনঃ অধীন তাহারি ।। ১ ।।

জানিলেম তুমি প্রাণ রসিক হে যত ।
অনল শীতল হয় কথায় হে কত ।।
হেরি নয়ন জুড়ায়, শ্রবণ সুখী কথায়,
মন আশা কে পুরায় ভাবি হে সতত ।। ১ ।।

হিম শিশিরে নীরে কেন আসিবে হে মধুকর ।
জীবন থাকিতে, সতত দেখিতে,
না পাই থাক অন্তরেতে নিরন্তর ।।
যত দিন আছে প্রাণ, দিও ওহে দরশন,
এইত বাসনা মোর ।।
দিবা অবসান হইলে, মিলন হবেত হইলে,
কি গুণ জ্ঞান অন্তর ।। ১ ।।

কহিও তারে যারে সখী দেখি সে কি আসিবে ।
বিরহ নিরহ পায়্যে, তব মুখ না দেখিয়ে,
রাত্র দিন জ্বলায় একি শীতল হইবে ।।
মনের মানস এই, কহিব তাহারে সই,
যদি হয় অনুকূল, তবে থাকে কুল শীল,
লজ্জা ভয় সকল রয় নিতান্ত জানিবে ।। ১ ।।

কেদারা।

তাল ঢিমে তেতালা।

দিয়েছি যারে তারে কি প্রকারে কহিব দেহ। (প্রাণ)
করে সে যতন, তাহার রতন, কি কহিবে এখন, বিনে সেহ।
মিছে অনুযোগ কর, উপায় কি আছে আর,
দেখ মত্ত মন, স্বভাব বারণ, না শুনে বারণ, বলিলহ॥ ১

তাল হরি।

শরদ নীরদ রবে প্রাণ কি রবে প্রাণকান্ত বিদেশে।
এমন মধুর স্বর, বোধ হয় বিষস্বর, আমার পরশে॥
এমন সুখ সময়, এক বিনে দুঃখময়, বিষাদ হরিষে।
দামিনী কিরণ দেখি, সিহরে শরীর আঁখি,
দুঃখেতে বরিষে॥ ১॥

কেদারা কামদ।

তাল জলদ্ তেতালা।

অনিমিখে যারে নিরখে মৃগনয়নী।
নিশ্চিত এ জান, তাহার পরাণ, হরষে তখনি॥
নীরদ নিন্দিত কেশী, নিরমল মুখশশী,
সুধা সম ভাষি, মৃদু২ হাসি, মদন মোহিনী॥ ১॥

কেদারা খাম্বাজ।

তাল ঢিমে তেতালা।

মন তোরে মনে করে কি মনে করে।
রতন অধিক নিধি হলো কি বোধেরে,

কেদারা খাম্বাজ।

তাল ঢিমে তেতালা।

কিবা প্রাণ সম নিধি ভাবয়ে অন্তরে ।।
শুনি অমিয় বচন,সুধাসিন্ধু করে জ্ঞান, বাঁচাতে প্রাণেরে।
কি মদন শান্তকারী বুঝিল বিচারে,
কি মনোজে করে বৈরি থাকিয়ে অন্তরে ।। ১ ।।

প্রাণ মান থাকে কি লো শশী দেখনে।
নিরন্তর শশধর বলিতে বচনে,
তপন সমান এবে করিছ কি মনে ।।
শশীরে তপন জ্ঞান,করি সুখী হবে কেন, এ হবে কেমনে।
জ্বালাতন শীতল কি হয় হুতাশনে,
ত্যজি এমন জীবন বাঁচাও জীবনে ।। ১ ।।

কাপী।

তাল জলদ্ তেতালা।

এত কি চাতুরী সহে প্রাণ,
তোমার পিরীতে দিবে নিশি ঝুরে আঁখি।
এত যদি ছিল মনে, পিরীতি করিলে কেনে,
শঠতা সরলা সনে, উচিত হয় কি ।।
কপট বিনয় ছলে, অবলারে ভুলাইলে,
এখন এমন হলে দেখনা হে দেখি ।। ১ ।।

সিন্ধু কাপি।

তাল জলদ তেতালা।

দেখনা সই কত সুখী হই দেখিলে তাহারে।
অদর্শনে হুতাশন জ্বলয়ে অন্তরে॥
চক্রবাক চক্রবাকী, নিশিতে একত্র দেখি,
তাহার অধিক সুখী বুঝিলাম বিচারে॥ ১॥

দেখনা সই প্রাণনাথ বই করি কি এখন।
প্রবল মদন মোরে করিছে দাহন॥
আমার দুঃখেতে দুঃখি নহে সে কখন।
তাহার সুখেতে সুখী হই সদক্ষণ॥
রতিপতি কারে মোরে করি সমর্পণ।
কামিনী সহিত সুখে মজিল সে জন॥ ১॥

আমি জানি তোমার যতন এনন কে জানে। (প্রাণ)
প্রাণ সঁপিলাম আমি এই সে কারণে॥
তুমি মোর মনমত, আমি তব মত মত,
হয় কি হে আবমত লোকের বচনে॥ ১॥

তুমি জান আমার যতন যেমন তোমারে।
আপন জানিয়ে মন সঁপিলে আমারে॥
প্রাণপনে তব মন, করিলো আমি যতন,
ইহাতে অন্যথা প্রাণ ভেবনা অন্তরে॥ ১॥

আসিব না বলিলে কেন প্রাণ।
এখন বলিলে বটে হরিয়াছ মন॥

সিন্ধু কাপি ।

তাল জলদ তেতালা ।

পাছে ফিরে দিতে হয়, বুঝি হইয়াছে ভয়,
যায় যায় যাকু প্রাণ বলোনা এমন ॥ ১ ॥

নয়ন ঘরে তোমারে রাখিব কেমনে ।
বিষম বিরহানলে উব সে সঘনে ॥
হৃদয় কমলে থাক, দুঃখ মুখ নাহি দেখ,
অনল বেষ্টিত তাহে হয়েছে এখানে ॥ ১ ॥

হের ভ্রমরে ও কমলিনী ।
মধুকর কাতর প্রাণ হেরি বিষাদিনী ॥
দেখনা স্বভাব গুণে, ফিরে নানা ফুলবনে,
দিবেনিশি তব ধ্যানে থাকি বিনোদিনী ॥ ১ ॥

জানি যাও হে ও মধুকর ।
যথা মধু মিলয়ে প্রাণ বশ হও তার ॥
অরুণ উদয় যদি, নাহি করিত বিধি,
তবে কি মরিহে কান্দি অধীনী তোমার ॥ ১ ॥

কারে এত করিরে যতন যেমন তাহারে ।
তার এই রীত সই মনে নাহি করে ॥
আমি মরি তার তরে, সে নাহি হেরে আমারে,
নিরখিয়ে পথ আঁখি ভাসবে নীরে ।
সে ভ্রমে এমত কহিতে বুক বিদরে ॥ ১ ॥

সিন্ধু কাপি।

তাল জলদ্ তেতালা।

তারে দেখিতে এত সাধ কেন।
তিলেক না হেরি যদি সজল নয়ন॥
অভরণ করিয়াছি লোকের গঞ্জন।
তাহার কারণে মরি সে নহে আপন॥ ১॥
তাহার রীতের কথা অকথ্য কথন।
তবে যে ভুলেছে মন জানয়ে কি গুণ॥ ২॥

কেন চঞ্চল বিধুমুখি।
থাক তুমি অন্য মনে তিলেক না দেখি॥
সে তোমার মন বাঁশী শুন প্রাণ সখী।
মনেরে অস্থির করি তারে কর দুঃখি॥ ১॥
উভয় মিলন যথা সেথা বুঝ দেখি।
একের দুঃখেতে দুঃখি সুখে হয় সুখি॥ ২॥

প্রাণ এমন মান কেহ করে কি কখন।
সাধিতেং ওলো গেল মোর মান॥
রাখিতে যাহার মান, তারে এবে অপমান।
তোমার কি ওই মান রবে চিরদিন॥ ১॥

তোমার দেখা দিতে বল এত ক্ষতি কি এখন।
কি লাভ ছিল যখন প্রথম মিলন॥
কতেক মিনতি করি, আমার হাতেতে ধরি,কহিতে তখন।
তিলেক না হেরি যদি না বাঁচে জীবন॥ ১॥

সিন্ধু কাপি।

তাল জলদ্ তেতালা।

দেখ দেখি কত রূপ করিতে যতন।
এখন কি রাজা হলে ছিলেনা তখন॥
লইয়ে আমার মন, দিলেছে আপন মন, এবে সেই মন।
চুরী করি কারে দিলে কোথা মম মন॥ ১॥

মিলনের সাধ বুঝি নাহিক তাহার।
হইলে যাতনা কেন হইবে আমার॥
তার প্রতি যত আশা আছয়ে আমার।
জানিয়ে অনুচিত করয়ে ব্যভার॥ ১॥
বিচ্ছেদেতে প্রাণ মোর দহে অনিবার।
তার বোধ হবে কেন অনেক যাহার॥ ২॥

সে সাধ পুরিলে বল সাধনা কে করে।
যতন অধিক থাকে আশা নাহি পুরে॥
তৃষায়ে ব্যাকুল জন জল২ করে।
তৃষাহীন জন নাহি যায় সরোবরে॥ ১॥

এই কি তোমার প্রাণ করিতে উচিত।
তারে কি জ্বলাতে হয় যে নহে তব অমত॥
কিবা রাত্র কিবা দিন যে তব আশ্রিত।
তার আশা পুরাইতে নিদয় কেন হে এত॥ ১॥

সিন্ধু কাপি।

তাল জলদ্ তেতালা।

কি আর অদেয় আছে প্রাণ তা দিতে নহি কাতর।
তুমি কি তা নাহি জান, দিয়াছি আপন মনঃ,
থাকে যদি দিব আর ॥
তোমার মনের মত মত হে আমার।
ইহাতে অন্যথা ভাব, কর কেন অনুভব,
ভাব যে যার সে তার ॥ ১ ॥

কি আর বলিব ওবে প্রাণ জানত আমি যেমন।
মম এই অভিলাষ, হৃদয় মন্দিরে বাস, কর এই নিবেদন ॥
ক্ষণেক না দেখি যদি তোমার বদন।
মন অতি চঞ্চল, নয়ন হয় সজল, মুখে না সরে বচন ॥ ১ ॥

তাল ঢিমে তেতালা।

মান মনে উপজিলে ভয়ে তা নিবারি। (সই)
মম বিরসে বিরস পাছে তারে হেরি ॥
যে রূপ যতন তারে বুঝাতে না পারি।
মণির কারণে যেন হরি২ হরি ॥ ১ ॥

অতিশয় সাধ করি এইত হইল। (সই)
সতত কাতর প্রাণ নয়ন সজল ॥
পিরীতি রতন লাভ হবে আশাছিল।
তা না হয়ে মোর মন ধন হারাইল ॥ ১ ॥

সিন্ধু কাপী ।

তাল ঢিমে তেতালা ।

অপৰূপ শশধর প্রকাশে দামিনী । (ঐ)
দামিনী সদৃশ বটে হাসি অনুমানি ॥
শ্রবণে শোভে কুণ্ডল যেন দিনমণি ।
নিবিড় নিরদাধিক কেশেরে বাখানি ॥ ১ ॥

হেরিযে কমল কেন প্রকাশে কমল । (প্রাণ)
জানিতেম তপন হেবি বিকশে কমল ॥
তার সাক্ষী দেখ তব বদন কমল ।
হেরিলে প্রফুল্ল মম হৃদয় কমল ॥ ১ ॥

প্রবোধ কি মানে আঁখি না দেখি তাহারে ।
বুঝালে বুঝিবে কেন তার মত দেখে কারে ॥
মন নয়ন সংযোগ তারে দেখিবারে ।
নিবৃত্তিরে নাহি দেখে থাকে প্রবৃত্তির ঘরে ॥ ১ ॥

আমি কিলো তাহারে সাধিতে যতন করি ।
সব ধনাধিক মন করেছে চুরী ॥
মিছে অনুযোগ কর, সকলি বুঝিতে পার,
আপনার বশ নহি ইথে কি করি ॥ ১ ॥

তারে সাধিলে বত তত জ্বালায় আমারে ।
যে ৰূপ দেখ ইহাতে কহিব কারে ॥
এত দুঃখে মন তবু ভুলিতে না পারে ।
অবশ হইয়ে আশা মজালে আমারে ॥ ১ ॥

সিন্ধু কাপী।

তাল ঢিমে তেতালা।

তব পথ চাহিয়ে চিত অতি চঞ্চলিত।
মণির কারণে ফণী কাতর কত ॥
তুমি জান কি না জান, যেমন আমার মন,
চাতকী কিঞ্চিত জানে আপন মত ॥ ১ ॥

পিরীতি কি হয় যায় কাহার কথায়।
উভয় মন সংযোগ নয়ন কারণ তায় ॥
পিরীতের গুণাগুণ, করে যে জানে সে জন,
অন্যজন বৃথা কেন তাহারে বুঝাতে চায় ॥ ১ ॥

তাল একতালা।

ওরে তোরে দেখিতে নয়ন পাগল কেন। (প্রাণ)
এই বোধ হয় মোর জান কি গুণ ॥
যদি নিরন্তর দেখি, তৃষাহীন নহে আঁখি,
না দেখিলে দেখ দেখি কি দুঃখী প্রাণ ॥ ১ ॥

সুধামুখি তোমার নয়ন অমীয় বরিষে।
কটাক্ষে জীবন পায় বিরহ বিষে ॥
কেমন কুরঙ্গ আঁখি, কত রঙ্গ করে দেখি,
কখন হানয়ে বাণ কখন তোষে ॥ ১ ॥

তুমি আর বলোনা আমারে তুমিলো আমার।
তোমার হইলে তুমি হইতে আমার,

সিন্ধু কাপী ৷

তাল একতালা ৷ ৷

তবে নাহি ভুলাইতে উচিত ইহার ॥
অধিনী জনের সহ এরূপ ব্যবহার,
কে কোথায় করে বল দেখহ কাহার ॥ ১ ॥

আমি আর পারিনে সাধিতে এমন করিয়ে ৷
কত মত কহিলেম মিনতি করিয়ে,
তাহার কি করি বল, না শুনে শুনিয়ে ॥
যত দুঃখ মোর সখি তাহার লাগিয়ে,
বৃথায়ে কি ফল বল সে কথা কহিয়ে ॥ ১ ॥

কাপী কোকব ৷

তাল ঢিমে তেতালা ৷

পিরীতে এইত লাভ হইল আমারে ৷
নয়ন সহ জীবন অনল অন্তরে,
এমন হইবে আগে জানিলে কে করে ॥
লোকলাজ কুল ভয় রহিল কোথারে ৷
নিদ্রা হিংসা করি গেল দেখিয়ে চিন্তারে ॥ ১ ॥

তুমি কি আমারে ত্যজি পারহে রহিতে ৷
ওষ্ঠাগত প্রাণ হয় যাহারে দেখিতে,
না দেখিয়ে তার মুখ বাঁচিবে কেমতে ॥
তব মন ধন প্রাণ আমার হাতেতে,
আমারে বিরস করি রবে কি সুখেতে ॥ ১ ॥

গারা কাপী।

তাল হরি।

প্রাণ সেই সে রসিক যে সুখ সাগরে সদা বিহরে।
দুঃখ অভিমানী দেখ যার অনাদরে ॥
পিরীতি পরম সুখ তাহার বিচারে,
সদা সুধা রস পান সেই জন করে।
বিরস কখন নহে হরিষ অন্তরে ॥ ১ ॥

প্রাণ চাহলো প্রিয়সি কমল নয়নে অধীন জনে।
মান ত্যজ হাস প্রাণ ও বিধুবদনে ॥
বিচ্ছেদ দুঃখেতে দুঃখি নাহি কদাচনে,
পলকে হেরিলে পুনঃ সুখি হই মনে।
ইহাতে বিরস হলে বাঁচিব কেমনে ॥ ১ ॥

কাপী জয়জয়ন্তি।

তাল একতালা।

মধুকর তব প্রাণ কমলিনী।
বিরস বদন, করো না কখন, শুনলো বচন,
প্রাণের অধিক তোমারে জানি ॥
হৃদয় কমল, নহে প্রফুল্ল, নয়ন সজল, নিরখি ধনি।
একপ দেখি, যদি হয় সুখি, ইহাতে ক্ষতি কি,
হরষিত হওলো বিনোদিনী ॥ ১ ॥

কমলিনী তব প্রাণ মধুকর।
শুনহে ভ্রমর, এবে এই কর, নয়ন অন্তর,

কাপী জয়জয়ন্তি ।

তাল একতালা ।

হইও না বাসনা এই মোর ॥
বিরহ অনল, না হেরি প্রবল, ইহাতে হে বল,
কেনা কাতর ।
মানেন্তে কত, কহি অনুচিত, হইও না ভাবিত,
চকোরি কি ত্যজে শশধর ॥ ১ ॥

কাপা পলাস ।

তাল হরি ।

নয়নে নয়ন আলিঙ্গন মনে মন মিশিল ।
দেখিতে অন্তর,নহে সে অন্তর, অন্তরে অন্তর, পশিল ॥
উভয়ের প্রেম গুণে, বাঁধা গেল দুই জনে,
ভাবের অভাব, নাহি এত ভাব,
সভাবে সভাব মজিল ॥ ১ ॥

পিরীতি প্রতি রয় মতি অতিশয় বাসনা ।
এ রতন নিধি, পাইলাম যদি, হে বিধি বিবাদি, হৈওনা ॥
লাজ ভয় ক্রোধ আদি, হয় নিবৃত্তির বাদি,
দুই হয় এক, সদা দেখ এক, অধিক কি সুখ দেখ না ॥ ১ ॥

লুমকাপা ।

তাল ঢিমে তেতালা ।

হউক হে হউক প্রাণ যায় যাউক আমার,
খেদ নাহি তাহাতে ।

লুমকাপী ।

তাল ঢিমে তেতালা ।

তোমারে পাইলেম যদি কি করেঁ লাজেতে ॥
লোকে বলে কলঙ্কিনী হইল কুলেতে ।
আমি বলি এত দিনে আইলেম কুলেতে ॥ ১ ॥

লুম ।

তাল হরি ।

জেনেছি সখী তাহারে যেমন যতন তারো মোরে ।
অঙ্গ জর২, সদা কাতর, দেখিতে হইল সাধরে ॥
একথা কহিব কারে ॥ ১ ॥

খাম্বাজ ।

তাল জলদ্ তেতালা ।

প্রাণ তুমি বুঝিলেনা আমার বাসনা ।
ঐ খেদে মরি আমি তুমি তা বুঝনা ॥
হৃদয় সরোজে থাক, মোর দুঃখ নাহি দেখ,
প্রাণ গেলে সদয়েতে কি গুণ বলনা ॥ ১ ॥

হেরিতে২ পথ কাতর আঁখি । (সই)
একবার এই হয় চারি দিকে দেখি ॥
কবে হবে সে সুদিন, মনপুরে পাবমন,
আশা নিষেধ না মানে ইহাতে অসুখী ॥ ১ ॥

খাম্বাজ ৷

তাল জলদ্ তেতালা ।

এই আসে আসে বলে যামিনী গেল ।
দেখ নলিনীর সখা উদয় হইল ॥
মনের বাসনা এক, হলো আর বুঝে দেখ,
প্রভাতে চকোরী সুধা পাবে কেন বল ॥ ১ ॥

যেন ঘন হতে বাহির হতেছে শশী ।
নিরন্তর ওই রূপ দেখ দিবে নিশি ॥
অমীয় সমান স্বর, ইথে বুঝি শশধর,
মৃগ আঁখি শোভা তায় সৌদামিনী হাসি ॥ ১ ।

কেশ ফাঁসি গলে দিলে প্রাণ হাসিতে২ ।
তোমার বদন শশী হেরিতে২ ॥
ভুরু শক্র শরাসন, অনঙ্গ হয়েছে গুণ,
অস্থির তব নয়ন বাণেতে বাণেতে ॥ ১ ॥

তুমি যারে জানলো আপন সে জেনো
নিতান্ত তব কভু নহে আন ।
ইহাতে সন্দেহ তুমি করোনাহে প্রাণ,
যে যারে যেমন ভাবে সে ভাবে তেমন ॥ ১ ॥
সুজনে২ সুখ হয়ত বিধান ।
সুজনে কুজনে সুখ না হয় কখন ॥ ২ ॥

প্রাণ তোমার বিনয়ে কে আর ভুলিবে ।
তোমার পিরীতে সদা জ্বলিতে হইবে ॥

খাম্বাজ।

তাল জলদ্ তেতালা।

তোমার এ ভাবে ভাব, কেমনে রহিবে,
তুমি হে চঞ্চল অতি বুঝে না বুঝিবে ॥ ১ ॥

আর আমি কারে কহিব আপন।
জানিযে না জান যদি শুন ওহে প্রাণ ॥
যে ক্লেশ যতন মোর তোমার কারণ।
কহিতে সে সব দুঃখ বিদরে পাষাণ ॥ ১ ॥
তোমার অধিক আর আছে কি রতন।
তোমারে ভুলিযে তাতে মজাইব মন ॥ ২ ॥

বলনা কেমনে রহিব সই নাথ বিহনে।
রাত্র দিন মোর, অন্তর নিরন্তর, কাতর তার কারণে ॥
অতি সুখ লোভে পিরীতি করি,দেখনা এখন বিরহে মরি,
আগে কি জানিব, পরাণ হারাব, দহিব দুঃখ দাহনে ॥১॥
যদি মনে করি ত্যজিব তারে, বিরহে দ্বিগুণ দাহন করে,
কামিনী সরলে, প্রেম রস ছলে,ভুলালে সুধাবচনে ॥ ২ ॥

পিরীতি এমন কেমনে সই আগে জানিব।
জানিলে এ প্রেম, নাহি করিতাম, পরাণ কেন হারাব ॥
যতনে যাহারে সঁপিলাম প্রাণ,সদাই চাতুরী করে সেইজন,
দেখিতে তাহারে, হইল সাধেরে, কাহারে দুঃখ কহিব ॥১॥
যদি মনে ধৈরজধরিয়ে থাকি,করয়ে রোদন সঘনে আঁখি,
অঙ্গ আপনার,বশ হলো তার, কাহার আমি হইব ॥ ২ ॥

খাম্বাজ ।

তাল জলদ্ তেতালা ।

কে বলে সখী সরোজে শশী নাহি পিরীত ।
তার চাঁদ মুখ, নিরখিলে দেখ, হৃদয় কমল হয় বিকসিত ॥
তপনে কমলে প্রীত, এ নিয়ম অনুচিত,
অরুণ নয়ন হেরে তবে কেন হৃদয় কমল হয় মুদিত ॥ ১ ॥

ওই দেখ সই নাথ তোমার আছে দাঁড়াইয়ে ।
যাহার কারণ, কিবা রাত্র দিন, দহিতে দেখনা আসিয়ে ॥
কই কই বলে ধনী, বাহির হইল শুনি,
প্রফুল্ল বদন, হরষিত মন, অনিমিখে রহিল চাহিয়ে ॥ ১ ॥

শুন লো সই এখন কহিলে কি হবে ।
করেছি যে কায তার উপায় কি এবে ॥
বটে লো বিরহানলে জ্বলয় পরাণ,
দুঃখ ত্যজিবারে মন হয়লো কখন,
হেরি দুঃখ যায় সুখ কে জানে ভুলাবে ॥ ১ ॥
লাজ ভয় সব যায় প্রথম মিলনে,
মিলিলে পিরীতে হয় কত খেদ মনে,
ইথে যদি নাহি চেত তুমি কি করিবে ॥ ২ ॥

বিরহেতে মরি হে বিধি অনুকূল হইয়ো ।
পঞ্চ ভুত পঞ্চ স্থানে নিযুক্ত করিয়ো ॥
যে আকাশে বাস তার, আকাশের ভাগ মোর,
এবে সে এই বাসনা তাহাতে মিলায়ো ॥ ১ ॥

খাম্বাজ ।

তাল জলদ্ তেতালা ।

পবন তার ব্যজনে, তেজ মিশুক দর্পণে,
জলে সেই জলে রাখ তার ব্যাভারিয়ো ॥
পদ বিহরণ যথা, পৃথ্বী অংশ রাখ তথা,
ইহার অধিক আর যে হয় বুঝিয়ো ॥ ৩ ॥

আমি দুঃখী হলে যদি তুমি সুখী হয়ো ।
তথাপি আমা হইতে সুখের উদয়ো ॥
দুঃখের উপরে সুখ, যার দুঃখ তার সুখ,
একে দুঃখি আরে সুখী কেমনে বুঝায়ো ॥ ১ ॥

সদা সুখে থাকহে প্রাণ আমার বাসনা ।
আমার কারণে তুমি ভাবনা ভেবনা ॥
তোমার কি ক্ষতি আমি পাইলে যাতনা ।
বুঝিলে আমার দুঃখ কখন হতোনা ॥ ১ ॥

অতি সাধ ছিল হে প্রাণ আমার হইবে ।
কে জানে চাতুরী করি সতত জ্বলাবে ॥
আগে কি জানিব তুমি এমন করিবে ।
আমার হৃদয়ে থাকি আমারে ভুলাবে ॥ ১ ॥

মান তাপে তাপিত প্রাণ ছিলাম হে নাথ ।
সমাদর কে করিবে কুসঙ্গে মোহিত ॥
মান ভরে কে কাহারে আদর করিত ।
ইথে মন ভার এত করা কি উচিত ॥ ১ ॥

খাম্বাজ ।

তাল জলদ্ তেতালা ।

জানিলাম প্রেম প্রিয় আমার যেমন ।
তোমার যে হয় তারে কব সদা স্বলাতন ॥
নীর হুতাশন তব আছে দুই গুণ ।
আমি হুতাশনে জ্বলি জল কোথায এখন ॥ ১ ॥

হইলাম তব বশ যা কর এখন ।
বাঁচালে বাঁচাতে পার বধ কে করে বারণ ॥
আপনার বশ আমি নহিক এখন ।
যতন করিযে প্রেম কবেছি যখন ॥ ১ ॥

তুমি যা বলিলে তানা না না নারে ।
যে রূপ তোমারে, আমি ভাবিহে অন্তরে,
তুমিতা জাননা না না নারে ॥
এমন বচন প্রাণ কখন বলোনা,
যে রূপ খেদ ইহাতে বুঝাতে না পারি,
বুঝিয়ে বুঝনা না না নারে ॥ ১ ॥

একি ঝক ঝকি রাত্র দিন বুঝিলে বুঝেনা ।
তাহা হতে আর কারে আমার ভাবনা ॥
অমীয় ত্যজিয়ে বিষ খায কে বলনা ।
আমার অমীয় পানে নাহি কি বাসনা ॥ ১ ॥

খাম্বাজ।

তাল জলদ্ তেতালা।

গোসা করো না প্রাণ আমার কি দোষ।
গুরুজন ভয়ে মরি তুমি কর রোষ॥
পরাণ কাতর হয় দেখিলে বিরস।
তুমি ইহা নাহি বুঝ খেদ হে অশেষ॥ ১॥

খেদ উপজে সই এই সে কারণে।
আশার ভরসা জন কথা নাহি শুনে॥
কাতর কখন নহি লোকের বচনে।
প্রাণ যায় নাহি ভয় বুঝে দেখ মনে॥ ১॥

যার রীতে রত আমি আমার সে রীত।
ইহাতে সকলে কেন ভাব বিপরীত॥
সুজন কুসমিভ্যারে, নিজগুণ নাশ করে,
বিষধারে সুধাবিষ হয় নিয়মিত॥ ১॥

জয়জয়ন্তি।

তাল জলদ্ তেতালা।

কহনে না যায় সখী তার কত গুণ।
রাত্র দিন প্রাণ প্রাণ করে যাবে মন॥
হরিষ বিষাদ দুই বিচ্ছেদ মিলন।
দুয়ের বাহিরে রাখে সে জন এমন॥ ১॥

আগে কি জানি সই এমন হবে।
নয়নে নয়নে মিলে মনেরে মজাবে॥

জয়জয়ন্তি ।

তাল জলদ্ তেতালা ।

আকিঙ্কার ভার প্রাণ কতেক সহিবে ।
যাতনা পাইলে ওলো সেওত ত্যজিবে ॥ ১ ॥

শয়নে শীতল থাকি শুন ওলো সখী ।
চেতনে সলিলে ভাসি ঝোরে ওলো আঁখি ॥
পিরীতি করিলে লাভ হয়লো এই কি ।
সদা দুঃখে দহে মন কদাচিত সুখী ॥ ১ ॥

সতত যতন আমি করিহে যেমন । (প্রাণ)
তুমি কি কখন ভাব আমার কারণ ॥
জীবন যৌবন সুখ সব অকারণ ।
বিনে দরশনে তব ও বিধুবদন ॥ ১ ॥

পিরীতি সুখের লোভে মজে হে যে জন । (প্রাণ)
সে হয় কেবল দেখ দুঃখের ভাজন ॥
বিচ্ছেদ মিলন আশে থাকয়ে জীবন ।
মিলনে ভাবনা পুনঃ বিচ্ছেদ কারণ ॥ ১ ॥

পরজ ।

তাল হরি ।

পড়িলাম আমি তাহার নয়ন জালেতে ।
কেশ শেষ কাঁসি তাহে দিয়েছে গলেতে ॥

পরজ ।

তাল হরি ।

যদি প্রাণ পণ করি চাহি পলাইতে ।
যাইতে না দেয় তার ঈষদ হাসিতে ॥ ১ ॥

শুন সই মোর মন মজিল এখন কি করি ।
পশ্চিমে অরুণোদয় হলে পাসরিতে নারি ॥
কুল শীল অভিমান, ত্যজিযে হলেম অধীন,
লোকের কথাতে, পারি কি তেজিতে,
তেজিলে তখনি মরি ॥ ১ ॥

তাল জলদ্ তেতালা ।

কখন রে প্রাণ ভাবো না আমি তোমার ।
হৃদয় সরোজাসনে করিয়ে যতন, তোমারে রেখেছি প্রাণ,
দেখি নিরন্তর ॥
দেখিতে২ দেখ অনিমিখ হয় আঁখি সুখ হে অপার ।
পিরীতে মানমিশ্রিত, জানহ তাহাত,
সে মান উদয় হলে উভয়ে কাতর ॥ ১ ॥

কেমনে রে প্রাণ বুঝাব যেমন আমার মন ।
জেনে যদি না জানিবে কে জানাতে পারে,
বিষম হইল মোরে করি কি এখন ॥
মোর মনে নিরন্তর, প্রাণ তুমি বাস কর, না জান কেমন ।
মন জ্বলয়ে যখন, তুমি নাহি জ্বল,
জ্বলিলে বুঝিতে তবে আমি হে যেমন ॥ ১ ॥

পরজ ।

তাল জলদ্ তেতালা ।

আমারে কিছু বল না সই মন মোর তার বশ হলো ।
লোক লাজ কুল ভয় কোথায় রহিল ॥
পিরীতি সুখের নিধি, অনুকূলে দিলে বিধি,
যে যতনে যায় প্রাণ সেহ বরং ভাল ॥ ১ ॥

কেন লো প্রাণ নয়নে অরুণ উদয় ।
তপন সবারে দহে না দহে কমলে,
তব আঁখি রবি হৃদি কমলে জ্বলায় ॥
তব কেশ ঘন ঘন, শীতল করিত মন, এখন তানয় ।
আজু ফণিময় হেরি কাতর পরাণ,
নিকট না হতে পারি দংশে পাছে ভয় ॥ ১ ॥

দেখিবে আপন মত আপন জনে । (প্রাণ)
না বুঝিলে তব মত মতাধীন হবে কেনে ॥
দৈবের ঘটনা যাহা, বল কে খণ্ডিবে তাহা,
কমলে কণ্টক আছে মধুকর তাকি মানে ॥ ১ ॥

দেখিতে দেখিতে কোথা লুকাইল ওলো সখী ।
আঁখি পালটিতে পুনঃ তারে আর নাহি দেখি ॥
ক্ষণে দরশনে আঁখি, কদাচিত নহে সুখী,
তৃষা অতিশয় হয় মনে বুঝে দেখ দেখি ॥ ১ ॥

দেখিতে দেখিতে তোরে অনিমিখ হয় আঁখি ।
বুঝাতে না পারি দেখ হই আমি কত সুখী ॥

পরজ।

তাল জলদ্ তেতালা।

ভাবনা রহিত মন, আমার হয় তখন,
মনপুরে মহানন্দ আর কিছু নাহি দেখি ॥ ১ ॥

এমন করো না প্রাণ অধিনী জনের সহ।
নিতান্ত যে হলো তব তারে মিছে কেন দহ ॥
অধীনে সদয় থাক, নিঁদয় হইলে দুঃখ,
এ দুঃখ মোচন করে কোন জন আছে কহ ॥ ১ ॥

হামির।

তাল হরি।

তাহারে কি ভুলিতে পাবি যাহারে আমি সঁপিলাম মনঃ
দেখিতে তার বদন, অতি কাতর নয়ন,
শুনিতে বচন সুধা শ্রবণ তেমন ॥
দেখিলাম কত মত, নাহি দেখি তার মত, সে জন এমন।
যদি তার বিরহেতে, সতত হয় জ্বলিতে,
জ্বলিতে২ হবে নির্ব্বাণ কখন ॥ ১ ॥

হামির খাম্বাজ।

তাল জলদ্ তেতালা।

কুরঙ্গ নয়ন কি রঙ্গ করিল সে রঙ্গ
প্রসঙ্গে কত রঙ্গ উপজিল।
কখন খঞ্জন, কর দরশন, বদন কমল ॥

হামির খাম্বাজ।

তাল জলদ্ তেতালা।

হেরিতে হৃদি পুলক, কহিতে অধিক সুখ,
কখন চকোর, সহ শশধর, কমলে কমল ॥ ১ ॥

তাল তেতালা।

নয়ন আপন যদি তবে আর কে ভিন।
না দেখিলে তার মুখ নিজ জীবনে দহিছে মম জীবন ॥
তার সময় অসময়, বুঝিতে উচিত হয়,
মন বুঝাইলে বুঝে আঁখি মরেন,
তিলে না হলে লোকন ॥ ১ ॥

ধানেশ্রী পূরিয়া ॥

তাল জলদ্ তেতলা।

আমারে বলে সই মোহিনী আপনারে বলেনা মোহন।
যদি কদাচিত, দেখয়ে ভাবিত, কহে কত মত,
সাবধান মোর মন ॥
হরিল আমার মন, নাহি কহে সে বচন, কেবল আপন।
তার সুখে সুখী, আমি দুঃখে দুঃখী, তাহা কখন কি,
শুনিতে পায় শ্রবণ ॥ ১ ॥

মোলতানি।

তাল জলদ্ তেতালা।

আমিত তাহারি সই, যে জানে আমার মন।
অযতনে কে কোথায় কারে সঁপে প্রাণ ॥

মোলতানি।

তাল জলদ্ তেতালা।

মন রাখিবারে মন, করে এক মন,
মনেতে মনেতে তবে হয় লো মিলন।

তাহার কারণে কেন দহে মোর মন।
যে রূপ তাহারে আমি করি হে যতন,
সতত চাতুরী সখী করে সেই জন॥
সে বরং ছিল ভাল না ছিল মিলন,
মিলিয়ে এই সে হলো সদা জ্বালাতন॥ ১॥

অরুণ বরণ আঁখি বিধুমুখি কেন।
এ রূপ তোমার, হেরিয়ে চকোর, করিছে রোদন।
এলায়েছে কেশ ঘন, বহে নিশ্বাস পবন,
বাক্য সুধা দান, করিয়ে এখন, বাঁচাও জীবন॥ ১॥

নয়ন নীরে কি নিবে মনের অনল।
সাগরে প্রবেশি যদি না হয় শীতল॥
তৃষায়ে চাতকী মরে, অন্য বারি নাহি হেরে,
ধারা জল বিনে তার সকলি বিফল॥ ১॥
যবে তারে হেরি সখী, হরিষে বরিষে আঁখি,
সেই নীরে নিবে জানি অনল প্রবল॥ ২॥

পিরীতের গুণ কি কহিব তোমারে।
শুনিলে বিস্ময় হয় শরীর সিহরে॥

মোলতানি।

তাল জলদ্ তেতালা।

প্রেমডোরে বদ্ধ জন ভ্রময়ে অন্তরে।
এগুণে যে বান্ধা নহে নহে সে অন্তরে ॥ ১ ॥

আমার মন তোমার কারণ যেমন প্রাণ সেই মন জানে
দিবে নিশি থাকি আমি তোমার ধিয়ানে,
তুমি তাহা নাহি জান এই খেদ মনে ॥
মনের আকার যদি না বুঝ বচনে,
আর কি সদৃশ আছে বুঝাব সে গুণে ॥ ১ ॥

মৃগ নয়নি তুমি ভাবিতেছ কেন এত।
প্রফুল্ল বদনি তুমি আজি কেন বিষাদিত ॥
হেরিয়ে তোমার মুখ, বিদরে আমার বুক,
বাঁচাও জীবন ওলো হয়ে প্রাণ হরষিত ॥ ১ ॥

তাল ঢিমে তেতালা।

অনেকের প্রাণ হে তুমি মধুকর।
কেমনে বলিব তুমি কেবল আমার ॥
আর কি বলিব প্রাণ শরীর তোমার।
রাখিলে তোমার আছে, না রাখ তোমার ॥ ১ ॥

তাল হরি।

তুমি কি রাজা হলে প্রাণ আমার দেশেতে।
তব মতে মত কেন হয় হে করিতে ॥

মোলতানি।

তাল হরি।

ভুলে যদি কর ক্রোধ, করিতে হয় অনুরোধ।
হইয়ে কাতর আর হয়হে সাধিতে ॥ ১ ॥
খেদ উপজিলে মনে, হেরিবনা হে নযনে।
দেখিলে নয়ন মন ভাসয়ে সুখেতে ॥ ২ ॥

তাল ঢিমে তেতালা।

বোধ না হইলে ভ্রম ঘুচিবে কেমনে।
কবিছ ক্রোধ অবোধ অবলা বচনে ॥
বারণে অজ্ঞানে ভেদ না হয় কখনে।
অঙ্কুশে উচিত হয়, সুচিত তুজনে ॥ ১ ॥

তাল একতালা।

আমি কি তোমার অবশ কখন রে প্রাণ।
তবে যে বিরস দেখ দুঃখে উপজয়ে মান ॥
তোমার অলির রীত একই সমান।
আমার ঐ রীত হলে করিতে সুরীত জ্ঞান ॥ ১ ॥

তুমি কি আমাব মনের বাসনা জাননা।
দিবেনিশি তোমা বিনে করি কি আর সাধনা ॥
কে দিলে শিখায়ে প্রাণ এমন মন্ত্রণা।
নিতান্ত অধীনী জনে দিতে কি হয় যন্ত্রণা ॥ ১ ॥

তাল আড়া চৌতাল।

নিদয় ঋতুরাজন বিরহি জনে।

মোলতানি।

তাল আড়া চৌতাল।

দেশ ত্যাগিলে সুখ নাহি কাননে ॥
অন্য অন্য রাজা যত, সকলের এই মত,
পলাতকে নাহি দেয় দুঃখ কখনে ॥ ১ ॥
এ রাজার দূতগণ, একে এক শত জন,
মলয়া কোকিল ফুল বান্ধে তিন গুণে ॥ ২ ॥

মোলতানি পলাস।

তাল জলদ্ তেতালা।

হৃদয়নিবাসি জনে না হের নয়নে প্রাণ।
চঞ্চল চিত্ত কারণ যাহার তারে কি উচিত হয়
অনুচিত মান ॥
যে যারে আশ্রয় দেয়, সে তার সকলি সয়, এইত বিধান।
আশ্রিত নির্দ্দোষ, তার প্রতি রোষ,
একোন পৌরুষ, বল কর কি প্রমাণ ॥ ১ ॥

একের দুঃখ আরে বুঝিবে কেন। (প্রাণ)
আপনার বশ যদি না হলো আপন মন ॥
সাধ্য সাধকতা জ্ঞান আছে যত দিন।
দুই জ্ঞানে সুখ দুঃখ হয় হে নিতান্ত যেন ॥ ১ ॥

গৌঁড়।

তাল জলদ্ তেতালা।

আমারে কি হলো সই ওলো ধর ধর।
বিরহ বাতাসে, সঘন হুতাশে, অঙ্গ কাঁপে থর থর।

গৌঁড়।

তাল জলদ্ তেতালা।

পিরীতে মিলন সুখ বিচ্ছেদ তেমতি দুঃখ।
সুখ আশ করি, এখন যে মরি, তনু হল জর জর।। ১ ।।

তুমি যা বুঝিলে প্রাণ সেই ভাল ভাল।
আমার বচন, স্বরূপ কথন, বোধ নাহি হল হল।।
এতেক করি যতন, তবু না পাইলেম মন,
আপনারি মন, দিয়াছি যখন, উপায় কি বল বল।। ১ ।।

গৌঁড় মোল্লার।

তাল জলদ্ তেতালা।

কি সুখ দেখনা ঘন গরজে বরষে।
শরীর উল্লাস মোর পরশে পরশে।।
ভেকে বাজাইছে ভেরি, সমীরণ বীণাধারি,
চাতকী আলাপে পিউ মনের হরিষে।। ১ ।।

ভুপালি কল্যাণ।

তাল জলদ্ তেতালা।

দেখ সখি আইল দহিতে প্রবল বসন্ত।
বরিষে নয়ন, হৃদে হুতাশন, ঘন শ্বাস পবন,
বিনে প্রাণ কান্ত।।
বিষম মলয়া বায়, কুসুম কুসম তায়,
কুটিল কোকিল, কুরব করিল, কাল বরণ একাল,
বুঝলো নিতান্ত।। ১ ।।

ভুপালি কল্যাণ।

তাল জলদ্ তেতালা।

মনোরঞ্জনে হে বিধি সদা সুখে রাখ।
কখন না হয় জানিও নিশ্চয় দেখিতে দুঃখের মুখ॥
মন মোর তাব বশ, হয এই অভিলাষ,
চিন্তানদী পাব, বাস হয় মোর, কি সুখ ইহার অধিক॥ ১॥

মনে করি বাবে বারে নাহিক হেরিব তারে
তার সনে আলাপের নাহি কোন গুণ।
হেরিলে সে ভাব আব, না থাকে অন্তবে মোর,
পুলক নয়ন বসনা কহিতে চায় শুনিতে শ্রবণ॥
মম হৃদি কম্প হয়, মনেতে কত উদয়, না যায কহনে,
যদি কোন কথাকয়, উত্তর না করি তায,
উপজয়ে মান নযন অন্তরে হয করিতে রোদন॥ ১॥

দেশকার।

তাল জলদ্ তেতালা।

উদয় সুখতারা আমার নযন তারা তার পথ নিরখিয়ে।
কারণ না জানি আমি আছে কি রসে ভুলিয়ে॥
নিশি হয় অবসান, যে রূপ করিছে প্রাণ,
কাহারে কহিব বল তাহাবে কে কবে গিয়ে॥ ১॥

আনন্দ ভর করি দাঁড়াইযে সুন্দরী হেরিতে মনোরঞ্জনে।
নয়নে মন সংযোগ নাহিক ভয় গঞ্জনে॥
প্রতি অঙ্গ পুলকিত, মুখপদ্ম প্রফুল্লিত,
স্থির করি আছে দেখ্ দুই নয়ন গঞ্জনে॥ ১॥

শুরট।

তাল জলদ্ তেতালা।

তব আগমন শুনি হে প্রাণ নিরখি ছিলাম পথ।
এই এসে২ বলি চিত অতি চঞ্চলিত ॥
তোমারে হেরিয়ে আমি হইলাম সুখী এত।
শূন্য দেহে এলো প্রাণ অধিক কহিব কত ॥ ১ ॥

কেবল আশয়ে আছে প্রাণ না বহিত নহিলে। (বে)
প্রাণ গেলে ভাল হতো নাহি গুণ থাকিলে ॥
বিচ্ছেদ শমন সম, তার ভয়ে প্রাণ মম,
কাতর হইযে ভ্রমে হৃদয় কমলে ॥ ১ ॥
যদি সে নিরাশা করে, তবে দুঃখ যায় দূরে,
যায় প্রাণ সেহ ভাল প্রাণ দান করিলে ॥ ২ ॥

প্রিয় দরশন হইলে সই অধিক সুখ কি আর।
চকোরীর সুধা লাভ চাতকীর জলধর ॥
মণিরে পাইয়ে কত সুখী হয় বিষধর।
যামিনীর অতি শোভা উদযেতে শশধর ॥ ১ ॥

প্রেম মোব অতি প্রিয় হে তুমি আমারে তেজোনা।
যদি রাত্র দিন, কর জ্বালাতন, ভাল সে যাতনা ॥
সমুহ যাহার গুণ, কিঞ্চিত অগুণ,
কি দোষ বলিব তার কিবা অপগুণ,
তদগুণ কথা, কহিতে সর্ব্বথা, হতেছে বাসনা ॥ ১ ॥

শুরট।

তাল জলদ্ তেতালা।

অন্য অন্য চিন্তা যত, আমার আছিল,
তব হুতাশনে তারা শব দাহ হল।
ইহার অধিক, আর কিবা সুখ, মনেতে বুঝনা ॥ ২ ॥

তুমি যে নিদয় হবে প্রাণ॰কি লাভ তাহাতে। (হে)
সদয় হওনে ক্ষতি বাসনা শুনিতে ॥
তৃষায়ে চাতক দেখ, নিরখয় ঘন মুখ,
বারি দান কি অগুণ গুণ কি দানেতে ॥ ১ ॥

ও বিধুবদনি ধনি হেরনা নয়নে। (ওলো)
বধিলে কি লাভ তব অনুগত জনে ॥
অনায়াসে চকোরে তুষিতে সুধা দানে।
আজু শশী মান মেঘ কিসের কারণে ॥ ১ ॥

মিলন কি সুখময় হৃদয়ে উদয় হল।
ধরিয়ে দুঃখের হাত বিচ্ছেদ চলিল ॥
পিরীতের যত সুখ, মনে২ বুঝে দেখ,
অপার অতুল হয় প্রেম রস ফল ॥ ১ ॥

ঘুচিল বিচ্ছেদ দুঃখে হলো সুখ মিলন।
প্রেম রসোপানে চিত হইল চেতন ॥
বিচ্ছেদ তিমিরে মন, করে ছিল আচ্ছাদন,
মিলন অরুণোদয় হইল্ এখন ॥ ১ ॥

শুরট।

তাল জলদ্ তেতালা।

নয়ন রূপেতে ভুলে মনো ভুলে গুণে।
ইহার অধিক কেহ শুনেছ শ্রবণে॥
গুণের আদর যত, রূপের না হয় তত,
রূপেতে গুণ সংযোগ রতন কাঞ্চনে॥ ১॥

এতেক যতন করি ভয় হয় মনে।
কখন কি দোষে পাছে ত্যজহ সুদিনে॥
বিরহেতে প্রাণ অন্ত, হইলে সদয় কান্ত,
বিচ্ছেদ অসির চ্ছেদ সহা যাবে কেনে॥ ১॥

তারে এই কথা কহিও সই,মোরে যেমন দেখিলে।
সদা তব নাম মুখে ভাসে নয়ন সলিলে॥
যদি মোর দুঃখ যায় এক বার দেখা দিলে।
ক্ষতি কি তোমার ইথে অধীনে সদয় হলে॥ ১॥

সে কি না জানে সই মনের বাসনা।
জানিযে দেখনা মোরে, মনে নাহি করে,
সদা দিতেছে যাতনা।
আমার মত এমন, আছে তার কত জন, কে করে গণনা।
আমি মরি তার তরে, সেতো নাহি হেরে,
তবু মনতো মানে না॥ ১॥

শুরট।

তাল হরি।

এ কেমন রীত প্রাণ নয়ন অন্তরে হয় অন্তরে অন্তর।
এই আসি বলে গেলে আলে এত দিন পর॥
আশায়ে আছিল প্রাণ, তেঞি হল দরশন,
তোমার যে আগমন মম মন অগোচর॥ ১॥

জানি নাথ যাও হে জানিলাম।
তোমার পিরীতে নাথ প্রাণ হারালাম॥
অবলা সবলা অতি নাহি বুঝিলাম।
শঠের বিনয় বিষ পান করিলাম॥ ১॥

সিন্ধু।

তাল ঢিমে তেতালা।

তব পথ চাহিয়ে চিত অতি চঞ্চলিত। (প্রাণ)
মণির কারণে ফণী কাতর কত॥
তুমি জান কি না জান যেমন আমার মন।
চাতকী কিঞ্চিত জানে আপন মত॥ ১॥

তাহার কি দুঃখ সখি যে দুঃখ আমার।
যথন যে খানে থাকে বোধ হয় সেই তার॥
আমি লো তাহার তবে যে রূপ কাতর।
সে যদি তেমন হৈত কত সুখ মনে কর॥ ১॥

সিন্ধু খাম্বাজ।

তাল হরি।

আসিবে হে প্রাণ কেমনে এখানে।
ননদী দারুণ অতি আছে সে সন্ধানে ॥
রাখিতে পরাণ মোর, আমি নাহি পারি আর,
পিরীতে এই সে হলো সংশয় জীবনে ॥ ১ ॥
মদন রোদন করে, বিরস দেখিয়ে মোরে,
লাজ ভয় কাল সম দয়া নাহি জানে ॥ ২ ॥
নিদয় বিধাতা যাবে, সদয় কে হয় তারে,
আমার উপায় ইথে হইবে কেমনে ॥ ৩ ॥
ধিক্ ধিক্ নারীগণে, মিলয়ে পুরুষ সনে,
কুল তেয়াগিতে নাবে মরে মনঃ মানে ॥ ৪ ॥

তাল ঢিমে তেতালা।

পিরীতি সমান নিধি কোথা আছে আর।
এ ধন যে পাইয়াছে দুঃখ কি তাহার ॥
লাজ ভয় কুল শীল, তাহার সকলি গেল,
মান অপমান সমভাব হে যাহার ॥ ১ ॥

পিরীতি রতন নিধি পাইল যে জন।
তাহার মনের মত না হবে কখন ॥
দুঃখেরে করিয়ে কোলে, ভাসয়ে সুখ সলিলে,
অনল শীতল হয় তাহার তখন ॥ ১ ॥

শঙ্করা ভরণ।

তাল হরি।

যে দিকে চাই সেই দিকে পাই দেখিতে তোমারে।
কি জানি কি গুণে, ভুলালে নয়নে, তোমার বিহনে,
না দেখি কাহারে॥
যখন থাকি শয়নে, তোমারে দেখি স্বপনে।
পুনঃ জাগরণে নয়নে, নয়নে থাকি সেই মনে,
কি হলো আমারে॥ ১॥

শুন হে কহি এই আমি চাহি বলোনা কাহারে।
আমার পরাণ, করিয়ে হরণ, রাখিয়াছ প্রাণ,
নয়ন ভিতরে॥
যে যারে নয়নে রাখে, সে তারে সতত দেখে,
সন্দেহ ইহাতে, নাহি, কদাচিতে,
বুঝনা মনেতে, কি কব তোমারে॥ ১॥

আড়ানা।

তাল জলদ্ তেতালা।

চাতকীর তৃষা ঘন ঘন ঘন।
উচিত যে হয় হইয়ে সদয় কর বরিষণ॥
আছয়ে কত জীবন, তাহাতে মম জীবন,
তোমার জীবন, বিহনে জীবন, সুখী কি কখন॥ ১॥

আড়ানা ।

তাল জলদ্ তেতালা ।

বিচ্ছেদে যে ক্ষতি তাহা অধিক মিলনে ।
আঁখির কি আশা পুরে ক্ষণে দরশনে ॥
প্রবল অনল দেখ কিঞ্চিত জীবনে ।
নির্ব্বাণ হইতে কেহ দেখেছ কখনে॥ ১ ॥

হেরিলে চমকে প্রাণ বিচ্ছেদ ভয়েতে ।
না দেখিলে ঝুরে আঁখি মম বিরহেতে ॥
বিষম হইল মোরে, এ কথা কহিব কারে,
ইহার উপায় বিধি বুঝ বিধি মতে ॥ ১ ॥

নয়ন শীতল হয় দেখিলে যাহারে ।
দেখ দেখি কত সাধ দেখিতে তাহারে ॥
চক্রবাক চক্রবাকী, দিবসে একত্র দেখি,
তাহার অধিক সুখী বুঝিল বিচারে ॥ ১ ॥

নলিনী হাসিয়ে কহিছে ভ্রমরে ।
আমার যে ধন প্রাণ সঁপেছি তোমারে ।
পলক যদি না দেখি, বিরহে ঝুরয়ে আঁখি,
দুঃখেতে উপজে মান, নহে সে অন্তরে ॥ ১ ॥

হে নাথ মনের কথা তুমি জান ।
যে হয় উচিত, করিবে তেমত, তোমাতে বিদিত,
আছয়ে কারণ ॥
মন সুখে থাকে যাতে, রাখ তারে সেই মতে, এই নিবেদন ।
গুণাগুণ মোর, করিলে বিচার,
তবেতো তোমার, হব মতাধীন ॥ ১ ॥

আড়ানা।

তাল জলদ্ তেতালা।

মেঘান্তে শশধর মানান্তে তোমার বদন।
মেঘাচ্ছন্ন নিশাকর, হেরিলে চকোর,
কাতর যেমন সে তব বিরসে মম মন॥
তব অমীয় বচন শুনিলে সুখি শ্রবণ পুলকিত প্রাণ।
মানেতে মৌন তুমি থাকলো যখন,
যে রূপ জ্বলয়ে প্রাণ জানে প্রাণ সেই প্রাণ॥ ১॥

প্রয়োজন তোমা ভিন্ন আর প্রিয়জন কোন।
যাবত জীবন মোর, মন তাবত তোমার,
ধ্যান জ্ঞান যতন সাধন॥
অধিক কহিব কত আমি দেহ তুমি প্রাণ।
তোমার সুখেতে সুখ প্রাণ, তোমার দুঃখেতে জ্বলাতন,
সজল নয়ন॥ ১॥

জানি তোমার মুদ্রা হয় নয় কর নয় হয়
বল আমি ভাল করি।
আইলে তোমারে দেখি, অরুণ করিয়ে আঁখি,
পোহাইয়ে বিভাবরি॥
গণিতে২ তারা, প্রকাশিল সুখ তারা,
আমার নয়ন তারা, সহিত বারি।
প্রভাতে আসিয়ে কেন, করিতেছ জ্বলাতন,
যাও ছিলে যার পুরী॥ ১॥

আড়ানা।

তাল হরি।

আগে কি জানি প্রাণ বিরহে যাবে। (হে)
জানিলে এমন প্রীত করি কি তবে ॥
সুখের লাগিয়ে কুল, মজিল কলঙ্ক হল,
সে সব দুরেতে গেল, এ দুঃখে ডুবে ॥ ১ ॥
তাহার লাগিয়ে মরি, মিছে আপনার করি,
না হেরে নয়নে হেরি, দেখিলে এবে ॥ ২ ॥
পিরীতি সুখের নিধি করিয়ে এখন কাঁদি।
অবলা করেছে বিধি, সহিতে হবে ॥ ৩ ॥

আমি কি তারে ত্যজিতে পারি।
দিবে নিশি সেই ধ্যান, সেই জ্ঞান সেই ধন,
মন প্রাণ প্রাণ প্রাণ২ করি ॥
রোমাঞ্চিত কদাচিত যদি তারে হেরি।
লোকের গঞ্জন ভয়, সেকি ভয় অতিশয়,
তারে ভয়ে২ ভয়ে২ মরি ॥ ১ ॥

তোমা বিনে কারে আর কহিব আপন দুঃখ। (হে)
শুন২ শুন প্রাণ, হেরিলে তব বদন,
প্রফুল্ল হয় তখন, মোর মুখ ॥
তুমি হে যেমন ভাব, আমি হে নিতান্ত তব,
কি কব মনে বুঝে দেখ।
মোর চিত কদাচিত, কোথায় কি হয় রত,
তোমারে পাইলে যত হয় সুখ ॥ ১ ॥

আড়ানা ।

তাল হরি ।

অনেকেরে আশ্রয় দিয়াছ ও মৃগনয়নি ।
রাহু ভয়ে মুখে শশী ভালে দিনমণি ॥
খগবর ভয়ে ভীত হয়ে ফণি কেশে আসি হল বেণী ॥ ১ ॥

সাহানা আড়ানা ।

তাল জলদ্ তেতালা ।

বিরহ যন্ত্রণা প্রাণ তুমি জানিবে কেমনে ।
জানিলে আমি কি সদা থাকিহে রোদনে ।।
নানা স্থানি যেই জন, তার মন কি কখন,
মজে কোন খানে ।
তারে যেবা দেয় মন সুখী কি কখনে ॥ ১ ॥

পিরীতি কি রীতি প্রাণ যে করেছে সে জানে ।
অরসিকে রসবোধ করিবে কি গুণে ॥
পরম সুখের নিধি,পিরীতি সৃজিল বিধি,জানিয়ে সুজনে ।
এ রসে বিরস জনে বুঝিবে কেমনে ॥ ১ ॥

রাগ সাগর ॥

তাল জলদ্ তেতালা ।

এমন কল্যাণ কর বিধি প্রাণ নিধি না হয় নিদয় ।
দিবা নিশি এই অভিলাষ থাকে সে সদয় ॥
কত মত যতনেতে, রতন পেলেম হাতে,
অতএব শুন নয়নের অন্তর না হয় ॥ ১ ॥

টপ্পা সমাপ্ত ।

আখড়াই সংগীত।

১ প্রথম পাঠ।

ভবানী বিষয়।

বাগেশ্বরী।

ত্বমেকা ভুবনেশ্বরি, সদাশিবে শুভঙ্করি,
নিরানন্দে আনন্দ দায়িনী। (মা)
নিশ্চিত ত্বং নিরাকারা, অজ্ঞান বোধ সাকারা,
তত্ত্বজ্ঞানে চৈতন্য রূপিণী ॥
প্রণতে প্রসন্নাভব, ভীমতব ভবার্ণব,
ভয়ে ভীত ভবামি ভবানি।
কৃপাবোলকন করি, তরিবারে ভববারি,
পদতরি দেহি গো তারিণি ॥ ১ ॥

খেঁউড়, বেহ্মাগ।

মনের যে সাধ ছিল মনেতে রহিল। (দেওয়া ওরে)
তোমার সাধনা করি, সাধ না পুরিল ॥
সাধিয়ে আপন কায, এখন বাড়িল লাজ,
আমার গেল সে লাজ বিষাদ হইল ॥ ১ ॥

প্রভাতি, ললিত।

জামিনী কামিনী বশ হয় কি কখন। (দেওরা ওরে)
হলে কি ও বিধুমুখ হেরিহে মলিন ॥
নলিনী হাসিবে কেন, কুমুদী বিরসানন,
এসুখে অসুখ তবে করে কি অরুণ ॥ ১ ॥

আখড়াই সংগীত।

২ দ্বিতীয় পাঠ।

ভবানী বিষয়।

কামদ।

অপার মহিমা তব, উপমা কেমনে দিব,
নিরুপমা ত্রিকাল বর্ত্তিনী। (মা)
যক্ষ রক্ষ সুরাসুর, গন্ধর্ব্ব নর কিন্নর,
চরাচর সর্ব্ব সচেতনি ॥
প্রকৃতি চতুর্ব্বিংশতি, ভূতাশ্রমে অবস্থিতি
মন যথা নিওগো আপনি।
এমন দুর্গমে পার, করিবারে শক্তি কার,
নগরাজ কুল কমলিনি ॥ ১ ॥

খেউড়, বেহাগ।

সাধের পিরিতি সুখে দুঃখ পাছে হয়। (দেওরা ওরে)
তুমি হে চঞ্চল অতি সদা ওই ভয় ॥
গোপনে যতেক সুখ, প্রকাশে ততো অসুখ,
ননদী দেখিলে পরে প্রণয় কি রয় ॥ ১ ॥

প্রভাতি, ভৈরবি।

ছিল না মনেতে নিশি প্রভাত হইবে। (দেওরা ওরে)
অরুণ কিরণে হৃদি কমল দহিবে ॥
করিয়ে অতি যতন, যদি বা হল মিলন।
চাহিয়ে কামিনী মুখ যামিনী কি রবে ॥ ১ ॥

আখড়াই সংগীত।

৩ তৃতীয় পাঠ।

ভবানী বিষয়।

মোহলার।

শঙ্করি শৈলেন্দ্র সুতে, শশাঙ্ক শিখরাশ্চিতে,
সদাশিবে শিব প্রদায়িনী। (মা)
ত্রৈলোক্য ত্রিতাপ হরা, তুমি আদ্যা পরাৎপরা,
তপনজ ভয় নিবারিণি ॥
সৃজন পালন ক্ষয়, কটাক্ষেতে তব হয়,
তত্ত্বময়ী ত্রিগুণ ধারিণি।
তোমা বিনে ত্রিভুবনে, কেতারে তাপিত জনে,
ত্রাণ কর ও গো ত্রিনয়নি ॥ ১ ॥

খেউড, পয়ুজ।

পিরীতি করিলে হয় এই কি করিতে। (দেওরা ওরে)
ভুলায়ে বিনয় ছলে না হয় হেরিতে ॥
চাঁদের পিরীতি দেখ কুমুদী সহিতে।
বিধু আসি দেয় দেখা না পারে রহিতে ॥ ১ ॥

প্রভাতি, খট।

অরুণ সহিত শশি আইলে প্রভাতে। (দেওরা ওরে)
অমীয় কোথায় তব চকোরী তুষিতে ॥
কি ভাব মনে ভাবিয়ে, দেখা দিলে প্রাণ আসিয়ে,
আশায়ে নিরাশা হলো তোমার আশাতে ॥ ১ ॥

আখড়াই সংগীত।

৪ চতুর্থ পাঠ।

ভবানী বিষয়।

বাগেশ্বরি।

অচিন্ত্য চিন্তা রূপিণি, চিন্তাময়ী শবাসনী,
বিশ্ব রূপা চরমে তারিণি। (মা)
সত্ব রজ তম গুণ, গুণত্রয় তব গুণ,
গুণময়ী গুণ প্রসবিনি ॥
অনুপমা তব রূপ, সে রূপ স্বরূপ রূপ,
কোন রূপে সাদৃশ্য না জানি।
নখরে নিশাকর, পদতলে দিবাকর,
জ্ঞান রূপা আনন্দ রূপিণি ॥ ১ ॥

খেউড়, খাম্বাজ।

হইবে অনেক সুখ ছিল হে মনেতে। (দেওরা ওরে)
এখন সে রূপ ভাব না পাই দেখিতে ॥
মনমত তব মন, জানিয়ে সঁপেছি মন,
সে মন এমন হয় খেদহে ইহাতে ॥ ১ ॥

প্রভাতি, কালাংড়া।

সুখে দুঃখ দিয়ে নিশি প্রভাত হইল। (দেওরা ওরে)
অরুণ উদয়ে দহে হৃদয় কমল ॥
কামিনী মুখ না চেয়ে, যামিনী শশিরে লয়ে,
দেখিতে দেখিতে দেখ গমন করিল ॥ ১ ॥

আখড়াই সংগীত।

৫ পঞ্চম পাঠ।

ভবানী বিষয়।

বেহাগ।

পরমারাধিত দেব, দেব দেব মহাদেব,
দেবাদেব মানব বন্দিনি। (মা)
প্রণবা অজপা অনাইত, ক খ ভূ তেজো মরুত,
চরাচর সৃজন কারিণি ॥
নিরাকারাকারা ত্বয়ী, গুণাতীত গুণময়ী,
জ্ঞানরূপা গণেশ জননি।
অনাদি আনন্দময়ী, ত্বমেকা ত্রিগুণাশ্রয়ী,
সদানন্দে চৈতন্য দায়িনী ॥ ১ ॥

খেউড়, শুরট্ট।

সাধে কি বারণ করি সতত আসিতে। (দেওরাওরে)
কি করি স্ববশ নহি ননদী ভয়েতে ॥
যত সুখ উপজয়ে গোপন পিরীতে।
জনরবে ততোধিক অসুখ মনেতে ॥ ১ ॥

প্রভাতি, ললিত।

আশা না পুরিতে কেন নিশি পোহাইল। (দেওরাওরে)
কামিনী বধিতে ওই অরুণ আইল ॥
একেত কুলের ভয় যামিনী স্ববশ নয়।
সাধের মিলনে কেন বিষাধ হইল ॥ ১ ॥

আখড়াই সংগীত।

৬ ষষ্ঠ পাঠ।

ভবানী বিষয়।

বাগেশ্বরী।

শৈলেন্দ্র তনয়া শিবে, সদাশিবে প্রদাভবে,
সুধাংশু শেখর সীমন্তিনি। (মা)
বিকল পতিত জনে, ত্রাহি তারা নিজ গুণে,
দয়াময়ী প্রণতপালিনি ॥
আপন কর্ম্মানুসারে, ভবে ভ্রমি বারে বারে,
শ্রম ভরে কাতর তারিণি।
শিবদা অশিব হরা, ব্রহ্মময়ী পরাৎপরা,
সদানন্দে সুখ প্রদায়িনী ॥ ১ ॥

খেম্টাড়, খাম্বাজ।

অনেক যতনে হয় ক্ষণেক মিলন। (দেওরা ওরে)
ইথে কি মনের সাধ পূরয়ে কখন ॥
অতএব বলি আমি, হৃদয় নিবাসি তুমি,
নয়নে নয়নে থাক একান্ত মনন ॥ ১ ॥

প্রভাতি, ললিত ভৈরব।

যামিনী যে যায় প্রাণ রাখিব কেমনে। (দেওরা ওরে)
হেরিয়ে অরুণ তব কমল নয়নে ॥
সে কামিনী কুমুদিনী, সুখে পোহাল রজনী।
আমি কমলিনী বুঝি করিলে না মনে ॥ ১ ॥

আখড়াই সংগীত।

৭ সপ্তম পাঠ।

ভবানী বিষয়।

মালশ্রী।

গিরি কি অচল হলে আনিতে উমারে। (গিরিবর ওহে)
না হেরি তনয়া মুখ হৃদয় বিদরে ॥
ত্বরান্বিত হও গিরি তোমার করেতে ধরি।
উমা ও মা বলে দেখ ডাকিছে আমারে ॥ ১ ॥

খেউড়, খাম্বাজ।

এ সুখে অসুখ কেন চাহরে করিতে। (দেওরা ওরে)
মিলন হয়েছে দেখ কত যতনেতে ॥
বুঝিতে না পারি ভাব, মনে হয় কত ভাব,
সে ভাবে হলো অভাব, ভাবিতে২ ॥ ১ ॥

প্রভাতি, ভৈরবী।

ওই রে অরুণ আলো কামিনী দহিতে। (দেওরা ওরে)
নিবারি শশির শোভা কুমুদী সহিতে ॥
না হতে সুখের লেশ, রজনী হইল শেষ,
চকোরী চাঁদের আশা ত্যজিল দুঃখেতে ॥ ১ ॥

ব্রহ্ম সংগীত।

বেহাগ তাল আড়া।

পরমব্রহ্ম ত্বং পরাৎপর পরমেশ্বর।
নিরঞ্জন নিরাময়, নির্ব্বিশেষ সদাশ্রয়,
আপনা আপনি হেতু বিভু বিশ্বধর ॥
সমুদয় পঞ্চকোষ, জ্ঞানাজ্ঞান যথাবাস,
প্রপঞ্চ ভূতাধিকার।

ব্রহ্ম সংগীত।

বেহাগ, তাল আড়া।

অন্নময় প্রাণময়, মানস বিজ্ঞানময়,
শেষেতে আনন্দময়, প্রাপ্ত সিদ্ধনয় ॥ ১ ॥

শ্যামাবিষয়, ভৈরবী, তাল হরি।

ককারে আকার স্বর ছাড়ি লয়ে দীর্ঘীকার বল।
বিষয় স্বরেতে লেগেছে স্বল্পিতে ঔষধ ইহাতে এই হইল ॥
এ স্বরে অরুচি হয়, ইহার এই উপায়, রুচি করি জ্ঞান কর
মধুপান শিবের বচন এই ছিল।
আনন্দের নিবেদন,মন দিয়ে শুন মন,ভবনদীপার যদি হবে
সার জ্ঞান, কর হর যা বলিল ॥ ১ ॥

শারদা, মালকোষ বাহার।

তাল আড়া।

শারদে বাণী ত্রিনয়নী বাকবাদিনি। (এমা)
শোভিত সরোজাসনে, চরণ সরোজ, নখচন্দ্র পদতলে
হেরি দিনমণি ॥
তিন গুণে যত্রেদেব,সহিত অমর সব,সদেবস্তু সদা বন্দিনি।
কুন্দ কুসুমগলে অর্দ্ধ ইন্দুভালে বীণা করে ব্রহ্মময়ী
বিদ্যা প্রদায়িনি ॥ ১ ॥
তেয়াগিয়ে পীতাম্বর, পরিধানা শ্বেতাম্বর,
বরদা জড়তা হারিণি।
ঈশ্বর চন্দ্রে ঈশ্বরী, কৃপাবলোকন কুরুমাতা নিজ গুণে
শুন নারায়ণি ॥ ২ ॥

গ্রন্থঃ সমাপ্ত।